স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)
নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আইইউজিআইপি)

পৌরকর বহির্ভূত রাজস্ব বিষয়ক প্রশিক্ষণ সহায়িকা

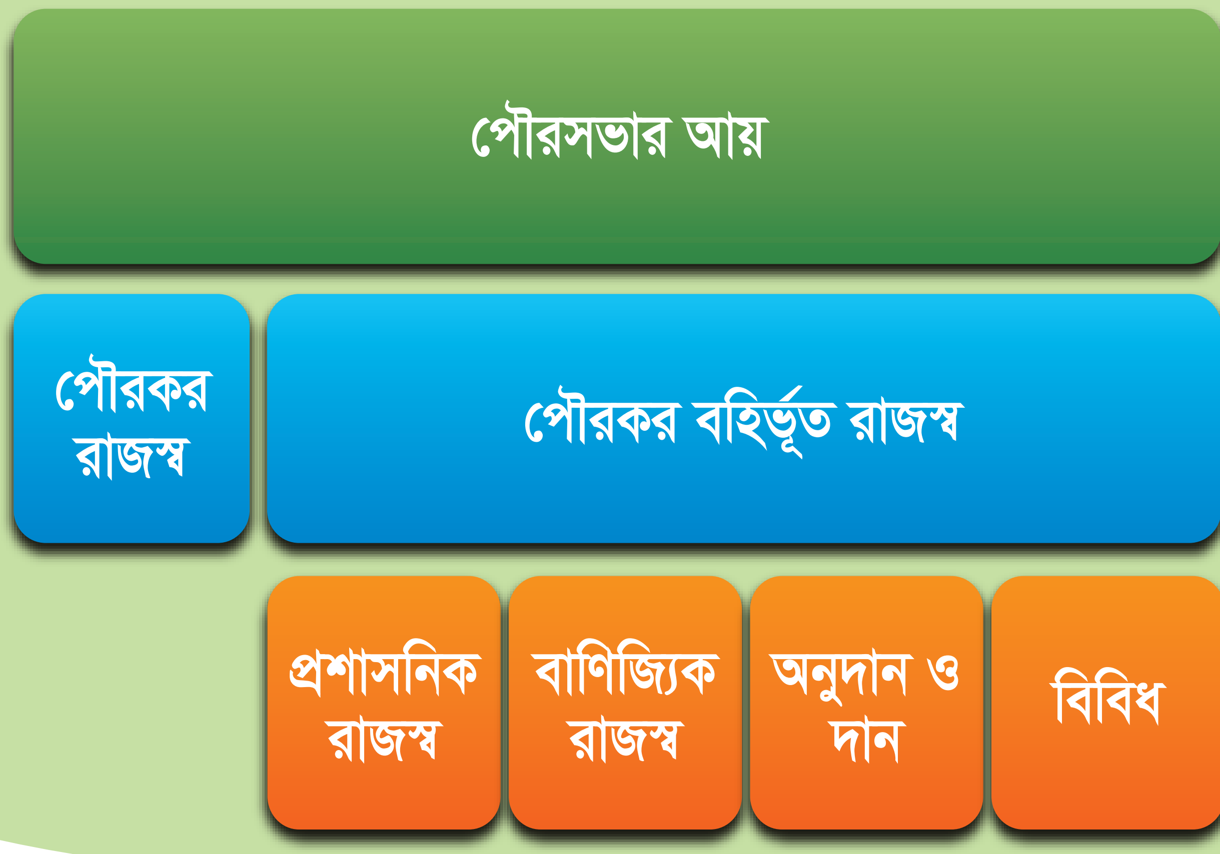

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)
নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আইইউজিআইপি)

পৌরকর বহির্ভূত রাজস্ব বিষয়ক প্রশিক্ষণ সহায়িকা

গভর্নেন্স ইম্প্রুভমেন্ট অ্যান্ড ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট (জিআইসিডি)
কনসালটেন্সি সার্ভিসেস, আইইউজিআইপি

প্রকাশকাল

ডিসেম্বর, ২০২৪

সার্বিক নির্দেশনা

মোঃ আব্দুল বারেক, প্রকল্প পরিচালক
নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আইইউজিআইপি)
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

সার্বিক তত্ত্বাবধান

আজাহার আলী, টিম লিডার, জিআইসিডি
নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আইইউজিআইপি)
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)

সহায়িকা প্রণয়ন

মোঃ সাইফুর রহমান মিয়া
মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্সেশন অ্যান্ড ফাইন্যান্স স্পেশালিস্ট, আইইউজিআইপি, এলজিইডি

সহযোগিতায়

মোঃ জাফরুল কুদ্দুস
ট্রেনিং স্পেশালিস্ট, আইইউজিআইপি, এলজিইডি

মোঃ রবিউল আলম
রিজিওনাল কো-অর্ডিনেটর (মিউনিসিপ্যাল ফাইন্যান্স), আইইউজিআইপি, এলজিইডি

বিপ্রজিত মন্ডল
রিজিওনাল কো-অর্ডিনেটর (মিউনিসিপ্যাল ফাইন্যান্স), আইইউজিআইপি, এলজিইডি

সন্দ্বীপ মন্ডল
রিজিওনাল কো-অর্ডিনেটর (মিউনিসিপ্যাল ফাইন্যান্স), আইইউজিআইপি, এলজিইডি

মোঃ জিনারুল ইসলাম
রিজিওনাল কো-অর্ডিনেটর (মিউনিসিপ্যাল ফাইন্যান্স), আইইউজিআইপি, এলজিইডি

সম্পাদনা

খান মো. রবিউল আলম
ডকুমেন্টেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন স্পেশালিস্ট, আইইউজিআইপি, এলজিইডি

মুদ্রণ

সংগতি প্রিন্টার্স
৪৪/সি, আজিমপুর রোড, ঢাকা-১২০৫
মোবাইল : ০১৯৩৬-৬৮৮৩১৫

প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্ব)
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

মুখবন্ধ

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) দেশের অন্যতম বৃহৎ প্রকৌশল সংস্থা। এলজিইডির মূল লক্ষ্য হলো, পল্লি, নগর ও পানিসম্পদ সেক্টর উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন ও দারিদ্র্য হ্রাসে সহায়তা করা। গত শতাব্দীর ৬০-এর দশকে পল্লীপূর্ত কর্মসূচির মধ্য দিয়ে এলজিইডি গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তী সময়ে তা নগর ও পানিসম্পদ সেক্টরে বিস্তৃত হয়। এলজিইডির কার্যক্রম দেশের সার্বিক অগ্রগতিতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশে নগরায়ণ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। জনগণের মধ্যে শহরমুখী হওয়ার প্রবণতা বাড়ছে। নগর বা শহরে শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ মানুষ বাস করে। অচিরেই তা শতকরা ৫০ ভাগে উন্নীত হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এ অবস্থায় নগরবাসীদের উন্নত সেবা প্রদান সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভাসমূহের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নগর অবকাঠামো ও পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন ছাড়া উন্নত নাগরিক সেবা প্রদান সম্ভব নয়।

পরিকল্পিত নগরায়ণের জন্য পৌরসভাসমূহের সক্ষমতা উন্নয়নের বিকল্প নেই। বর্তমানে উন্নয়ন সহযোগী ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে নগর অবকাঠামো ও পরিচালন ব্যবস্থা উন্নয়নে এলজিইডি বেশ কিছু প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আইইউজিআইপি) তার অন্যতম। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো, নগর পরিচালন ব্যবস্থা, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং মানবসম্পদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিকল্পিত উপায়ে টেকসই নগরায়ণ এগিয়ে নেওয়া। পাশাপাশি উন্নয়ন কার্যক্রমে নাগরিক, নারী ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তি, রাজস্ব আয় বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এবং পরিষেবার মান উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।

পৌরসভার আর্থিক সক্ষমতার অন্যতম দিক হলো কর বহির্ভূত রাজস্ব নির্ধারণ এবং আদায়। পৌরসভার উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য যা অত্যন্ত জরুরি। তবে, কর বহির্ভূত রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায় সহজ কাজ নয়। পৌরকর বহির্ভূত রাজস্ব নির্ধারণে আইন, নীতি ও বিধিমালার সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে। এ সকল আইন, নীতি এবং বিধিমালা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা না থাকলে যথাযথভাবে কর বহির্ভূত রাজস্ব নির্ধারণ সম্ভব নয়। এ জন্য পৌরসভার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ ধারণা থাকতে হবে। কর বহির্ভূত রাজস্ব আদায়ের কৌশলগুলো সম্পর্কেও জানতে হবে। কর বহির্ভূত রাজস্ব আদায়ে কীভাবে পৌরবাসীর মধ্যে সচেতনতা বাড়ানো যায় সেটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আমরা দেখেছি যে, বিভিন্ন উদ্ভাবনী কৌশল অনুসরণের মাধ্যমে পৌরসভাসমূহ কর সংগ্রহ করছে। এসব উত্তম চর্চার পারস্পরিক বিনিময়ও জরুরি। উল্লেখ্য, পৌরসভার আর্থিক সক্ষমতা বাড়লে তা সার্বিক কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

আমি জেনে আনন্দিত যে, নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আইইউজিআইপি)-এর আওতায় পৌরকর বহির্ভূত রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায় বিষয়ক প্রশিক্ষণ সহায়িকা প্রণয়ন করা হয়েছে। আশা করি, এ প্রশিক্ষণ সহায়িকার কার্যকর বাস্তবায়ন পৌরকর বহির্ভূত রাজস্ব সংগ্রহে পৌরসভার সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সার্বিক কার্যক্রম গতিশীল করবে।

নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আইইউজিআইপি)-এর গভর্নেন্স ইম্প্রুভমেন্ট অ্যান্ড ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট (জিআইসিডি) কনসালটেন্সি সার্ভিসের পরামর্শক যাঁরা নিষ্ঠা ও পেশাদারি উৎকর্ষের সঙ্গে সহায়িকাটি প্রণয়ন করেছেন তাঁদের সাধুবাদ জানাচ্ছি। পরিশেষে, এ প্রশিক্ষণ সহায়িকার সফল বাস্তবায়ন আশা করছি।

গোপাল কৃষ্ণ দেবনাথ

প্রকল্প পরিচালক
নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রসঙ্গকথা

ক্রমবর্ধমান নগরায়ণের ফলে কর্মসংস্থানের জন্য প্রতিনিয়ত মানুষ গ্রাম থেকে নগর বা শহরমুখী হচ্ছে। ফলে নগরে জনসংখ্যা বাড়ছে। বাংলাদেশের প্রায় ৪০ শতাংশ মানুষ নগরে বা শহরে বসবাস করে। খুব শীঘ্রই তা ৫০ শতাংশে উন্নীত হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। নগরের এ ক্রমবর্ধমান মানুষের চাপ সামাল দেওয়া ও নাগরিক সেবা প্রদান বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হলে নিজেদের উন্নয়ন মনস্ক হতে হবে। মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে এবং তা তাদের মনে গেঁথে দিতে পারলে প্রত্যেক মানুষ একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করতে পারবে।

বর্তমানে বাংলাদেশে ১২টি সিটি কর্পোরেশন ও ৩৩১টি পৌরসভা রয়েছে। নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের লক্ষ্য হলো, পরিকল্পনা অনুযায়ী টেকসই নগরায়ণ, নগর পরিচালন ব্যবস্থা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং অবকাঠামো উন্নয়নে প্রকল্পভুক্ত পৌরসভাসমূহকে সহায়তা প্রদান। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে পৌরসভা হলো অন্যতম। নগরবাসীর জন্য উন্নত মানের সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পৌরসভা অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন ও সেবামূলক কাজ বাস্তবায়ন করে থাকে। এ সকল কাজ বাস্তবায়নের জন্য পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন জরুরি। সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিভিন্ন দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে পৌরসভা নগরবাসীর কাঙ্ক্ষিত সেবা নিশ্চিত করে থাকে।

পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির আওতায় পৌরসভাসমূহে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, নিজস্ব রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি, রেকর্ডপত্রাদির সংরক্ষণে দক্ষতা বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই। উন্নয়নমুখী, সেবামূলক ও একটি কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে হলে পৌরসভা পরিচালনার সাথে যুক্ত সবার পৌর আইন ও বিধি বিষয়ে সম্যক ধারণা ও জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। একই সঙ্গে, উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়নে জনঅংশগ্রহণ কীভাবে বাড়ানো যায় সে সম্পর্কে অবহিত হওয়াও গুরুত্বপূর্ণ।

পৌরসভাসমূহের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পেলেই সফলতার সঙ্গে কাজ করা সম্ভব। এ জন্য পৌরসভাসমূহ যদি স্থানীয় সম্পদ বিশেষত কর বহির্ভূত রাজস্ব যথাযথভাবে নির্ধারণ ও সংগ্রহ করতে পারে তাহলে তা উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের পথ সুগম করবে। পৌরকর বহির্ভূত রাজস্ব নির্ধারণে আইন, নীতি ও বিধিমালা সম্পর্কিত নির্দেশনা রয়েছে। সেগুলো সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে। একই সঙ্গে পৌরকর বহির্ভূত রাজস্ব সংগ্রহে যে প্রয়োগিক দিকগুলো সম্পর্কেও পূর্ণাঙ্গ ধারণা থাকতে হবে। মোদ্দা কথা হলো, পৌরকর বহির্ভূত রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়ের সক্ষমতা অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়তা করবে। এমনকি পৌরকর বহির্ভূত রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়ে সক্ষমতা আত্মনির্ভরশীল হতেও সহায়তা করবে। পৌরবাসীর জনসচেতনতা বৃদ্ধি, আয়ের নতুন নতুন ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ এবং উদ্ভাবনী কৌশলগুলো প্রয়োগ করে পৌরকর সংগ্রহ বাড়াতে হবে।

আইইউজিআইপি-এর আওতায় প্রণীত পৌরকর বর্হিভুত রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায় বিষয়ক প্রশিক্ষণ সহায়িকাটি একটি সমন্বিত সহায়িকা। এ সহায়িকায় আইন, নীতি ও বিধিমালা, পৌরকর বহির্ভূত রাজস্ব আদায়ের কৌশলগুলো বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। আমি মনে করি, এ প্রশিক্ষণ সহায়িকা পৌরসভার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পৌরকর নির্ধারণ ও আদায়ের সক্ষমতা উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। এ সহায়িকার বাস্তবায়ন পৌরকর বহির্ভূত রাজস্ব সংগ্রহে গতি বাড়াতে এবং পৌরসভাসমূহকে আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হতে সহায়তা করবে।

আইইউজিআইপি-তে নিয়োজিত জিআইসিডি টিম লিডার ও পরামর্শকগণ এ প্রশিক্ষণ সহায়িকাটি তৈরি ও প্রকাশ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখায় তাঁদের ধন্যবাদ জানাই। মনে রাখতে হবে, পৌরসভার আর্থিক সক্ষমতা বাড়লে তা নিশ্চিতভাবে সুশাসন ব্যবস্থা উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

মোঃ আব্দুল বারেক

সূচিপত্র

ক্রঃ নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
০১	প্রকল্প পরিচিতি	০৯-১০
০২	ভূমিকা	১১-১২
০৩	UGIAP বাস্তবায়নে পৌরসভার স্থানীয় সম্পদের (রাজস্ব) গুরুত্ব	১২-১৪
০৪	পৌরসভার আয়ের বিভিন্ন উৎস	১৫
০৫	পৌরকর বহির্ভূত রাজস্ব আয়ের আইনগত ভিত্তি	১৫-১৬
০৬	পৌরকর বহির্ভূত রাজস্ব আয়ের খাতসমূহ	১৬-৫০
০৭	পৌরসভা পাবলিক মার্কেট	৫০-৫৫
০৮	সরকারি হাট-বাজারসমূহের ব্যবস্থাপনা, ইজারা পদ্ধতি এবং তা থেকে প্রাপ্ত আয়বন্টন সম্পর্কিত নীতিমালা	৫৫-৬৩
০৯	পৌর এলাকায় জেলা পরিষদ কর্তৃক নির্মিত বাস-টার্মিনাল পৌরসভাকে হস্তান্তর এবং ব্যবস্থাপনা	৬৩-৬৪
১০	উপসংহার	৬৪
১১	সংযোজনী	৬৫-৭০

প্রকল্প পরিচিতি

১। প্রকল্পের নাম : নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আইইউজিআইপি)

২। প্রকল্প কোড : ২২৪৩৭৭৮০০

৩। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : পরিকল্পনা অনুযায়ী টেকসই নগরায়ণ, নগর পরিচালন ব্যবস্থা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং অবকাঠামো উন্নয়নে সহায়তা করা;

৪। উদ্যোগী মন্ত্রণালয় ও বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় সরকার বিভাগ

৫। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং প্রকল্পভুক্ত ৬৩টি পৌরসভা

৬। প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ : ২০-০৬-২০২৩

৭। বাস্তবায়নকাল : আরম্ভ : ০১-০৭-২০২৩, সমাপ্তি : ৩০-০৬-২০২৮

৮। প্রকল্পের ব্যয় :

জিওবি	১০০ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
এডিবি	৩০০ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
এএফডি	২০০ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার
প্রকল্প সাহায্য	০২ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
সর্বমোট = ৬০২ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	

৯। প্রকল্পে মূলধারার পৌরসভার সংখ্যা ৬৩টি এবং পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের আওতাভুক্ত পৌরসভার সংখ্যা ২৫টি (মোট পৌরসভার সংখ্যা ৮৮টি)

ঢাকা বিভাগ (১৭টি পৌরসভা):

ভাঙ্গা, বোয়ালমারী, গোয়ালন্দ, আড়াইহাজার, মনোহরদী, মুন্সীগঞ্জ, কালীগঞ্জ, মধুপুর, হোসেনপুর, কালকিনি, নড়িয়া, মানিকগঞ্জ, টুঙ্গিপাড়া, মিরকাদিম, কালিয়াকৈর, পাকুন্দিয়া এবং ভৈরব।

ময়মনসিংহ বিভাগ (৩টি পৌরসভা):

মদন, নকলা এবং গফরগাঁও।

চট্টগ্রাম বিভাগ (১৯টি পৌরসভা):

চন্দনাইশ, বাঁশখালী, সন্দ্বীপ, রাউজান, ব্রাক্ষণবাড়িয়া, ফরিদগঞ্জ, মতলব, হাজীগঞ্জ, চৌমুহনী, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, নাজিরহাট, বসুরহাট, দাগনভূঁএা, রায়পুর, রামগঞ্জ, রামগতি এবং সোনাগাজী।

খুলনা বিভাগ (৭টি পৌরসভা):

আলমডাঙ্গা, ভেড়ামারা, কুমারখালী, কেশবপুর, গাংনী, মনিরামপুর এবং মহেশপুর।

রাজশাহী বিভাগ (১০টি পৌরসভা):

ভবানীগঞ্জ, নওহাটা, বাঘা, রোহনপুর, সাঁথিয়া, কেশরহাট, নজিপুর, সারিয়াকান্দি, শিবগঞ্জ এবং চারঘাট।

রংপুর বিভাগ (৩টি পৌরসভা):

পাটগ্রাম, উলিপুর এবং সুন্দরগঞ্জ।

সিলেট বিভাগ (৪টি পৌরসভা):

মৌলভীবাজার, ছাতক, কুলাউড়া, চুনারুঘাট।

O&M এর আওতাভুক্ত পৌরসভা (২৫টি পৌরসভা):
লক্ষ্মীপুর, লাকসাম, নবীনগর, লালমনিরহাট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, রাজবাড়ী, শেরপুর, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, মুক্তাগাছা, চুয়াডাঙ্গা, যশোর, মেহেরপুর, মাগুরা, বেনাপোল, জয়পুরহাট, বেড়া, ঈশ্বরদী, শাহাজাদপুর, নীলফামারী, পঞ্চগড়, গোপালগঞ্জ, বরগুনা এবং পিরোজপুর।

১০। প্রকল্পের নগর পরিচালন উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান কার্যক্রমসমূহ ঃ

১.	নাগরিক সচেতনতা এবং অংশগ্রহণ;
২.	নগর পরিকল্পনা;
৩.	নারী ও শহুরে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সমতা ও অন্তর্ভুক্তি;
৪.	স্থানীয় সম্পদ আহরণ;
৫.	আর্থিক ব্যবস্থাপনা, দায়বদ্ধতা ও স্থায়িত্বশীলতা;
৬.	পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ (ওঅ্যান্ডএম) এবং ব্যবস্থাপনা;
৭.	জরিপকৃত রাস্তা, ড্রেন নেটওয়ার্ক এবং অন্যান্য সম্পদের তালিকা;
৮.	প্রশাসনিক স্বচ্ছতা;
৯.	পৌরসভার প্রয়োজনীয় সেবা সচল রাখা।

১১। প্রকল্পের অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান কার্যক্রমসমূহ :

- ❖ ৬৩টি পৌরসভায় কমপক্ষে ৯০০ কিলোমিটার ড্রেন নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ;
- ❖ ৬৩টি পৌরসভায় কমপক্ষে ১,৫০০ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ ও জেন্ডার সংবেদনশীল অবকাঠামো নির্মাণ ও নিরাপত্তা প্রদান;
- ❖ কমপক্ষে ৭টি কমিউনিটিতে জলবায়ু সহনশীল পাবলিক স্পেস নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ;
- ❖ ৬৩টি পৌরসভায় কমপক্ষে ৫০ শতাংশ নারীর অংশগ্রহণে নিম্নআয় এলাকা উন্নয়ন।

ভূমিকা

ব্রিটিশ শাসনামলে এ অঞ্চলে নগরকেন্দ্রিক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটে ১৭৯৩ সালে। এ সময়ে ব্রিটিশ সরকার কোলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বে শহরে পৌর প্রশাসন স্থাপনে একটি আদেশ জারির মাধ্যমে এসব প্রশাসনকে পৌরকর আরোপ ও আদায়, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় বিচারক নিয়োগ, পরিচ্ছন্নতা ও নিরাপত্তার জন্য কর্মীনিয়োগের ক্ষমতা প্রদান করে। বাংলাদেশে পৌরসভা গঠিত হয় বেঙ্গল জেলা পৌরসভা আইন, ১৮৬৪-এর অধীন। এ আইনের অধীনে গঠিত পৌরসভাসমূহের উপর পৌরকর আরোপ ও আদায়ের ক্ষমতা এবং কিছু নাগরিক সেবা প্রদানের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। নগরকেন্দ্রিক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা নাগরিক সেবার পরিধি বিস্তার এবং আয়ের উৎস সম্প্রসারণের মাধ্যমে ধীরে ধীরে বিবর্তিত হয়েছে।

নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক উপায়ে পরিচালিত পৌরসভার বর্তমান ধারার প্রবর্তন ঘটে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর। বাংলাদেশে প্রথম পৌরসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৩ সালে। পৌরসভা অধ্যাদেশ, ১৯৭৭ পরবর্তী সময়ে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯-এর মাধ্যমে আরও বিকশিত এবং নগরকেন্দ্রিক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সুসংগঠিত রূপ লাভ করে।

পৌরসভা বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। দ্রুত নগরায়ণের ফলে দেশে শহরাঞ্চল বা পৌরসভাসমূহে দিনে দিনে জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে, সর্বশেষ আদমশুমারি অনুযায়ী শহরাঞ্চলে এ বৃদ্ধির হার ৪.১% (আদমশুমারি, বিবিএস, ২০১১)। পৌরসভার সংখ্যা বাড়লেও পৌরসভাসমূহের জনবল, প্রশাসনিক সক্ষমতা ও সেবা প্রদানের সামর্থ্য সব ক্ষেত্রে সমান নয়। এ জন্য সুনির্দিষ্ট মানদণ্ডের ভিত্তিতে পৌরসভাসমূহকে ৩টি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে, যথা : 'ক', 'খ' ও 'গ' শ্রেণির পৌরসভা। বিভিন্ন পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, সব শ্রেণির পৌরসভাতেই পরিচালন ব্যবস্থা, সেবার পরিমাণ সম্প্রসারণ এবং মানসম্মত নাগরিক সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে আরও উন্নতি করার সুযোগ রয়েছে।

বর্তমানে পৌরসভাসমূহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে। পৌর এলাকায় সরকারি সেবার পাশাপাশি পৌরসভাসমূহ নগর পরিকল্পনা, স্থানীয় অবকাঠামো উন্নয়ন এবং সড়ক উন্নয়ন থেকে শুরু করে সংক্রামক রোগ-ব্যাধি প্রতিরোধ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক সেবা প্রদানের কাজ করে থাকে।

নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (IUGIP)-এর আওতায় নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মসূচি (UGIAP) বর্ণিত সকল কার্যাবলি ও করণীয় বিষয়াদি বাস্তবায়নে নির্দেশিত মাত্রায় সাফল্য অর্জন করতে না পারলে ওই পৌরসভা পরবর্তী পর্যায়ের প্রকল্প সহায়তা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হবে। পৌরকর বহির্ভূত রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি UGIAP-এর একটি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম। পৌরসভা মূলত তিনটি উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করে থাকে যথা- নিজস্ব রাজস্ব আয়, উন্নয়ন খাতে প্রাপ্ত বরাদ্দ এবং মূলধন হিসাব। এই উৎসসমুহের মধ্যে রাজস্ব আয় পৌরসভার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন। প্রতিটি পৌরসভা সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে পৌরসভা আদর্শ কর তফসিল, ২০১৪ (সংশোধিত ২০১৭)-এ বর্ণিত সকল অথবা যেকোনো কর, উপ-কর, রেইট, টোল, ফিস ইত্যাদি আরোপের মাধ্যমে উক্ত রাজস্ব আয় করে থাকে। এদের মধ্যে কর, উপ-কর ও রেইট কর সম্পর্কিত রাজস্ব এবং লিজ/রেন্ট, টোল, ফিস ইত্যাদি কর বহির্ভূত রাজস্ব হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। কর বহির্ভূত রাজস্ব খাতের আয় প্রতি বছর কমপক্ষে মুদ্রাস্ফীতিসহ ১০০% করতে ব্যর্থ হলে ওই পৌরসভা IUGIP-এর প্রকল্প সহায়তা থেকে বঞ্চিত হবে।

সুতরাং পৌরসভার কর বহির্ভূত রাজস্ব আদায় কীভাবে বাড়ানো যায়, সে সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্মকৌশল সঠিকভাবে জানা সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের জন্য অত্যন্ত জরুরি। ম্যানুয়ালটিতে অংশগ্রহণকারীদের সুবিধার্থে কর বহির্ভূত রাজস্ব আদায় অর্থাৎ সর্বশেষ উপ-কর, ফিস, লিজ, রেন্ট, টোল ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। আশা করা যায় প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও তথ্য সম্বলিত ম্যানুয়ালটি পৌরকর বহির্ভূত রাজস্ব আদায় বৃদ্ধিতে সঠিক অবদান রাখবে।

পৌরসভা কর আরোপ ও আদায় পদ্ধতি বিধিমালা, ২০১৩-এর বিধি-২(খ) অনুযায়ী 'কর' অর্থ কোনো কর, উপ-কর, রেইট, টোল, ফিস অথবা আইনের অধীনে আরোপযোগ্য অন্য কোনো কর। এসব করের উদাহরণসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো :

কর : সেবা প্রদান ছাড়া পৌরসভা এলাকার বাসিন্দাদের নিকট থেকে পৌরসভা যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আদায় করে সেটা কর নামে অভিহিত। যেমন : ভূমি ও ইমারত বা গৃহের বার্ষিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে আরোপিত কর।

উপ-কর : মূল বা বৃহত্তর করে একটি অংশকে উপ-কর বলা হয়ে থাকে। ইংরেজিতে Sub-tax is a tax making part of larger tax, যেমন- পৌরসভা এলাকার স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের উপর করের একটি অংশ পৌরসভা প্রাপ্ত হয়।

রেইট : নির্ধারিত/প্রত্যক্ষ সেবা প্রদানের বিনিময়ে পৌরসভা, পৌর এলাকার বাসিন্দাদের নিকট থেকে যে অর্থ আদায় করে তা 'রেইট'-এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন- পানির স্থাপনা ও সরবরাহ ব্যবস্থাপনার জন্য রেইট, ময়লা আবর্জনা অপসারণ রেইট, বাতি রেইট এবং পয়ঃনিষ্কাশন রেইট ইত্যাদি।

ফিস : পরোক্ষ সেবা প্রদানের বিনিময়ে পৌরসভা কর্তৃক আদায়যোগ্য কর 'ফিস' নামে অভিহিত হয়। যেমন- ট্রেড লাইসেন্স ফি, পাকা ইমারত নির্মাণের অনুমোদন ফি ইত্যাদি।

টোল : টোল হচ্ছে পৌরসভার আওতাধীনে নির্মিত পৌরসভার কোনো অবকাঠামো বা স্থাপনা বা কোনো ভূমি বা কোনো সম্পদ অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে অস্থায়ীভাবে তার বা তাদের প্রয়োজনে ব্যবহার বা ব্যবসা পরিচালনার জন্য ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের বিনিময়ে প্রাপ্ত অর্থ। যেমন- কোনো সেতু ব্যবহারের জন্য বা খেয়া পারাপারের জন্য আদায়কৃত অর্থ।

UGIAP বাস্তবায়নে পৌরসভার স্থানীয় সম্পদের (রাজস্ব) গুরুত্ব)

পৌরসভাসমূহ স্থানীয় সম্পদ (রাজস্ব) ব্যবহার করে নাগরিক পরিষেবা (যেমন- সড়ক, ড্রেন, সড়ক বাতি, কঠিনবর্জ্য অপসারণ এবং অনান্য সেবা) প্রদান করে থাকে। পৌরসভার রাজস্বে আসে-

- পৌরকর বা হোল্ডিং ট্যাক্স;
- পরোক্ষ কর এবং ফি আদায়ের মাধ্যমে রাজস্ব আহরণ (হোল্ডিং ট্যাক্স ব্যতীত); এবং
- পানির বিল থেকে।

পৌরসভার নিজস্ব উদ্যোগে অবকাঠামো নির্মাণে ও পৌরষেবা প্রদানে সামর্থ্য অর্জন করতে হলে স্থানীয় সম্পদ (রাজস্ব) আয় বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই। বাংলাদেশ সরকার, ADB এবং AFD সহায়তাপুষ্ট নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প IUGIP আওতায় UGIAP কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করা প্রতিটি পৌরসভার জন্য বাধ্যবাধকতা রয়েছে। UGIAP-এর মোট ৯টি এরিয়া এবং ২৮টি কর্মতৎপরতা/কার্যক্রম রয়েছে। স্থানীয় সম্পদের (রাজস্ব) মাধ্যমে UGIAP-এর সমস্ত কার্যক্রম পরিচালিত হয়। UGIAP-এ বর্ণিত সকল কার্যাবলি ও করণীয় বিষয়াদি বাস্তবায়নে নির্দেশিত মাত্রায় সাফল্য অর্জন করতে না পারলে ওই পৌরসভা পরবর্তী পর্যায়ের প্রকল্প সহায়তা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হবে। UGIAP-এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং তা বাস্তবায়নে পৌরসভার স্থানীয় সম্পদের (রাজস্ব) গুরুত্ব নিম্নে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হলো :

এরিয়া-১. নাগরিক সচেতনতা ও তাদের অংশগ্রহণ; স্কোর-১৭

কর্মতৎপরতা/কার্যক্রম ৪টি যথা:

১.১. TLCC গঠন ও কার্যকর রাখা (সূত্র : পৌরসভা আইন, ২০০৯-এর ১১৫ ধারা); স্কোর-৬

১.২. ওয়ার্ড কমিটি (WC) গঠন এবং কার্যকর রাখা (সূত্র: পৌরসভা আইন ২০০৯, ধারা-১৪); স্কোর-৩

১.৩. নাগরিক সনদ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন (সূত্র : পৌরসভা আইন ২০০৯, ধারা-৫৩); স্কোর-৩

১.৪. তথ্য ও অভিযোগ প্রতিকার সেল (IGRC) গঠন ও কার্যকর; স্কোর-৫

এরিয়া- ২. নগর পরিকল্পনা; স্কোর-৭

কর্মতৎপরতা/কার্যক্রম ৩টি যথা:

২.১. পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (পিডিপি) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; স্কোর-২

২.২ মাস্টারপ্ল্যান প্রস্তুত এবং অনুসরণ; স্কোর-২

২.৩ উন্নয়ন কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ; স্কোর-৩

এরিয়া- ৩. নারী ও শহুরে দরিদ্রদের সমতা এবং অন্তর্ভুক্তি; স্কোর-৮

কর্মতৎপরতা/কার্যক্রম ২টি যথা:

৩.১. দারিদ্র্য নিরসন এবং জেন্ডার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য দারিদ্র্য নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন এবং নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি (নির্ধারিত নির্দেশিকা অনুযায়ী) গঠন ও সক্রিয় রাখা (সূত্র: পৌরসভা আইন, ২০০৯-এর ৫৫ ধারা) স্কোর-৪

৩.২. নিম্ন আয় এলাকা উন্নয়নের জন্য 'নিম্ন আয় কমিউনিটি উন্নয়ন কমিটি' (LINIC) গঠন। স্কোর-৪

এরিয়া- ৪. স্থানীয় সম্পদ আহরণ বৃদ্ধি; স্কোর-১৮

কর্মতৎপরতা/কার্যক্রম ৪টি যথা:

৪.১ হোল্ডিং ট্যাক্সের মাধ্যমে রাজস্ব আহরণ; স্কোর-৬

৪.২ পরোক্ষ কর এবং ফি আদায়ের মাধ্যমে রাজস্ব আহরণ- (হোল্ডিং ট্যাক্স ব্যতীত); স্কোর-৬

৪.৩ কম্পিউটারাইজড ট্যাক্স (কর) রেকর্ড ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং কম্পিউটারের মাধ্যমে বিল প্রণয়ন; স্কোর-৩

৪.৪ পানির বিল নির্ধারণ ও সংগ্রহ; স্কোর-৩

এরিয়া- ৫. আর্থিক ব্যবস্থাপনা, দায়বদ্ধতা এবং স্থায়িত্বশীলতা; স্কোর-১৮

কর্মতৎপরতা/কার্যক্রম ৫টি যথা:

৫.১. সংস্থাপন ও অর্থ বিষয়ক স্থায়ী কমিটিকে সম্পৃক্ত করে পৌরসভা বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন (সূত্র: পৌরসভা আইন, ২০০৯-এর ধারা ৫৫); স্কোর-২

৫.২. হিসাব ও নিরীক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটিকে সম্পৃক্ত করে হিসাবের অডিট (নিরীক্ষা) সম্পন্ন করা: (সূত্র: পৌরসভা আইন, ২০০৯-এর ধারা ৫৫); স্কোর-৫

৫.৩. কম্পিউটারভিত্তিক হিসাব ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং কম্পিউটারে প্রস্তুতকৃত হিসাব প্রতিবেদন প্রণয়ন; স্কোর-২

৫.৪. স্টাফদের বেতন, বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিল এবং ঋণ পরিশোধ; স্কোর-৭

৫.৫. স্থায়ী সম্পদের তালিকা প্রণয়ন, স্থায়ী সম্পদের জন্য রেজিস্টার খোলা, স্থায়ী সম্পদের জন্য ডাটাবেজ তৈরি এবং স্থায়ী সম্পদের অবচয়ের হিসাব প্রবর্তন; স্কোর-২

এরিয়া- ৬ অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ (O&M) এবং ব্যবস্থাপনা; স্কোর-৮

কর্মতৎপরতা/কার্যক্রম ২টি যথা :

৬.১. বার্ষিক বাজেটের ২৫% বিধানসহ জেন্ডার কার্যক্রমের বার্ষিক অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ (O&M) পরিকল্পনা প্রস্তুত করা; স্কোর-৪

৬.২. অবকাঠামো ও স্থাপনা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য Mobile Maintenance Team (MMT) কার্যকার রাখা; স্কোর-৪

এরিয়া- ৭ জরিপকৃত রাস্তা, ড্রেন নেটওয়ার্ক এবং অন্যান্য সম্পদের তালিকা; স্কোর-৪

কর্মতৎপরতা/কার্যক্রম ১টি যথা :

৭.১ রাস্তা ও ড্রেন নেটওয়ার্কের অবস্থা জরিপ করা এবং নথিভুক্তকরণ; স্কোর-৪

এরিয়া- ৮ আর্থিক ব্যবস্থাপনা, দায়বদ্ধতা এবং স্থায়িত্বশীলতা; স্কোর-৬

কর্মতৎপরতা/কার্যক্রম ৩টি যথা:

৮.১ স্থায়ী কমিটি গঠন ও কার্যকর রাখা (সূত্র : পৌরসভা আইন ২০০৯ এর ধারা ৫৫); স্কোর-২

৮.২ সকল প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ ও সহায়তা প্রদান নিশ্চিতকরণ; স্কোর-২

৮.৩ সুশাসনের জন্য উন্নত তথ্যপ্রযুক্তি (IIT) ব্যবহার করা- (সূত্র: পৌরসভা আইন, ২০০৯-এর ধারা-৫৪); স্কোর-২

এরিয়া-৯ পৌরসভার প্রয়োজনীয় সেবা সচল রাখা; স্কোর-১৪

কর্মতৎপরতা/কার্যক্রম ৪টি যথা :

৯.১ বর্জ্য সংগ্রহ, অপসারণ এবং ব্যবস্থাপনা; স্কোর-৪

৯.২ ড্রেন পরিষ্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ; স্কোর-৪

৯.৩ সড়ক বাতি কার্যকর রাখার ব্যবস্থা; স্কোর-৩

৯.৪ স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা; স্কোর-৩

প্রতি আর্থিক বছরের শেষে অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং পর্যবেক্ষণ দল (PRMT) কর্তৃক একটি মূল্যায়ন করা হবে। প্রকল্পভুক্ত পৌরসভার কর্মক্ষমতা নিচের সারণি অনুসারে রেট মূল্যায়ন করা হবে :

চিহ্নিতকরণের মানদণ্ড

নাম্বার	গ্রেড	ফলাফল/পরিণাম
৯০-১০০ নাম্বার	এ +(অসাধারণ)	পৌরসভাকে উন্নীত করা হবে এবং পরবর্তী এক বছরের জন্য ১০০% অবকাঠামো তহবিল পাবে।
৮০-৮৯ নাম্বার	এ (খুব ভালো)	পৌরসভাকে উন্নীত করা হবে এবং পরবর্তী এক বছরের জন্য ৮০% অবকাঠামো তহবিল পাবে।
৭০-৭৯ নাম্বার	বি (ভালো)	পৌরসভাকে উন্নীত করা হবে এবং পরবর্তী এক বছরের জন্য ৭০% অবকাঠামো তহবিল পাবে।
৬০-৬৯ নাম্বার	সি (সন্তোষজনক)	পৌরসভাকে উন্নীত করা হবে এবং পরবর্তী এক বছরের জন্য ৬০% অবকাঠামো তহবিল পাবে।
৬০-এর নিচে	ডি (অসন্তোষজনক)	প্রকল্প থেকে পৌরসভা বাদ যেতে পারে।

১. পৌরসভার আয়ের বিভিন্ন উৎস

পৌরসভার রাজস্ব আসে

- পৌরকর বা হোল্ডিং ট্যাক্স;
- পৌরকর বহির্ভূত রাজস্ব বা পরোক্ষ কর এবং ফি আদায়ের মাধ্যমে রাজস্ব আহরণ (হোল্ডিং ট্যাক্স ব্যতীত); এবং
- পানির বিল।

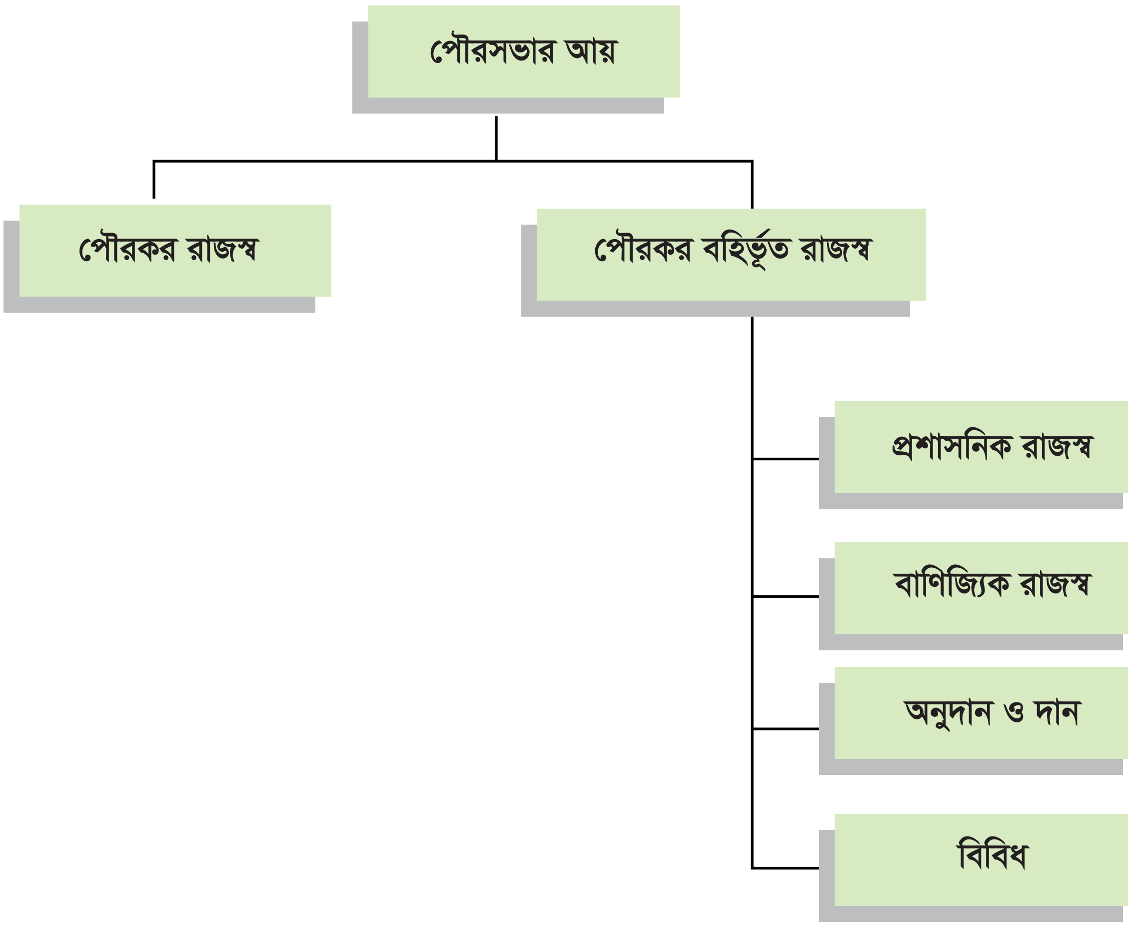

পৌরকর বহির্ভূত রাজস্ব আয়ের আইনগত ভিত্তি

পৌরসভা যে সকল খাত থেকে রাজস্ব আয় করতে পারে তা আইন ও বিধি দ্বারা নির্ধারিত। এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯-এর ৮৯ ধারা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানে পৌরসভা কোন কোন উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহ করতে পারবে, তা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং ৯৮ ধারায় পৌরকর রাজস্ব ও পৌরকর বহির্ভূত রাজস্ব আয়ের খাতসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পৌরসভা আদর্শ কর তফসিল, ২০১৪ (সংশোধিত ২০১৭) যা সরকার কর্তৃক প্রণীত। এখানে কর বহির্ভূত বিভিন্ন আয়ের উৎস এবং করের হার ও পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে।

এস, আর, ও নং ৩০৭-আইন/২০১৭। স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা নং ১০০-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার 'পৌরসভা আদর্শ কর তফসিল, ২০১৪'-এর আংশিক সংশোধন করে। কর, উপ-কর, রেইট, টোল বা ফিস আরোপের ক্ষেত্রে দেশের সকল পৌরসভা এই তফসিল অনুসরণ করবে। এই তফসিলে মোট ২৭টি দফা রয়েছে :

দফা ১ : এ সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রয়োগের ক্ষেত্র বর্ণিত;

দফা ২ : এ তফসিলে ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দের সংজ্ঞা রয়েছে এবং;

দফা ৩-২৬-এ : পৌরসভা কর্তৃক আরোপণযোগ্য বিভিন্ন কর ও কর বহির্ভূত রাজস্ব আয় খাতের শ্রেণিভিত্তিক সর্বোচ্চ করের হার/পরিমাণ নির্ধারণ এবং এতদ্‌সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে;

দফা ২৭ : দ্বারা পৌরসভা আদর্শ কর তফসিল, ২০০৩ রহিত করা হয়েছে।

২. পৌরকর বহির্ভূত রাজস্ব আয়ের খাতসমূহ

৩.১ পৌরকর বর্হিভূত রাজস্ব খাতসমূহ নিম্নোক্ত ৪টি উৎস থেকে আহহৃত হয়:

- ❖ প্রশাসনিক রাজস্ব খাত থেকে আয়;
- ❖ বাণিজ্যিক রাজস্ব খাত থেকে আয়;
- ❖ অনুদান ও দান খাত থেকে আয়;
- ❖ বিবিধ খাত থেকে আয়;

৩.২ পৌরসভা আদর্শ কর তফসিল, ২০১৪ (সংশোধিত ২০১৭)-এর ৪ থেকে ২০ দফা পৌরকর বহির্ভূত রাজস্ব আদায়ের দফা ও খাত নিম্নরূপ :

৪. স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর;

৫. ইমারত নির্মাণ এবং পুনঃনির্মাণের আবেদনের উপর কর;

৬. পেশা, ব্যবসা-বাণিজ্য, জীবিকা-বৃত্তি, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির উপর কর;

৭. বিজ্ঞাপনের উপর কর;

৮. হোল্ডিং (ইমারত, ভূমি, ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি)-এর নামজারির উপর কর;

৯. বিবাহ, দত্তক গ্রহণ ইত্যাদির উপর কর;

১০. জন্ম-মৃত্যু ও নাগরিকত্বের নিবন্ধন ইত্যাদির উপর কর;

১১. সিনেমা, মেলা, প্রদর্শনী, বিনোদন, কেবল টিভি লাইন সংযোগ, সমাবেশ ও অনুষ্ঠানাদির উপর কর;

১২. পোষা জন্তুর উপর কর;

১৩. পশু জবাই ফি;

১৪. পশুপালন নিয়ন্ত্রণে খোঁয়াড় সংরক্ষণ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ;

১৫. রাস্তা কর্তনের জন্য ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ;

১৬. কর নির্ধারণ সংক্রান্ত তথ্য তল্লাশি ও অনুলিপি প্রদানের ফি;

১৭. হোল্ডিং-এর ডি ফরম, ব্যবসায়িক সনদপত্র ও ট্রেড লাইসেন্সের আবেদন ফি;

১৮. খাদ্য প্রস্তুত, পরিবেশন বা বিক্রয়ের জন্য ব্যবহৃত প্রাঙ্গণের নিবন্ধীকরণ ফি;

১৯. বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, ইনস্টিটিউট প্রভৃতির নিবন্ধন ফি এবং জরিমানা ইত্যাদি;

২০. বেসরকারি বাজার প্রতিষ্ঠার উপর লাইসেন্স ফি।

৩.৩ পৌরসভা আদর্শ কর তফসিল, ২০১৪ (সংশোধিত ২০১৭)-এর ৪ থেকে ২০ দফায় বর্ণিত পৌরকর বহির্ভূত রাজস্ব আদায় খাত নিম্নে বিস্তারিত উল্লেখ করা হলো :

দফা-৪। স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর আরোপ।

স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে হস্তান্তর দলিলে উল্লিখিত মূল্যের সর্বোচ্চ ২% (শতকরা দুই ভাগ) হারে কর আরোপ করা যাইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, ওয়াক্ফ-ই-আল আওলাদ ব্যতীত নিবন্ধনকৃত ধর্মীয়, দাতব্য, ক্রীড়া বা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে যেকোনো দান বা উইল সংক্রান্ত হস্তান্তর দলিলের ক্ষেত্রে এই কর আরোপ করা যাইবে না;

আরও শর্ত থাকে যে, বৈধ ঋণ পরিশোধের জন্য কোনো স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর দলিলের ক্ষেত্রে এই কর আরোপ করা যাইবে না।

- ❖ স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের উপর কর আদায়ের রশিদের নমুনা কপি (সংযোজনী-১)
- ❖ স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের উপর কর আদায়ের রেজিস্টার বহির নমুনা কপি (সংযোজনী-২)
- ❖ স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের উপর কর আদায়ের ক্যাশ বহির নমুনা কপি (সংযোজনী-৩)
- ❖ ট্রেজারি চালানের নমুনা কপি (সংযোজনী-৪)
- ❖ ট্রেজারি/সাব-ট্রেজারি/তফসিলী ব্যাংকে স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের দৈনিক কর আদায়ের মাসিক বিবরণীর নমুনা কপি (সংযোজনী-৫)
- ❖ ট্রেজারি/সাব-ট্রেজারি/তফসিলী ব্যাংকে বিভিন্ন পৌরসভা এলাকাধীন স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরে আদায়কৃত করের একীভূত মাসিক বিবরণীর নমুনা কপি (সংযোজনী-৬)

দফা-৫। ইমারত নির্মাণ এবং পুনঃনির্মাণের আবেদনের উপর কর আরোপ।

(১) নিম্নের টেবিলের কলাম (২)-এ উল্লিখিত ইমারত নির্মাণ এবং পুনঃনির্মাণের আবেদনের ক্ষেত্রে উহাদের বিপরীতে ‘ক’ শ্রেণির পৌরসভার জন্য কলাম (৩ এবং ‘খ’ ও ‘গ’ শ্রেণির পৌরসভার জন্য কলাম (৪)-এ উল্লিখিত হারে কর আরোপ করা যাইবে, যথা:

টেবিল

ক্রঃ নং	বিষয়	‘ক’ শ্রেণির পৌরসভা	‘খ’ ও ‘গ’ শ্রেণির পৌরসভা
(১)	নকশা অনুমোদনের আবেদন ফি	১,০০০ টাকা	৫০০ টাকা
(২)	সীমানা প্রাচীর (পাকা)	১০০ বর্গফুট পর্যন্ত ৩০০/- টাকা এবং পরবর্তী প্রতি বর্গফুটের জন্য ১/- টাকা।	১০০ বর্গফুট পর্যন্ত ২৫০/- টাকা এবং পরবর্তী প্রতি বর্গফুটের জন্য ০.৭৫ টাকা।
(৩)	অস্থায়ী কাঁচা স্থাপনা (প্রতিটি)	৫০০ বর্গফুট পর্যন্ত ৪০০/- টাকা এবং পরবর্তী প্রতি বর্গফুটের জন্য ১/- টাকা।	৫০০ বর্গফুট পর্যন্ত ৩০০/- টাকা এবং পরবর্তী প্রতি বর্গফুটের জন্য ০.৭৫ টাকা।
(৪)	আধাপাকা (আবাসিক)	৫০০ বর্গফুট পর্যন্ত ৬০০/- টাকা এবং পরবর্তী প্রতি বর্গফুটের জন্য ১/- টাকা।	৫০০ বর্গফুট পর্যন্ত ৪০০/- টাকা এবং পরবর্তী প্রতি বর্গফুটের জন্য ০.৭৫ টাকা।
(৫)	আধা পাকা (বাণিজ্যিক)	৫০০ বর্গফুট পর্যন্ত ১০০০/- টাকা এবং পরবর্তী প্রতি বর্গফুটের জন্য ১.৫০ টাকা।	৫০০ বর্গফুট পর্যন্ত ৮০০/- টাকা এবং পরবর্তী প্রতি বর্গফুটের জন্য ১.২০ টাকা।
(৬)	পাকা ইমারত (আবাসিক)	৫০০ বর্গফুট পর্যন্ত ১০০০/- টাকা এবং পরবর্তী প্রতি বর্গফুটের জন্য ১.৫০ টাকা।	৫০০ বর্গফুট পর্যন্ত ৮০০/- টাকা এবং পরবর্তী প্রতি বর্গফুটের জন্য ১/- টাকা।
(৭)	পাকা ইমারত (বাণিজ্যিক)	৫০০ বর্গফুট পর্যন্ত ১,৫০০/- টাকা এবং পরবর্তী প্রতি বর্গফুটের জন্য ২/- টাকা।	৫০০ বর্গফুট পর্যন্ত ১,২০০/- টাকা এবং পরবর্তী প্রতি বর্গফুটের জন্য ১.৭৫ টাকা।

(২) বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে নির্মিত ফ্ল্যাট, বাড়ি, মার্কেট, কমার্শিয়াল ভবন, মুনাফার উদ্দেশ্যে নির্মিত ক্লিনিক বাণিজ্যিক ইমারত হিসেবে গণ্য হইবে।

(৩) প্রাইভেট বা বেসরকারি হাসপাতাল, বিশ্ববিদ্যালয়, ইনস্টিটিউট ভবন ইত্যাদি এবং সকল শিল্প স্থাপনা এই দফায় বাণিজ্যিক ইমারত হিসেবে গণ্য হইবে।

(৪) প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত কোনো ইমারত পুনঃনির্মাণের আবেদনের উপর এই কর আরোপ করা যাইবে না।

(৫) কোনো ধর্মীয় উপাসনালয় নির্মাণ এবং পুনঃনির্মাণের আবেদনের ক্ষেত্রে এইরূপ কর আরোপ করা যাইবে না।

দফা-৬। পেশা, ব্যবসা-বাণিজ্য, জীবিকা-বৃত্তি ও প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির উপর কর আরোপ।

(১) পৌরসভার মধ্যে মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে ব্যবসা, পেশা বা বৃত্তি পরিচালনাকারী নিম্নের টেবিলের কলাম (২)-এ উল্লিখিত ব্যবসা, পেশা, বৃত্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপর উহাদের বিপরীতে, 'ক' শ্রেণির পৌরসভার জন্য কলাম (৩) এবং 'খ' ও 'গ' শ্রেণির পৌরসভার জন্য কলাম (৪)-এ উল্লিখিত হারে বাৎসরিক কর আরোপ করা যাইবে, যথা :

ক্রঃ নং	ব্যবসা, বৃত্তি, পেশা এবং ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রেণি	'ক'-শ্রেণির পৌরসভার বাৎসরিক করের হার (টাকা)	'খ' ও 'গ' শ্রেণির পৌরসভার বাৎসরিক করের হার (টাকা)
(১)	**(ক) শিল্প কারখানা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান (লিমিটেড কোম্পানি) :**		
	(১) পরিশোধিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	১,৮০০/-	১,৫০০/-
	(২) ৫ লক্ষ টাকার অধিক কিন্তু ১০ লক্ষ টাকার কম	৩,০০০/-	২,৫০০/-
	(৩) ১০ লক্ষ টাকার অধিক কিন্তু ২৫ লক্ষ টাকার কম	৪,০০০/-	৩,৫০০/-
	(৪) ২৫ লক্ষ টাকার অধিক কিন্তু ৫০ লক্ষ টাকার কম	৫,০০০/-	৪,০০০/-
	(৫) ৫০ লক্ষ টাকার অধিক কিন্তু ১ কোটি টাকার কম	৬,০০০/-	৪,৫০০/-
	(৬) ১ কোটি টাকার অধিক কিন্তু ৫ কোটি টাকার কম	৯,০০০/-	৭,৫০০/-
	(৭) ৫ কোটি টাকার অধিক কিন্তু ১০ কোটি টাকার কম	১০,৮০০/-	১০,২৫০/-
	(৮) ১০ কোটি টাকার অধিক কিন্তু ৫০ কোটি টাকার কম	২৫,০০০/-	২০,০০০/-
	(৯) ৫০ কোটি এবং তদূর্ধ্ব টাকা	৫০,০০০/-	৪০,০০০/-
(২)	**(খ) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প (লিমিটেড কোম্পানি ব্যতীত)**		
	(১) মূলধন ৫০ হাজার টাকা হইতে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	২৫০/-	২০০/-
	(২) মূলধন ১ লক্ষ টাকা হইতে ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	৩০০/-	২৫০/-
	(৩) মূলধন ২ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে	৫০০/-	৪০০/-
	(গ) মৎস্য, হাঁস-মুরগি, গবাদি পশু, দুগ্ধ, কৃষি ইত্যাদি খামার (লিমিটেড কোম্পানি ব্যতীত) :		
	(১) মূলধন ৫০ হাজার টাকা হইতে ১ লক্ষ টাকার নিম্ন পর্যন্ত	২০০/-	১৫০/-
	(২) মূলধন ১ লক্ষ টাকা হইতে ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	৪০০/-	৩০০/-
	(৩) মূলধন ৩ লক্ষ টাকা হইতে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	৬০০/-	৫০০/-
	(৪) মূলধন ১০ লক্ষ টাকা হইতে ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	১,০০০/-	৮০০/-
	(৫) মূলধন ৫০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে	৪,০০০/-	৩,২০০/-
	(ঘ) গুদাম (লিমিটেড কোম্পানি ব্যতীত) :		
	(১) মূলধন ১ লক্ষ টাকার নিম্ন পর্যন্ত	৮০০/-	৭০০/-

ক্রঃ নং	ব্যবসা, বৃত্তি, পেশা এবং ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রেণি	'ক'-শ্রেণির পৌরসভার বাৎসরিক করের হার (টাকা)	'খ' ও 'গ' শ্রেণির পৌরসভার বাৎসরিক করের হার (টাকা)
	(২) মূলধন ১ লক্ষ টাকা হইতে ৫ লক্ষ টাকার নিম্ন পর্যন্ত	১,৫০০/-	১,২০০/-
	(৩) মূলধন ৫ লক্ষ টাকা হইতে ১০ লক্ষ টাকার নিম্ন পর্যন্ত	৩,০০০/-	২,৫০০/-
	(৪) মূলধন ১০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে	৫,০০০/-	৪,০০০/-
	(ঙ) হিমাগার (লিমিটেড কোম্পানি ব্যতীত) :		
	(১) মূলধন ২৫ লক্ষ টাকার নিম্ন পর্যন্ত	২,২৫০/-	২,১৩০/-
	(২) মূলধন ২৫ লক্ষ টাকা হইতে ১ কোটি টাকার নিম্ন পর্যন্ত	৪,৫০০/-	৪,২৭৫/-
	(৩) ১ কোটি টাকার উর্ধ্বে	৬,৭৫০/-	৬,৪১০/-
	(চ) ইট ভাটা, সিরামিক প্রস্তুতকারক ইত্যাদি (লিমিটেড কোম্পানি ব্যতীত) :		
	(১) মূলধন ২০ লক্ষ টাকার নিম্ন পর্যন্ত	৭,৫০০/-	৬,০০০/-
	(২) মূলধন ২০ লক্ষ টাকা হইতে ৪০ লক্ষ টাকার নিম্ন পর্যন্ত	১২,০০০/-	১০,০০০/-
	(৩) মূলধন ৪০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে	২০,০০০/-	১৬,০০০/-
	(ছ) ধান, গম, ভুট্টা, সরিষা ইত্যাদি ভাঙ্গানোর কল বা মিল (লিমিটেড কোম্পানি ব্যতীত) :		
	(১) মূলধন ৫০ হাজার টাকার নিম্ন পর্যন্ত	৪০০/-	৩০০/-
	(২) মূলধন ৫০ হাজার টাকা হইতে ২ লক্ষ টাকার নিম্ন পর্যন্ত	৫০০/-	৪০০/-
	(৩) মূলধন ২ লক্ষ টাকা হইতে ৫ লক্ষ টাকার নিম্ন পর্যন্ত	১,০০০/-	৮০০/-
	(৪) মূলধন ৫ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে	১,৫০০/-	১,২৫০/-
	(জ) স'মিল, কাঠের লগ, ডিজেল, গ্যাস বা বিদুৎ চালিত অন্যান্য মিল (লিমিটেড কোম্পানি ব্যতীত) ঃ		
	(১) মূলধন ১ লক্ষ টাকার নিম্ন পর্যন্ত	১,০০০/-	৮০০/-
	(২) মূলধন ১ লক্ষ টাকা হইতে ৩ লক্ষ টাকার নিম্ন পর্যন্ত	১,৫০০/-	১,২০০/-
	(৩) মূলধন ৩ লক্ষ টাকা হইতে ৫ লক্ষ টাকার নিম্ন পর্যন্ত	২,০০০/-	১,৫০০/-
	(৪) মূলধন ৫ লক্ষ টাকা হইতে ১০ লক্ষ টাকার নিম্ন পর্যন্ত	৩,০০০/-	২,৫০০/-
	(৫) মূলধন ১০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে	৫,০০০/-	৪,০০০/-
	(ঝ) সফ্টওয়্যার, হার্ডওয়্যার, ইলেকট্রনিক্স প্রস্তুতকারক/সংযোজনকারী ফার্ম (লিমিটেড কোম্পানি ব্যতীত) :		
	(১) মূলধন ৫ লক্ষ টাকার নিম্ন পর্যন্ত	২,০০০/-	১,৫০০/-
	(২) মূলধন ৫ লক্ষ টাকা হইতে ১০ লক্ষ টাকার নিম্ন পর্যন্ত	৩,০০০/-	২,৫০০/-
	(৩) মূলধন ১০ লক্ষ টাকা হইতে ২৫ লক্ষ টাকার নিম্ন পর্যন্ত	৫,০০০/-	৪,০০০/-
	(৪) মূলধন ২৫ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে	৮,০০০/-	৬,৫০০/-
(৩)	**ব্যাংক, বীমা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি অফিস, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা বা উহাদের কোনো শাখা :**		
	(১) তফসিলী ব্যাংক	৪,০০০/-	৩,০০০/-
	(২) বীমাকারী প্রতিষ্ঠান	১,৫০০/-	১,২০০/-
	(৩) ঋণদানকারী/লিজিং প্রতিষ্ঠান	১,৫০০/-	১,২০০/-
	(৪) মানি এক্সচেঞ্জ	১,৫০০/-	১,২০০/-

ক্রঃ নং	ব্যবসা, বৃত্তি, পেশা এবং ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রেণি	'ক'-শ্রেণির পৌরসভার বাৎসরিক করের হার (টাকা)	'খ' ও 'গ' শ্রেণির পৌরসভার বাৎসরিক করের হার (টাকা)
	(৫) শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান	১,৫০০/-	১,২০০/-
	(৬) এটিএম বুথ	১,৫০০/-	১,২০০/-
	(৭) মোবাইল ব্যাংকিং	১,৫০০/-	১,২০০/-
	(৮) এনজিও প্রতিষ্ঠান :		
	(ক) মাইক্রোক্রেডিট পরিচালনাকারী	৫,০০০/-	৩,৫০০/-
	(অ) বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট	২,০০০/-	১,৫০০/-
	(আ) স্থানীয় অর্থে পরিচালিত	৭৫০/-	৬০০/-
	(খ) মাইক্রোক্রেডিট পরিচালনাকারী নয়	১,৫০০/-	১,২০০/-
	(৯) অর্থলগ্নীকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান	২,০০০/-	১,৫০০/-
(৪)	**ঠিকাদারী, সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান অথবা তাহাদের এজেন্ট :**		
	(১) ঠিকাদারী/কনস্ট্রাকশন প্রতিষ্ঠান		
	(ক) বিশেষ শ্রেণি	৪,০০০/-	৩,৫০০/-
	(খ) প্রথম শ্রেণি	২,০০০/-	২,০০০/-
	(গ) দ্বিতীয় শ্রেণি	১,৫০০/-	১৫০০/-
	(ঘ) তৃতীয় শ্রেণি	১,০০০/-	১,০০০/-
	(২) সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান	৭৫০/-	৭৫০/-
	(৩) ইজারাদার	৭৫০/-	৭৫০/-
(৫)	**শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ট্রেনিং সেন্টার এবং কোচিং সেন্টার ইত্যাদি :**		
	(১) বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়	৭,৫০০/-	৫,০০০/-
	(২) বেসরকারি প্রকৌশল ও কারিগরি মহাবিদ্যালয়	৬,০০০/-	৪,০০০/-
	(৩) বেসরকারি মেডিকেল কলেজ	৬,০০০/-	৪,০০০/-
	(৪) বেসরকারি মহাবিদ্যালয়	২,০০০/-	১,৫০০/-
	(৫) বেসরকারি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১,২০০/-	১,২০০/-
	(৬) বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৭০০/-	৭০০/-
	(৭) বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫০০/-	৫০০/-
	(৮) কিন্ডারগার্টেন স্কুল (বাংলা/ইংরেজি মাধ্যম)	১,০০০/-	১,০০০/-
	(৯) ট্রেনিং সেন্টার (সাধারণ/কম্পিউটার)	৪৫০/-	৪০০/-
	(১০) ট্রেনিং সেন্টার (ভোকেশনাল)	৫০০/-	৫০০/-
	(১১) কোচিং সেন্টার/টিউটোরিয়াল	৯০০/-	৮৫০/-
(৬)	**বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক, নার্সিং হোম এবং ডায়াগনস্টিক সেন্টার ইত্যাদি (লিমিটেড কোম্পানি/ দাতব্য প্রতিষ্ঠান ব্যতীত) :**		
	(১) ১ শয্যা হইতে ২০ শয্যা পর্যন্ত ক্লিনিক বা হাসপাতাল	৭,৫০০/-	৬,৭৫০/-
	(২) ২১ শয্যা হইতে ৩০ শয্যা পর্যন্ত	১০,০০০/-	৯,০০০/-

ক্রঃ নং	ব্যবসা, বৃত্তি, পেশা এবং ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রেণি	'ক'-শ্রেণির পৌরসভার বাৎসরিক করের হার (টাকা)	'খ' ও 'গ' শ্রেণির পৌরসভার বাৎসরিক করের হার (টাকা)
	(৩) ৩১ শয্যা হইতে ৪০ শয্যা পর্যন্ত	১৫,০০০/-	১৩,৫০০/-
	(৪) ৪০ শয্যার উর্ধ্বে	২৫,০০০/-	২২,৫০০/-
	(৫) প্যাথলজিক্যাল বা ডায়াগনস্টিক সেন্টার (বড়)	১৫,০০০/-	১২,৫০০/-
	(৬) প্যাথলজিক্যাল বা ডায়াগনস্টিক সেন্টার (ছোট)	৫,০০০/-	৩,০০০/-
	(৭) ডেন্টাল ক্লিনিক (বড়)	৩,০০০/-	২,৫০০/-
	(৮) ডেন্টাল ক্লিনিক (ছোট)	১,৫০০/-	
(৭)	**স্থানীয় এজেন্ট, ব্রোকার ইত্যাদি :**		
	(১) ইন্ডেন্টিং এবং কমিশন এজেন্ট	১,৩৫০/-	১,২৮০/-
	(২) ক্লিয়ারিং এবং ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট	১,৮০০/-	১,৭০০/-
	(৩) ট্রাভেলিং এজেন্ট	১,৮০০/-	১,৭০০/-
	(৪) হজ্জ এজেন্সি	১,৩৫০/-	১,২৮০/-
	(৫) রিক্রুটিং এজেন্ট	২,৫০০/-	২,২৫০/-
	(৬) আমদানি এবং রপ্তানি এজেন্ট	১,৫০০/-	১,৩৫০/-
	(৭) আমদানীকারক	১,২৫০/-	১,০০০/-
	(৮) রপ্তানিকারক	৯০০/-	৮৫০/-
	(৯) ভিসা এজেন্ট	১,৫০০/-	১,৩৫০/-
	(১০) শেয়ার/মানি ব্রোকার	২,০০০/-	১,৮০০/-
	(১১) স্ট্যাম্প ভেন্ডার	৫০০/-	৪৫০/-
(৮)	**আবাসিক হোটেল, মোটেল, রেস্ট বা গেস্ট হাউজ ও ব্যাঙ্কুয়েট হল (লিমিটেড কোম্পানি ব্যতিত) :**		
	(১) শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত আবাসিক হোটেল :		
	(ক) ১০ কক্ষ পর্যন্ত (পর্যটন এলাকা ব্যতীত)	৫,০০০/-	৪,৫০০/-
	(খ) ১০ কক্ষ পর্যন্ত (পর্যটন এলাকার জন্য)	৮,০০০/-	৭,৫০০/-
	(গ) ২০ কক্ষ পর্যন্ত (পর্যটন এলাকা ব্যতীত)	৭,৫০০/-	৬,৫০০/-
	(ঘ) ২০ কক্ষ পর্যন্ত (পর্যটন এলাকার জন্য)	১০,০০০/-	৯,০০০/-
	(ঙ) ২০ কক্ষের উর্ধ্বে (পর্যটন এলাকা ব্যতীত)	১০,০০০/-	৮,৫০০/-
	(চ) ২০ কক্ষের উর্ধ্বে (পর্যটন এলাকার জন্য)	১৫,০০০/-	১২,৫০০/-
	(২) শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত নয় এমন আবাসিক হোটেল :		
	(ক) ১০ কক্ষ পর্যন্ত	১,০০০/-	৮৫০/-
	(খ) ২০ কক্ষ পর্যন্ত	২,০০০/-	১,৭০০/-
	(গ) ৫০ কক্ষ পর্যন্ত	৪,০০০/-	৩,৫০০/-
	(ঘ) ৫০ কক্ষের উর্ধ্বে	৪,০৫০/-	৩,৮৪০/-
	(৩) (ক) কেন্দ্রীয়ভাবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত আবাসিক হোটেল (পর্যটন এলাকা ব্যতীত) :	৭,৬৫০/-	৭,২৬০/-

ক্রঃ নং	ব্যবসা, বৃত্তি, পেশা এবং ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রেণি	'ক'-শ্রেণির পৌরসভার বাৎসরিক করের হার (টাকা)	'খ' ও 'গ' শ্রেণির পৌরসভার বাৎসরিক করের হার (টাকা)
	(খ) কেন্দ্রীয়ভাবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত আবাসিক হোটেল (পর্যটন এলাকার জন্য)-	২৫,০০০/-	২০,০০০/-
	(৪) মোটেল, রেস্ট বা গেস্ট হাউজ, ব্যাঙ্কুয়েট হল :		
	(ক) শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত	৫,০০০/-	৪,০০০/-
	(খ) শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত নয়	২,৫০০/-	২,০০০/-
	[বি. দ্র. মদের বারযুক্ত হইলে পৃথক ট্রেড লাইসেন্স প্রযোজ্য হইবে]		
	(৫) বেসরকারি ছাত্রাবাস	১,৫০০/-	১,৫০০/-
	(ক) ১ হইতে ৫০ সিট বিশিষ্ট	২,৫০০/-	২,৫০০/-
	(খ) ৫১ সিটের উর্ধ্বে		
(৯)	**সিনেমা হল :**		
	(১) সাধারণ	১,০০০/-	৮৫০/-
	(২) শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত	২,০০০/-	১,৭৫০/-
(১০)	**আড়তদারী ব্যবসা :**		
	(১) ধান/চাউল/আটা/ময়দা/গুড়/তৈল ইত্যাদি	৭৬৫/-	৭২৬/-
	(২) পেঁয়াজ/রসুন/মসলা/ডিম/দুধ ইত্যাদি	১,০০০/-	৮০০/-
	(৩) পাট/তুলা/রেশম/ঝুট ইত্যাদি	১,৫০০/-	১,২০০/-
	(৪) ইট/বালু/সিমেন্ট/রড ইত্যাদি	১,৩৫০/-	১,২৮০/-
	(৫) ফল/শাক সবজি	৫০০/-	৪৫০/-
	(৬) চিংড়ি মাছ	২,৫০০/-	২,০০০/-
	(৭) অন্যান্য মাছ	২,০০০/-	১,৫০০/-
	(৮) অন্যান্য মালামালের আড়ৎ	৬৭৫/-	৬৪০/-
(১১)	**প্রস্তুতকৃত খাদ্য ও পানীয় বিক্রয় বা পরিবেশনকারী :**		
	(১) চাইনিজ রেস্তোরা	৬,০০০/-	৫,০০০.০০
	(২) রেস্তোরাঁ (শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত)	২,০০০/-	১৫০০.০০
	(৩) সাধারণ রেস্তোরা		
	(ক) বড়	১,০০০/-	৮৫০/-
	(খ) মাঝারী	৭৫০/-	৭০০/-
	(গ) ছোট	৫০০/-	৪৫০/-
	(৪) ভ্রাম্যমাণ রেস্তোরা	৩০০/-	২৫০/-
	(৫) কফি হাউস/স্ন্যাকস্ বার/ফাস্ট ফুড/জুসবার		
	(ক) শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত	২,০০০/-	১,৭০০/-
	(খ) সাধারণ	৫০০/-	৪০০/-
	(৬) মদের বার বা পরিবেশক (দেশী)	১৮,০০০/-	১৭,০০০/-

ক্রঃ নং	ব্যবসা, বৃত্তি, পেশা এবং ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রেণি	'ক'-শ্রেণির পৌরসভার বাৎসরিক করের হার (টাকা)	'খ' ও 'গ' শ্রেণির পৌরসভার বাৎসরিক করের হার (টাকা)
	(৭) মদের বার বা পরিবেশক (বিদেশী)	২৫,০০০/-	২০,০০০/-
	(৮) চা/আইসক্রিম/পান/সিগারেটের দোকান	৩০০/-	২০০/-
	(৯) মিষ্টির দোকান		
	(ক) বড়	১,০০০/-	৮০০/-
	(খ) ছোট	৫০০/-	৪০০/-
	(১০) কনফেকশনারি		
	(ক) বড়	১,০০০/-	৮০০/-
	(খ) ছোট	৫০০/-	৪০০/-
(১২)	**বিউটি পার্লার, হেয়ার ড্রেসিং, সেলুন ইত্যাদি :**		
	(১) বিউটি পার্লার		
	(ক) শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত	২,০০০/-	১,৮০০/-
	(খ) সাধারণ	১,০০০/-	৮০০/-
	(২) হেয়ার ড্রেসিং সেলুন		
	(ক) শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত	৭৫০/-	৭০০/-
	(খ) সাধারণ (বড়)	৫০০/-	৪৫০/-
	(গ) সাধারণ (ছোট)	৩০০/-	২৫০/-
(১৩)	**লন্ড্রি :**		
	(১) অটোমেটিক মেশিনযুক্ত লন্ড্রি	১,৩৫০/-	১,২৮০/-
	(২) সাধারণ লন্ড্রি		
	(ক) বড়	৪৫০/-	৪০০/-
	(খ) ছোট	৩০০/-	২৫০/-
	(৩) লন্ড্রি শোরুম	৫০০/-	৪০০/-
(১৪)	**পেশাদারী প্রতিষ্ঠান (লিমিটেড কোম্পানি ব্যতীত) :**		
	(১) স্থাপত্য এবং প্রকৌশল ফার্ম	৩,৫০০/-	৩,০০০/-
	(২) কনসালটেন্সি ফার্ম	২,৫০০/-	২,২৫০/-
	(৩) সলিসিটর ফার্ম	১,৫০০/-	১,৩৫০/-
	(৪) ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট ফার্ম	২,৫০০/-	২,২৫০/-
	(৫) আউট সোর্সিং ফার্ম	২,৫০০/-	২,২৫০/-
	(৬) সিকিউরিটি সার্ভিসেস ফার্ম	২,৫০০/-	২,২৫০/-
	(৭) অ্যাডভার্টাইজিং ফার্ম	২,৫০০/-	২,২৫০/-

ক্রঃ নং	ব্যবসা, বৃত্তি, পেশা এবং ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রেণি	'ক'-শ্রেণির পৌরসভার বাৎসরিক করের হার (টাকা)	'খ' ও 'গ' শ্রেণির পৌরসভার বাৎসরিক করের হার (টাকা)
(১৫)	**আত্মকর্মে নিয়োজিত পেশাজীবী (প্রকৌশলী, চিকিৎসক, ডেন্টিস্ট, আইনজীবী, অভিনেতা, গায়ক, বাবুর্চি, স্থপতি, জ্যোতিষী ইত্যাদি) :**		
	(১) যাহার আয় আয়করযোগ্য	১,০০০/-	৭৫০/-
	(২) যাহার আয় আয়করযোগ্য নয়	৬০০/-	৫০০/-
(১৬)	**ভাড়ায় চালিত নয় এইরূপ মালিকানাধীন যানবাহন :**		
	(১) ভ্যান রিকশার মালিক বা প্রতিষ্ঠান (প্রতিটির জন্য)	১০০/-	১০০/-
	(২) তিন বা দুই চাকা বিশিষ্ট ব্যবহৃত যান্ত্রিক যানবাহনের মালিক বা প্রতিষ্ঠান (প্রতিটির জন্য)	৩০০/-	৩০০/-
	(৩) টেম্পো, হুলার ইত্যাদি মালিক বা প্রতিষ্ঠান (প্রতিটির জন্য)	৪০০/-	৪০০/-
	(৪) সিএনজি চালিত অটো রিকশা (প্রতিটির জন্য)	৫০০/-	৫০০/-
	(৫) বাস, মিনিবাসের মালিক বা প্রতিষ্ঠান (প্রতিটির জন্য)	১,২০০/-	১,২০০/-
	(৬) ট্রাক, কাভার্ডভ্যান, কার্গোভ্যানের মালিক বা প্রতিষ্ঠান (প্রতিটির জন্য)	১,২০০/-	১,২০০/-
	(৭) কার, মাইক্রোবাসের মালিক বা প্রতিষ্ঠান (প্রতিটির জন্য)	৬০০/-	৬০০/-
	(৮) লঞ্চ, স্টিমার কার্গো মালিক বা প্রতিষ্ঠান (প্রতিটির জন্য)	২,৫০০/-	২,৫০০/-
(১৭)	**ভাড়ায় বা বাণিজ্যিক কাজে চালিত যানবাহন :**		
	(১) ভ্যান, রিকশার মালিক বা প্রতিষ্ঠান (প্রতিটির জন)	১০০/-	১০০/-
	(২) রিকশা ও ভ্যান এর ড্রাইভিং লাইসেন্স	৫০/-	৫০/-
	(৩) তিন বা দুই চাকা বিশিষ্ট যান্ত্রিক যানবাহনের মালিক বা প্রতিষ্ঠান (প্রতিটির জন্য)	৫০০/-	৫০০/-
	(৪) টেম্পো, হুলার মালিক বা প্রতিষ্ঠান (প্রতিটির জন্য)	২,০০০.০০	২,০০০/-
	(৫) সিএনজি চালিত অটোরিকশা (প্রতিটির জন্য	১,৫০০.০০	১,৫০০/-
	(৬) বাস, মিনিবাসের মালিক বা প্রতিষ্ঠান (প্রতিটির জন)	২,৫০০.০০	২,৫০০/-
	(৭) ট্রাক, কভার্ডভ্যান, কার্গোভ্যানের মালিক বা প্রতিষ্ঠান (প্রতিটির জন্য)	৩,০০০.০০	৩,০০০/-
	(৮) কার, মাইক্রোবাসের মালিক বা প্রতিষ্ঠান (প্রতিটির জন)	২৭০.০০	২৫৬/-
(১৮)	**নৌযান :**		
	(১) যান্ত্রিক নৌকা/ট্রলার (প্রতিটি)	৪০০.০০	৩৫০/-
	(২) লঞ্চ (বড়)	২,৭০০/-	২,৫৫০/-
	(৩) লঞ্চ (মাঝারি)	১,৮০০/-	১,৭০০/-
	(৪) লঞ্চ (ছোট)	৯০০/-	৮৫০/-
	(৫) যান্ত্রিক কার্গো বোট (১০ অশ্বক্ষমতা সম্পন্ন)	৯০০/-	৮৫০/-
	(৬) যান্ত্রিক কার্গো বোট (৩০ অশ্বক্ষমতা সম্পন্ন)	১,৮০০/-	১,৭০০/-
	(৭) যান্ত্রিক কার্গো বোট (৩০ অশ্ব ক্ষমতার উর্ধ্বে ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন)	২,৭০০/-	২,৫৫০/-
	(৮) কার্গো (৫০০ কেজি হইতে ১০০০ কেজি পর্যন্ত ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন)	৪৫০/-	৪০০/-
	(৯) কার্গো (১০০০ কেজি হইতে ৫০০০ কেজির নিম্ন পর্যন্ত ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন)	৬৫০/-	৬০০/-
	(১০) কার্গো (৫০০০ কেজি হইতে তদূর্ধ্ব ক্ষমতা সম্পন্ন)	৯০০/-	৮৫০/-

ক্রঃ নং	ব্যবসা, বৃত্তি, পেশা এবং ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রেণি	'ক'-শ্রেণির পৌরসভার বাৎসরিক করের হার (টাকা)	'খ' ও 'গ' শ্রেণির পৌরসভার বাৎসরিক করের হার (টাকা)
(১৯)	**ব্র্যান্ডেড সামগ্রীর পাইকার, পরিবেশক, এজেন্সি, শো'রুম, ডিপো ইত্যাদি :**		
	(১) বিভিন্ন ব্র্যান্ডের সিগারেট/বিড়ি	২,০০০/-	১,৮০০/-
	(২) বিভিন্ন ব্র্যান্ডের আসবাবপত্র	২,০০০/-	১,৮০০/-
	(৩) বিভিন্ন ব্র্যান্ডের নির্মাণ সামগ্রী (রড, সিমেন্ট, গ্লাস, এ্যালুমিনিয়াম, টিন, স্টিল ও টাইল্‌স ইত্যাদি)	২,০০০/-	১,৮০০/-
	(৪) বিভিন্ন ব্র্যান্ডের খাদ্য সামগ্রী ও পানীয়	১,০০০/-	৯০০/-
	(৫) বিভিন্ন ব্র্যান্ডের যানবাহন	৩,০০০/-	২,৭০০/-
	(৬) বিভিন্ন ব্র্যান্ডের তৈজসপত্র	১,৫০০/-	১,৩৫০/-
	(৭) বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ইলেকট্রিক/ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী	২,০০০/-	১,৮০০/-
	(৮) বিভিন্ন ব্র্যান্ডের সাজ-পোশাক	২,০০০/-	১,৮০০/-
	(৯) বিভিন্ন ব্র্যান্ডের রং, কীটনাশক, রাসায়নিক দ্রব্য	২,০০০/-	১,৮০০/-
	(১০) বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ঔষধ, ভেষজ ও চিকিৎসা সামগ্রী	১,০০০/-	৯০০/-
	(১১) বিভিন্ন ব্র্যান্ডের জুতা	২,০০০/-	১,৮০০/-
	(১২) যেকোনো পণ্যের ডিপো	৪,০০০/-	৩,৫০০/-
(২০)	**মুদ্রণ, কম্পোজ, বাঁধাই ইত্যাদি (লিমিটেড কোম্পানি ব্যতীত) :**		
	(১) ছাপাখানা		
	(ক) স্বয়ংক্রিয় মেশিনসহ	৯০০/-	৮৫০/-
	(খ) স্বয়ংক্রিয় মেশিন ব্যতীত	৪৫০/-	৪০০/-
	(২) ডিজিটাল প্রিন্টিংশপ	১,২০০/-	১,০০০/-
	(৩) কম্পিউটার কম্পোজ ও প্রিন্টিং	৫০০/-	৪০০/-
	(৪) ব্যানার, ফেস্টুন, আর্ট ও স্ক্রিন প্রিন্টিং	৪০০/-	৩০০/-
	(৫) বাঁধাই কারখানা	৩০০/-	২০০/-
	(৬) ফটোস্টেটের দোকান	৩০০/-	২০০/-
(২১)	**ঔষধ ও রাসায়নিক সামগ্রী বিক্রেতা (খুচরা) :**		
	(১) ফার্মেসি (এ্যালোপ্যাথিক) :		
	(ক) বড়	১,৫০০/-	১,২০০/-
	(খ) ছোট	১,০০০/-	৮৫০/-
	(২) ফার্মেসি (হোমিও) :		
	(ক) বড়	৫০০/-	৪৫০/-
	(খ) ছোট	৩০০/-	২৫০/-
	(৩) ফার্মেসি (ভেষজ)	৪০০/-	৩৫০/-
	(৪) রেক্টিফাইড স্পিরিট, ঔষধ ও খাদ্যের রাসায়নিক উপাদান বিক্রয়	৪,০০০/-	৩,৫০০/-

ক্রঃ নং	ব্যবসা, বৃত্তি, পেশা এবং ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রেণি	'ক'-শ্রেণির পৌরসভার বাৎসরিক করের হার (টাকা)	'খ' ও 'গ' শ্রেণির পৌরসভার বাৎসরিক করের হার (টাকা)
(২২)	**সায়েন্টিফিক ও ক্লিনিক্যাল যন্ত্রাংশ/সামগ্রীর খুচরা বিক্রেতা :**		
	(১) সায়েন্টিফিক স্টোর		
	(ক) বড়	২,৫০০/-	২,২৫০/-
	(খ) ছোট	১,৫০০/-	১,২৫০/-
	(২) সার্জিক্যাল ও ক্লিনিক্যাল সামগ্রীর দোকান		
	(ক) বড়	২,০০০/-	১,৭৫০/-
	(খ) ছোট	১,৫০০/-	১,২৫০/-
(২৩)	**ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স সামগ্রীর খুচরা বিক্রেতা :**		
	(১) টিভি, ফ্রিজ ও অন্যান ইলেকট্রনিক্স সামগ্রীর খুচরা বিক্রেতা		
	(ক) বড় দোকান	২,০০০/-	১,৫০০/-
	(খ) মাঝারি দোকান	১,৫০০/-	১,২৫০/-
	(গ) ছোট দোকান	৭৫০/-	৫০০/-
	(২) বৈদ্যুতিক সামগ্রীর খুচরা বিক্রেতা		
	(ক) বড় দোকান	১,০০০/-	৯০০/-
	(খ) মাঝারি দোকান	৭৫০/-	৬৫০/-
	(গ) ছোট দোকান	৫০০/-	৪৫০/-
	(৩) মোবাইল ফোন ও কম্পিউটার বিক্রয়		
	(ক) বড় দোকান	১,০০০/-	৯০০/-
	(খ) ছোট দোকান	৭৫০/-	৫০০/-
(২৪)	**নির্মাণ সামগ্রী খুচরা বিক্রেতা :**		
	(১) এম, এস রড এবং সিমেন্টের দোকান		
	(ক) বড় দোকান	২,৭০০/-	২,৫৫০/-
	(খ) ছোট দোকান	৯০০/-	৮৫০/-
	(২) প্লেন শিট, ঢেউ টিন, গ্রিল বার, স্টিল পাইপের দোকান		
	(ক) বড় দোকান	১,৮০০/-	১,৭০০/-
	(খ) ছোট দোকান	৯০০/-	৮৫০/-
	(৩) স্যানিটারি ওয়্যারের দোকান		
	(ক) বড় দোকান	২,২৫০/-	২,১০০/-
	(খ) ছোট দোকান	১,৫০০/-	১,২৫০/-
	(৪) টাইলসের দোকান		
	(ক) বড় দোকান	২,২৫০/-	২,১৫০/-
	(খ) ছোট দোকান	১,৫০০/-	১,২৫০/-

ক্রঃ নং	ব্যবসা, বৃত্তি, পেশা এবং ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রেণি	'ক'-শ্রেণির পৌরসভার বাৎসরিক করের হার (টাকা)	'খ' ও 'গ' শ্রেণির পৌরসভার বাৎসরিক করের হার (টাকা)
	(৫) হার্ডওয়্যারের দোকান		
	(ক) বড় দোকান	১,০৫০/-	১,০০০/-
	(খ) ছোট দোকান	৯০০/-	৮৫০/-
	(৬) চেরাই কাঠের দোকান		
	(ক) বড় দোকান	১,৫০০/-	১,২৫০/-
	(খ) ছোট দোকান	৭৫০/-	৫০০/-
	(৭) হার্ডবোর্ড, পারটেক্স, ফরমিকার দোকান		
	(ক) বড় দোকান	৭৫০/-	৫০০/-
	(খ) ছোট দোকান	৫০০/-	৪০০/-
	(৮) থাই এ্যালুমিনিয়াম ও গ্লাসের দোকান		
	(ক) বড় দোকান	২,৫০০/-	২,২৫০/-
	(খ) ছোট দোকান	১,৫০০/-	১,২৫০/-
	(৯) ইট, বালু ও পাথরের দোকান		
	(ক) বড় দোকান	১,৫০০/-	১,২৫০/-
	(খ) ছোট দোকান	১,০০০/-	৭৫০/-
	(১০) বাঁশের দোকান :		
	(ক) বড় দোকান	১,০০০/-	৭৫০/-
	(খ) ছোট দোকান	৫০০/-	৩৫০/-
	(১১) চাটাই, হোগলা-পাটির দোকান	৫০০/-	৩৫০/-
(২৫)	**সার্ভিস টাওয়ার ও নেটওয়ার্ক সংযোগ ব্যবসা :**		
	(১) ক্যাবলটিভি নেটওয়ার্ক পরিবেশক	১০,০০০/-	৮,০০০/-
	(২) ইন্টারনেট সার্ভিস পরিবেশক	৩,০০০/-	২,৫০০/-
	(৩) ক্যাবল টিভি বা ইন্টারনেট বা জেনারেটর সংযোগের স্থানীয় পরিবেশক ছোট বা সংযোগদানকারী	১,৫০০/-	১,০০০/-
(২৬)	**বিনোদন, সাংস্কৃতিক ও প্রাইভেট কমিউনিটি ব্যবসা :**		
	(১) প্রাইভেট কমিউনিটি সেন্টার		
	(ক) শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত	৩,১৫০/-	২,৯৫০/-
	(খ) সাধারণ	২,২৫০/-	২,০০০/-
	(২) প্রাইভেট কনফারেন্স হল, মিলনায়তন, নাট্যমঞ্চ ইত্যাদি		
	(ক) শীততাপ নিয়ন্ত্রিত	১,০০০/-	৮৫০/-
	(খ) সাধারণ	৭৫০/-	৬০০/-

ক্রঃ নং	ব্যবসা, বৃত্তি, পেশা এবং ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রেণি	'ক'-শ্রেণির পৌরসভার বাৎসরিক করের হার (টাকা)	'খ' ও 'গ' শ্রেণির পৌরসভার বাৎসরিক করের হার (টাকা)
	(৩) প্রাইভেট থিম পার্ক, রিসোর্ট, চিড়িয়াখানা ইত্যাদি		
	(ক) বড় আয়তনের (এক একরের অধিক)	৫,০০০/-	৪,০০০/-
	(খ) ছোট আয়তনের (এক একর পর্যন্ত)	২,০০০/-	১,৭০০/-
	(৪) প্রাইভেট পিকনিক/ শুটিং স্পট		
	(ক) বড় আয়তনের (এক একরের অধিক)	২,০০০/-	১,৭৫০/-
	(খ) ছোট আয়তনের (এক একরের পর্যন্ত)	১,০০০/-	৮৫০/-
	(৫) শরীর চর্চাকেন্দ্র (জিম)		
	(ক) বড়	৭০০/-	৬০০/-
	(খ) ছোট	৪০০/-	৩৫০/-
	(৬) স্পোর্টিং ক্লাব	৬০০/-	৫০০/-
	(৭) সাইবার ক্যাফে		
	(ক) বড় (১০টির অধিক কম্পিউটার)	১,৫০০/-	১,২৫০/-
	(খ) ছোট (১০টি পর্যন্ত কম্পিউটার)	৮০০/-	৬৫০/-
	(৮) ম্যারেজ সেন্টার		
	(ক) কাজী অফিস	১,৫০০/-	১,২৫০/-
	(খ) ম্যারেজ মিডিয়া	১,০০০/-	৭৫০/-
(২৭)	**আসবাবপত্রের খুচরা বিক্রেতা :**		
	(১) স্টিল ও এ্যালুমিনিয়ামের আসবাবপত্রের দোকান		
	(ক) কারখানাসহ	২,৫০০/-	২,২৫০/-
	(খ) কারখানা ছাড়া	১,৫০০/-	১,২৫০/-
	(২) কাঠের আসবাবপত্রের দোকান		
	(ক) কারখানাসহ	৯০০/-	৮৫০/-
	(খ) কারখানা ছাড়া	১,৫০০/-	১,২৫০/-
	(৩) বাঁশ ও বেতের আসবাবপত্রের দোকান		
	(ক) কারখানাসহ	১,০০০/-	৭৫০/-
	(খ) কারখানা ছাড়া	৭৫০/-	৫০০/-
	(৪) প্লাস্টিকের আসবাবপত্রের দোকান		
	(ক) কারখানাসহ	৯০০/-	৮৫০/-
	(খ) কারখানা ছাড়া	৮০০/-	৭৫০/-
	(৫) ম্যাট্রেস, ফোম ও রেক্সিনের দোকান		

ক্রঃ নং	ব্যবসা, বৃত্তি, পেশা এবং ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রেণি	'ক'-শ্রেণির পৌরসভার বাৎসরিক করের হার (টাকা)	'খ' ও 'গ' শ্রেণির পৌরসভার বাৎসরিক করের হার (টাকা)
	(৬) পর্দা ও বেডিংস্টোর		
	(ক) বড়	৭৫০/-	৫০০/-
	(খ) ছোট	৫০০/-	৪০০/-
	(৭) কার্পেটের দোকান		
	(ক) বড়	১,৮০০/-	১,৭০০/-
	(খ) ছোট	৭০০/-	৬০০/-
(২৮)	**খুচরা যন্ত্রাংশের দোকান**		
	(১) মোটর/যান্ত্রিক পার্টসের দোকান	১,৩৫০/-	১,২৫০/-
	(২) অযান্ত্রিক যানবাহন/বাইসাইকেল, রিকশা পার্টসের দোকান	৬৭৫/-	৬৪০/-
	(৩) গার্মেন্ট ও মেশিনারি পার্টসের দোকান	৯০০/-	৮৫০/-
(২৯)	**তৈজসপত্রের খুচরা বিক্রেতা (এজেন্ট, শোরুম ব্যতীত) :**		
	(১) ক্রোকারিজ শপ (কাঁচ, সিরামিক্স)		
	(ক) বড়	১,৩৫০/-	১,২৮০/-
	(খ) ছোট	৯০০/-	৮৫০/-
	(২) ক্রোকারিজ শপ (মেলামাইন, প্লাস্টিক)		
	(ক) বড়	১,৩৫০/-	১,২৮০/-
	(খ) ছোট	৯০০/-	৮৫০/-
	(৩) ক্রোকারিজ শপ (এ্যালুমিনিয়াম স্টিল)		
	(ক) বড়	১,৫০০/-	১,৩৫০/-
	(খ) ছোট	৯০০/-	৮৫০/-
	(৪) মাটির তৈরি তৈজসপত্রের দোকান	৩০০/-	২৫০/-
(৩০)	**খাদ্য শস্য, মাছ, মাংশ ও কৃষি পণ্য বিক্রেতা :**		
	(১) ধান ও চাউল বিক্রেতা		
	(ক) পাইকারি	৭৫০/-	৬০০/-
	(খ) খুচরা	৩০০/-	২৫০/-
	(২) গম, ভুট্টা, আটা, ময়দা বিক্রেতা		
	(ক) পাইকারি	৭৫০/-	৬০০-
	(খ) খুচরা	৩০০/-	২৫০/-
	(৩) ডাল, ছোলা, মটর বিক্রেতা		
	(ক) পাইকারি	৭৫০/-	৬০০/-
	(খ) খুচরা	৩০০/-	২৫০/-

ক্রঃ নং	ব্যবসা, বৃত্তি, পেশা এবং ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রেণি	'ক'-শ্রেণির পৌরসভার বাৎসরিক করের হার (টাকা)	'খ' ও 'গ' শ্রেণির পৌরসভার বাৎসরিক করের হার (টাকা)
	(৪) সরিষা, সয়াবিন, পাম-অয়েল বিক্রেতা		
	(ক) পাইকারি	৭৫০/-	৬০০/-
	(খ) খুচরা	৩০০/-	২৫০/-
	(৫) ফল বিক্রেতা		
	(ক) পাইকারি	৪৫০/-	৪০০/-
	(খ) খুচরা	৩০০/-	২৫০/-
	(৬) পশারি/ভূষি মালের ব্যবসা	৩০০/-	২৫০/-
	(৭) শাকসবজি বিক্রেতা		
	(ক) পাইকারি	৪০০/-	৪০০/-
	(খ) খুচরা	২০০/-	১৫০/-
	(৮) মসলা বিক্রেতা		
	(ক) পাইকারি	৫০০/-	৪৫০/-
	(খ) খুচরা	২০০/-	১৫০/-
	(৯) মাংস বিক্রেতা :		
	(ক) গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়ার মাংসের দোকান	৪৫০/-	৪০০/-
	(খ) হাঁস ও মুরগির দোকান	৪০০/-	৩৫০/-
	(গ) ডিমের দোকান	৩০০/-	২৫০/-
	(১০) মাছ বিক্রেতা :		
	(ক) পাইকারি	৪৫০/-	৪০০/-
	(খ) খুচরা	৩০০/-	২৫০/-
	(১১) দুধ বিক্রেতা		
	(ক) পাইকারি	৪০০/-	৩৫০/-
	(খ) খুচরা	২৫০/-	২০০/-
	(১২) ঘি, দধি, ছানা, মাখন ও পনির ইত্যাদি বিক্রেতা	২৫০/-	২০০/-
	(১৩) পান ও সুপারির দোকান	১০০/-	১০০/-
	(১৪) ডাব ও নারকেল বিক্রেতা	১০০/-	১০০/-
	(১৫) চা-পাতা বিক্রয়ের দোকান		
	(ক) পাইকারি	৫০০/-	৪০০/-
	(খ) খুচরা	২৫০/-	২০০/-
	(১৬) তামাক পাতা বিক্রেতা		
	(ক) পাইকারি	৫০০/-	৪০০/-
	(খ) খুচরা	৩০০/-	২৫০/-

ক্রঃ নং	ব্যবসা, বৃত্তি, পেশা এবং ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রেণি	'ক'-শ্রেণির পৌরসভার বাৎসরিক করের হার (টাকা)	'খ' ও 'গ' শ্রেণির পৌরসভার বাৎসরিক করের হার (টাকা)
(৩১)	ওয়ার্কশপ ও কারখানা ইত্যাদি :		
	(১) ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ (অটোলেদসহ)	১,৩৫০/-	১,২৮০/-
	(২) ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ (লেদ ছাড়া)	৭৫০/-	৬০০/-
	(৩) ওয়েল্ডিং ওয়ার্কশপ	৫০০/-	৪৫০/-
	(৪) রিকশা ও ভ্যানগাড়ি তৈরির কারখানা		
	(ক) বড়	৫০০/-	৪৫০/-
	(খ) ছোট	৩০০/-	২৫০/-
	(৫) ইলেকট্রিক সামগ্রী তৈরির কারখানা		
	(ক) বড়	১,০০০/-	৯০০/-
	(খ) ছোট	৭৫০/-	৫০০/-
	(৬) বেকারি কারখানা		
	(ক) বড়	৯০০/-	৭৫০/-
	(খ) ছোট	৭৫০/-	৫০০/-
	(৭) দই, মিষ্টির কারখানা	৫০০/-	৪৫০/-
	(৮) তারের জাল তৈরির কারখানা		
	(ক) বড়	১,০০০/-	৭৫০/-
	(খ) ছোট	৭৫০/-	৫০০/-
	(৯) স্যানিটারি রিংস্ল্যাব, আরসিসি পাইপ ইত্যাদি তৈরির কারখানা		
	(ক) বড়	৯০০/-	৭৫০/-
	(খ) ছোট	৭৫০/-	৫০০/-
	(১০) যন্ত্রাংশ তৈরি/সংযোজন কারখানা		
	(ক) বড়	২,০০০/-	১,৭৫০/-
	(খ) ছোট	১,৫০০/-	১,২৫০/-
	(১১) অ্যাকুইরিয়াম তৈরি	৫০০/-	৪৫০/-
	(১২) আইসক্রিম কারখানা (ছোট)	৭৫০/-	৫০০/-
	(১৩) বরফ কল (ছোট)	১,০০০/-	৯০০/-
	(১৪) চিড়া/মুড়ির মিল	৪৫০/-	৪০০/-
	(১৫) কামার, কুমার	২০০/-	১৫০/-
(৩২)	ডিপার্টমেন্টাল স্টোর		
	(ক) বড় (মল)	২,২৫০/-	২,১৩০/-
	(খ) মাঝারি	১,৩৫০/-	১,২৮০/-

ক্রঃ নং	ব্যবসা, বৃত্তি, পেশা এবং ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রেণি	'ক'-শ্রেণির পৌরসভার বাৎসরিক করের হার (টাকা)	'খ' ও 'গ' শ্রেণির পৌরসভার বাৎসরিক করের হার (টাকা)
	(খ) মাঝারি	১,৩৫০/-	১,২৮০/-
	(গ) ছোট	৯০০/-	৮৫০/-
(৩৩)	**সাজপোশাক ও অলংকার বিক্রেতা :**		
	(১) কাপড় বিক্রেতা		
	(ক) পাইকারি	১,০০০/-	৯০০/-
	(খ) খুচরা	৭৫০/-	৫০০/-
	(২) রেডিমেইড কাপড়ের দোকান		
	(ক) বড়	১,০০০/-	৮৫০/-
	(খ) মাঝারি	৭৫০/-	৬৫০/-
	(গ) ছোট	৫০০/-	৪৫০/-
	(৩) জুতার দোকান		
	(ক) বড়	১,০০০/-	৮৫০/-
	(খ) মাঝারি	৭৫০/-	৬৫০/-
	(গ) ছোট	৫০০/-	৪৫০/-
	(৪) জুয়েলারি দোকান		
	(ক) বড়	১,৫০০/-	১,৩৫০/-
	(খ) মাঝারি	১,০০০/-	৯০০/-
	(গ) ছোট	৫০০/-	৪৫০/-
	(৫) চশমার দোকান		
	(ক) বড়	৫০০/-	৪৫০/-
	(খ) ছোট	৩০০/-	২৫০/-
	(৬) দর্জির দোকান		
	(ক) বড় (কাপড় বিক্রিসহ)	৭৬৫/-	৭২৫/-
	(খ) বড়	৭৫০/-	৫০০/-
	(গ) ছোট	৩০০/-	২৫০/-
	(৭) ঘড়ির দোকান		
	(ক) বড়	১,৫০০/-	১,০০০/-
	(খ) ছোট	৫০০/-	৪০০/-
	(৮) কসমেটিকসের দোকান :		
	(ক) বড়	৭৫০/-	৬৫০/-
	(খ) ছোট	৫০০/-	৪০০/-
	(৯) ব্লক, বাটিক, বুটিক	৭৫০/-	৬৫০/-

ক্রঃ নং	ব্যবসা, বৃত্তি, পেশা এবং ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রেণি	'ক'-শ্রেণির পৌরসভার বাৎসরিক করের হার (টাকা)	'খ' ও 'গ' শ্রেণির পৌরসভার বাৎসরিক করের হার (টাকা)
(৩৪)	**স্টুডিও, অডিও, ভিডিও'র ব্যবসা :**		
	(১) সিনেমা, মাল্টিমিডিয়া স্টুডিও		
	(ক) বড়	৫,০০০/-	৪,৫০০/-
	(খ) ছোট	২,০০০/-	১,৭৫০/-
	(২) ফটো স্টুডিও		
	(ক) ল্যাবসহ	৫৪০/-	৫১০/-
	(খ) বড়	৪৫০/-	৪০০/-
	(গ) ছোট	২৫০/-	২০০/-
	(৩) ভিডিও, অডিও, মাইকের দোকান	৫০০/-	৪০০/-
	(৪) ভিডিও গেমসের দোকান	৯০০/-	৮৫০/-
(৩৫)	**জ্বালানি, আগ্নেয়াস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্যের ব্যবসা (লিমিটেড কোম্পানি ব্যতীত) :**		
	(১) পেট্রোল, কেরোসিন, ডিজেল, অকটেন, সিএনজি		
	(ক) পেট্রোল পাম্প/সিএনজি/ফিলিংস্টেশন	৩,০০০/-	২,৭০০/-
	(খ) পেট্রোল, কেরোসিন, ডিজেল খুচরা বিক্রেতা		
	(অ) বড়	১,০০০/-	৯০০/-
	(আ) ছোট	৫০০/-	৪৫০/-
	(ক) এল পি জি গ্যাস বিক্রেতা		
	(অ) বড়	৭৫০/-	৬৫০/-
	(আ) ছোট	৫০০/-	৪৫০/-
	(২) ব্যাটারির দোকান		
	(ক) বড় (এজেন্সি ব্যতীত)	৬০০/-	৫৫০/-
	(খ) ছোট	৫০০/-	৪০০/-
	(৩) আগ্নেয়াস্ত্রের দোকান	২,৫০০/-	২,৫০০/
	(৪) গানপাউডার, সালফার ও ফসফরাস ইত্যাদি বিক্রয়ের দোকান	২,০০০/-	১,৫০০/-
	(৫) জ্বালানি কাঠের দোকান	৫০০/-	৪৫০/-
	(৬) সোলার প্যানেল (এজেন্সি ব্যতীত)	৫০০/-	৪৫০/-
(৩৬)	**স্পোর্টস ও সৌখিন (লাক্সারি) সামগ্রী বিক্রেতা :**		
	(১) খেলাধুলা (স্পোর্টস) সামগ্রীর দোকান		
	(ক) বড়	৮০০/-	৭০০/-
	(খ) ছোট	৪০০/-	৩০০/-
	(২) খেলনার (টয়) দোকান	৫০০/-	৪০০/-
	(৩) গ্রিটিংকার্ড/গিফ্‌ট সামগ্রীর দোকান	৫০০/-	৪৫০/-

ক্রঃ নং	ব্যবসা, বৃত্তি, পেশা এবং ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রেণি	'ক'-শ্রেণির পৌরসভার বাৎসরিক করের হার (টাকা)	'খ' ও 'গ' শ্রেণির পৌরসভার বাৎসরিক করের হার (টাকা)
	(৪) অ্যাকুইরিয়াম/ পোষা পাখির দোকান	৫০০/-	৪৫০/
	(৫) ব্যাগ/স্যুটকেস বিক্রয়ের দোকান	৭৫০/-	৫০০/-
	(৬) ফুল বিক্রয়ের দোকান	৩০০/-	২৫০/-
	(৭) কারুপণ্যের দোকান	৩০০/-	২৫০/-
	(৮) ঝাঁড়বাতি, শোপিসের দোকান		
	(ক) বড়	১,৫০০/-	১,২৫০/-
	(খ) ছোট	১,০০০/-	৭৫০/-
(৩৭)	**(যান্ত্রিক/ অযান্ত্রিক যানবাহন বিক্রেতা (এজেন্সি ব্যতীত) :**		
	(১) ট্রাক, কার, পিক-আপ (হেভি যানবাহন)	৩,৬০০/-	৩,৪২০/-
	(২) মটর সাইকেল, অটোরিক্সা, স্কুটার, ট্রাক্টর (লাইট যানবাহন)	৪,০০০/-	৩,৫০০/-
	(৩) বাইসাইকেল, রিকশা, ভ্যান, ঠেলাগাড়ি, (অযান্ত্রিক যানবাহন)	১,০০০/-	৭৫০/-
	(৪) গাড়ির ব্যাটারি ও চাকা বিক্রেতা		
	(ক) বড়	২,৫০০/-	২,২৫০/-
	(খ) ছোট	২,০০০/-	১,৫০০/-
(৩৮)	**সার, কীটনাশক, কৃষি বীজ, ঔষধ এবং পশু-পাখির খাদ্যের ব্যবসা :**		
	(১) সার, কীটনাশক, ঔষধের দোকান		
	(ক) এজেন্সিসহ	১,৮০০/-	১,৭০০/-
	(খ) এজেন্সি ছাড়া	৭৫০/-	৫০০/-
	(২) পশু-পাখি, মাছের খাবার বিক্রয়ের দোকান		
	(ক) এজেন্সিসহ	২,০০০/-	১,৭৫০/-
	(খ) এজেন্সি ছাড়া	৭৫০/-	৫০০/-
	(৩) জৈব সার উৎপাদন ও বিক্রয়	৭৫০/-	৫০০/-
	(৪) কৃষি বীজ উৎপাদন ও বিক্রয়	৫০০/-	৪৫০/-
(৩৯)	**মেরামত ও বাঁধাই ব্যবসা :**		
	(১) ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী মেরামতের দোকান	৭৫০/-	৬৫০/-
	(২) অটোমোবাইল মেরামত কারখানা		
	(ক) বড়	১,০০০/-	৯০০/-
	(খ) ছোট	৭৫০/-	৫০০/-
	(৩) বাইসাইকেল, রিকশা, ভ্যান মেরামতের দোকান	৪০০/-	৩০০/-
	(৪) গাড়ির চাকা মেরামত ও এয়ারপাম্পের দোকান	৭৫০/-	৬০০/-
	(৫) স্বর্ণালঙ্কার মেরামতের দোকান	৭৫০/-	৫০০/-
	(৬) ব্যাটারি সার্ভিসিং/মেরামত	৫০০/-	৪৫০/-

ক্রঃ নং	ব্যবসা, বৃত্তি, পেশা এবং ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রেণি	'ক'-শ্রেণির পৌরসভার বাৎসরিক করের হার (টাকা)	'খ' ও 'গ' শ্রেণির পৌরসভার বাৎসরিক করের হার (টাকা)
	(৭) কাচ বাঁধাইয়ের দোকান	৩০০/-	২৫০/-
	(৮) কম্পিউটার ও মোবাইল মেরামতের দোকান	৭৫০/-	৬৫০/-
	(৯) ঘড়ি মেরামতের দোকান	৩০০/-	২৫০/-
	(১০) জুতা সেলাইয়ের দোকান	২৫০/-	২০০/-
	(১১) স্প্রে পেইন্টিং-এর দোকান	৭৫০/-	৫০০/-
(৪০)	**ফোন, ফ্যাক্স, কুরিয়ার ও পার্সেল ব্যবসা :**		
	(১) ফোন কল ও ফ্যাক্সের দোকান	৫০০/-	৪৫০/-
	(২) মোবাইল মানি ট্রান্সফার		
	(ক) বড় (এজেন্সি)	২,০০০/-	১,৭৫০/-
	(খ) ছোট	৭৫০/-	৫০০/-
	(৩) কুরিয়ার সার্ভিস	৭৫০/-	৫০০/-
	(৪) পরিবহন পার্সেল সার্ভিস		
	(ক) বড়	২,২৫০/-	২,১৩০/-
	(খ) ছোট	২০০০/-	১৮০০/-
(৪১)	**রেন্টাল বা ভাড়ার ব্যবসা :**		
	(১) রেন্ট একার এর দোকান	১,০০০/-	৮৫০/-
	(২) জেনারেটর ভাড়ার ব্যবসা	৫০০/-	৪৫০/-
	(৩) কনস্ট্রাকশন/সেন্টারিং মালামাল ভাড়ার দোকান	৭৫০/-	৫০০/-
	(৪) ডেকোরেশন সামগ্রী ভাড়া		
	(ক) বড়	১,০০০/-	৮৫০/-
	(খ) ছোট	৭৫০/-	৫০০/-
	(৫) ইলেকট্রিক ও ইলেকটনিক্স সামগ্রী ভাড়া	১,০০০/-	৮৫০/-
	(৬) বাস কাউন্টার	৭৫০/-	৫০০/-
	(৭) ট্রাক্টর, ট্রেইলার, পিকআপ, ট্রাক, এক্সাভেটর ইত্যাদি ভাড়া	১,০০০/-	৮০০/-
(৪২)	**বিবিধ ব্যবসা :**		
	(১) গার্মেন্ট এক্সেসরিজ	১,৮০০/-	১,৭০০/-
	(২) নার্সারি		
	(ক) বড়	৫০০.০০	৪০০/-
	(খ) ছোট	৩০০.০০	২৫০/-
	(৩) পুরাতন মালামাল, ভাঙ্গারি ব্যবসা		
	(ক) বড়	৯০০.০০	৭৫০/-
	(খ) ছোট	৪০০/-	৩০০/-

ক্রঃ নং	ব্যবসা, বৃত্তি, পেশা এবং ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রেণি	'ক'-শ্রেণির পৌরসভার বাৎসরিক করের হার (টাকা)	'খ' ও 'গ' শ্রেণির পৌরসভার বাৎসরিক করের হার (টাকা)
	(৪) চামড়ার ব্যবসা	১,০০০/-	৭৫০/-
	(৫) চট, ব্যাগ, বস্তা, কার্টুন বিক্রেতা	৩০০/-	২৫০/-
	(৬) দা, ছুরি, বটি, কুড়াল ইত্যাদি বিক্রেতা	৩০০/-	২৫০/-
	(৭) পুস্তক বিক্রেতা		
	(ক) বড়	৭৫০/-	৬০০/-
	(খ) ছোট	৫০০/-	৪০০/-
	(৮) স্টেশনারি দোকান		
	(ক) বড়	৯০০/-	৮৫০/-
	(খ) মাঝারি	৭৫০/-	৭০০/-
	(গ) ছোট	৪৫০/-	৪০০/-
	(৯) মুদি দোকান		
	(ক) বড়	৪৫০/-	৪০০/-
	(খ) মাঝারি	৪০০/-	৩৫০/-
	(গ) ছোট	৩৫০/-	৩০০/-
	(১০) প্যাকেজিং অ্যান্ড মার্কেটিং ব্যবসা		
	(ক) বড়	৩,০০০/-	২,৫০০/-
	(খ) ছোট	১,৫০০/-	১,২৫০/-
	(১১) বালু/মাটি উত্তোলন ও জমি ভরাট ব্যবসা	১৫.০০০/-	১৫,০০০/-
	(১২) কনজ্যুমার'স হোম সার্ভিস		
	(ক) বড়	১,০০০/-	৮০০/-
	(খ) ছোট	৬০০/-	৫০০/-
	(১৩) রেণু/পোনা সরবরাহকারী	৫০০/-	৪০০/-
	(১৪) জুট প্রসেসিং ও আমদানি রপ্তানি	৫,০০০/-	৪,০০০/-
	(১৫) চানাচুর প্রস্তুতকারক	৮০০/-	৬৫০/-
	(১৬) লজেন্স ফ্যাক্টরি	৮০০/-	৬৫০/-
	(১৭) খালি বস্তা ব্যবসায়ী	৫০০/-	৪০০/-
	(১৮) আতর ও টুপি বিক্রেতা	৪৫০/-	৪০০/-
	(১৯) শঙ্খজাত দ্রব্য বিক্রেতা	৫০০/-	৪০০/-
	(২০) এমব্রয়ডারি ব্যবসা	৪,৫০০/-	৪,০০০/-
	(২১) বাদ্যযন্ত্র বিক্রেতা	৪০০/-	৩০০/-
	(২২) কয়লা বিক্রেতা	১,৫০০/-	১,২৫০/-
	(২৩) লাইট/তালা-চাবি মেরামতকারী	৩০০/-	২৫০/-

ক্রঃ নং	ব্যবসা, বৃত্তি, পেশা এবং ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রেণি	'ক'-শ্রেণির পৌরসভার বাৎসরিক করের হার (টাকা)	'খ' ও 'গ' শ্রেণির পৌরসভার বাৎসরিক করের হার (টাকা)
	(২৪) শীল-পাটা/নীতিকাটা		
	(ক) বড়	৫০০/-	৪০০/-
	(খ) ছোট	৩০০/-	২৫০/-
	(২৫) নিলাম ক্রেতা বা বেসরকারি নিলামকারী	৫০০/-	৪০০/-
	(২৬) তুলা বিক্রেতা	৫০০/-	৪০০/-
	(২৭) চুন ব্যবসা	৩০০/-	২৫০/-
	(২৮) বোল্ডার ক্র্যাসিং ফ্যাক্টরি	১,৫০০/-	১,২০০/-
	(২৯) চক প্রস্তুতকারী ও সরবরাহকারী	৭০০/-	৫৫০/-
	(৩০) টায়ার মেরামত	৫০০/-	৪০০/-
	(৩১) স্টোন ক্র্যাসিং প্লান্ট, উৎপদানকারী ও নির্মাণ সামগ্রী ব্যবসা	২,৫০০/-	২,০০০/-
	(৩২) পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা	১,০০০/-	৭৫০/-
	(৩৩) কাগজ ও কালি বিক্রেতা	৭৫০/-	৫০০/-
	(৩৪) চিড়া/মুড়ি প্রস্তুতকারী ও বিক্রেতা	৫০০/-	৪০০/-
	(৩৫) সিলিন্ডার গ্যাস পরিবেশক ও সরবরাহকারী	১,০০০/-	৮০০/-
	(৩৬) জুতা প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতা	৭০০/-	৫৫০/-
	(৩৭) পুরাতন টায়ার ব্যবসা	৫০০/-	৪০০/-
	(৩৮) পত্রিকা বিক্রেতা	৩০০/-	২৫০/-
	(৩৯) পানি বিশুদ্ধকরণ ও সরবরাহকারী	১,০০০/-	৮০০/-
	(৪০) সাবান কারখানা	২,৫০০/-	২,০০০/-
	(৪১) কয়লা মওজুদ	১,৫০০/-	১,২০০/-
	(৪২) ইট, বালি, খোয়া মওজুদ	১,৫০০/-	১,২০০/-
	(৪৩) পাট মজুদ	৯০০/-	৮০০/-
	(৪৪) হোসিয়ারি	১,৫০০/-	১,২০০/-
	(৪৫) ক্যাটারিং ব্যবসা	২,৫০০/-	২,০০০/-
	(৪৬) বলপেন তৈরি-ক্ষুদ্রশিল্প	৭০০/-	৫৫০/-
	(৪৭) পাথর/চুনাপাথর বিক্রেতা	৩,০০০/-	২,৫০০/-
	(৪৮) আইপিএস, স্টেবিলাইজার বিক্রেতা	১,৮০০/-	১,৭০০/-
	(৪৯) শুটকি বিক্রেতা	৪৫০/-	৪০০/-
	(৫০) পুরাতন কাগজ ক্রয়-বিক্রয়	৫০০/-	৪০০/-
	(৫১) পুরাতন কাটা কাপড় বিক্রেতা	৫০০/-	৪০০/-
	(৫২) ওয়াশিংপ্ল্যান্ট	২,০০০/-	১,৫০০/-
	(৫৩) গ্যাসের চুলা বিক্রেতা ও মেরামতকারী	৭৫০/-	৫০০/-

(২) এই তফসিলের দফা (৬)-এ বর্ণিত নেই এবং শ্রেণিভুক্ত করা যায় না, পৌরসভা এলাকায় এমন যেকোনো ধরনের স্থায়ী বা অস্থায়ী ব্যবসা, বৃত্তি বা পেশা পরিচালনার জন্য, বাৎসরিক সর্বনিম্ন ৩০০/- (তিনশত) টাকা ফি'র বিনিময়ে লাইসেন্স বা পারমিট প্রদান করা যাইবে।

(৩) উপরের টেবিলে উল্লিখিত নেই এমন কোনো ব্যবসা, পেশা বা বৃত্তির উদ্ভব হইলে, তা যে শ্রেণির পর্যায়ভুক্ত হইবে বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, তদানুযায়ী শ্রেণিভুক্ত শেষ করে সেই শ্রেণির উপ-ক্রমিকের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে এবং লাইসেন্স আইডি সেইরূপে নির্ধারণ করা যাইবে।

(৪) কম্পিউটার অথবা লাইসেন্স সফট্ওয়্যারে ডাটাবেজ প্রস্তুতের সময় উল্লিখিত উপ-ক্রমিক নির্ধারণ ও সংরক্ষণ করিতে হইবে।

দফা-৭। বিজ্ঞাপনের উপর কর

নিম্নের টেবিলের কলাম (২)-এ উল্লিখিত সাইন বোর্ডের ক্ষেত্রে প্রতি বর্গফুট বা তার অংশ বিশেষের জন্য তাদের বিপরীতে 'ক' শ্রেণির পৌরসভার জন্য কলাম (৩) এবং 'খ' ও 'গ' শ্রেণির পৌরসভার জন্য কলাম (৪)-এ উল্লিখিত হারে বাৎসরিক কর ধার্য করা যাইবে, যথা :

টেবিল

ক্রমিক নং	বিজ্ঞাপনের ধরন	বিজ্ঞাপনের হার (টাকা) (প্রতি বর্গফুট)	
		'ক'-শ্রেণির পৌরসভা	'খ' ও 'গ'-শ্রেণির পৌরসভা
(১)	**সাধারণ সাইনবোর্ড বা বিজ্ঞাপন :**		
	(ক) বেসরকারি জমি বা ভবনের উপর স্থাপিত বা সাঁটিয়া দেওয়া বিজ্ঞাপন	১০০/-	১০০/-
	(খ) সরকারি জমি বা ভবনের উপর স্থাপিত বা সাঁটিয়া দেওয়া বিজ্ঞাপন	১৫০/-	১৫০/-
(২)	**আলোকসজ্জিত বিজ্ঞাপন (নিয়ন সাইন, প্লাস্টিক সাইন ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রতি বর্গফুট বা উহার অংশ বিশেষের জন্য)**		
	(ক) বেসরকারি জমি বা ভবনের উপর স্থাপিত বা সাঁটিয়া দেওয়া বিজ্ঞাপন	১৫০/-	১৫০/-
	(খ) সরকারি জমি বা ভবনের উপর স্থাপিত বা সাঁটিয়া দেওয়া বিজ্ঞাপন	২০০/-	২০০/-

(২) আলোকিতকরণ সংক্রান্ত বিদ্যুৎ ব্যয়, সাইনবোর্ড তৈরি ও স্থাপনের সকল ব্যয় মালিক বা বিজ্ঞাপন দাতা বহন করিবে।

(৩) দোকান বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা বা প্রচারমূলক কোনো তথ্য উহার দেয়াল বা সাটারিং-এর উপর লিপিবদ্ধ করা হইলে উহা সাধারণ সাইনবোর্ড বা বিজ্ঞাপন পর্যায়ভুক্ত হইবে এবং তদানুযায়ী বিজ্ঞাপন কর আরোপ করা যাইবে।

(৪) উপরোল্লিখিত পদ্ধতিতে আরোপিত বিজ্ঞাপন করের বাৎসরিক অর্থ, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দোকান বা প্রতিষ্ঠানের ট্রেড লাইসেন্স ফি'র সাথে একত্রে আদায় করা যাইবে।

দফা-৮। হোল্ডিং (ইমারত, ভূমি, ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি)-এর নামজারির উপর কর

(১) কোনো ইমারত বা ভূমির সম্পূর্ণ মালিকানাস্বত্ব হস্তান্তর করা হইলে, হস্তান্তর গ্রহীতাকে উক্ত হস্তান্তর বা বাটোয়ারা দলিল রেজিস্ট্রেশনের ৩ (তিন) মাসের মধ্যে, তাহার অনুকূলে উক্ত ইমারত বা ভূমির নামজারির জন্য পৌরসভায় আবেদন করিতে হইবে।

(২) কোনো হোল্ডিং-এ অবস্থিত ইমারত বা ভূমি উত্তরাধিকার সূত্রের কারণে ভাগ-বাটোয়ারার মাধ্যমে বিভাজিত হইলে, অংশীদারগণকে তাহাদের মধ্যে সম্পাদিত বণ্টননামা দলিল সহকারে, ৩ (তিন) মাসের মধ্যে তাহাদের অনুকূলে হোল্ডিং-এর পৃথক নামজারির জন্য পৌরসভায় আবেদন করিতে হইবে।

(৩) দুইটি বা ততোধিক হোল্ডিং অথবা কোনো একটি হোল্ডিং-এর সঙ্গে অপর হোল্ডিং-এর অংশ বিশেষ একত্রিত করে মালিকানাস্বত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে, নতুন নামজারির জন্য মালিক বা স্বত্বাধিকারীগণকে, উক্ত স্বত্বের দলিলপত্রসহ ৩ (তিন) মাসের মধ্যে পৌরসভায় আবেদন করিতে হইবে।

(৪) কোনো হোল্ডিং-এর অংশবিশেষ তার অংশীদার ব্যতীত অন্য কাহারো নিকট বিক্রয় বা হস্তান্তর করা হইলে, তার ক্রেতাকে তার অনুকূলে সেই অংশের ইমারত ও ভূমির নামজারির জন্য, ক্রয় বা হস্তান্তর দলিলসহ ৩ (তিন) মাসের মধ্যে পৌরসভায় আবেদন করিতে হইবে।

(৫) কোনো হোল্ডিং বা তার অংশবিশেষ-এর প্রকৃতি পরিবর্তন (যেমন- আবাসিক হইতে বাণিজ্যিক অথবা বাণিজ্যিক হইতে আবাসিক ইত্যাদি) করিতে হইলে, হোল্ডিং মালিককে উক্ত কাজের অনুমতি গ্রহণ এবং নামজারি সংশোধনের জন্য, উক্তরূপ পরিবর্তন সাধনের পূর্বেই পৌরসভায় আবেদন করিতে হইবে।

(৬) কোনো হোল্ডিং বা হোল্ডিং-এ অবস্থিত ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান ব্যবসা বা শিল্পের ধরন বা মালিকানাস্বত্ব পরিবর্তনের ক্ষেত্রে, নামজারির জন্য তাহার মালিককে, প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ পৌরসভায় আবেদন করিতে হইবে।

(৭) আন-রেজিস্টার্ড দলিলের মাধ্যমে হোল্ডিং-এর মালিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে দলিল মূল্য বা সাবরেজিস্ট্রার কর্তৃক ধার্যকৃত ভূমি ও স্থাপনার গড় মূলের উপর ১% (শতকরা এক ভাগ) হারে অতিরিক্ত ফি আদায় করিতে হইবে।

(৮) উপরোল্লিখিত নামজারির ক্ষেত্রে পৌরসভা নিম্নের টেবিলের কলাম (২)-এ উল্লিখিত ধরন অনুযায়ী তাহাদের বিপরীতে, কলাম (৩), (৪), (৫) ও (৬)-এ উল্লিখিত হারে যথাক্রমে আবাসিক, প্রতিষ্ঠান, শিল্প ও বাণিজ্যিক ইমারত ও ভূমি এবং ব্যবসা বা স্বত্বের নামজারি ফি আদায় করিতে পারিবে, যথা:

টেবিল

ক্রমিক নং	নামজারির ধরণ	ইমারত, ভূমি, স্বত্ব বা নামজারি ফি টাকা			
		আবাসিক	প্রতিষ্ঠান	শিল্প	বাণিজ্যিক
(১)	**হোল্ডিং-এর মালিকানা পরিবর্তন (Mutation)**				
	(ক) ৫ শতাংশ পর্যন্ত	৫০০/-	৫০০/-	১,০০০/-	১,০০০/-
	(খ) ৫ শতাংশের উর্ধ্বে	১,০০০/-	১,০০০/-	৫,০০০/-	৫,০০০/-
(২)	**হোল্ডিং বিভাজন (Separation)**				
	(ক) ৫ শতাংশ পর্যন্ত	২০০/-	২০০/-	৫০০/-	৫০০/-
	(খ) ৫ শতাংশের উর্ধ্বে	৫০০/-	৫০০/-	২,৫০০/-	২,৫০০/-
(৩)	**হোল্ডিং একত্রিতকরণ (Amalgamation)**				
	(ক) ৫ শতাংশ পর্যন্ত	১,০০০/-	১,০০০/-	৫,০০০/-	৫,০০০/-
	(খ) ৫ শতাংশের উর্ধ্বে	২,০০০/-	২,০০০/-	১০,০০০/-	১০,০০০/-
(৪)	**হোল্ডিং পৃথকীকরণ (Apportionment)**				
	(ক) ৫ শতাংশ পর্যন্ত	৫০০/-	৫০০/-	১,০০০/-	১,০০০/-
	(খ) ৫ শতাংশের উর্ধ্বে	১,০০০/-	১,০০০/-	৫,০০০/-	৫,০০০/-

ক্রমিক নং	নামজারির ধরণ	ইমারত, ভূমি, স্বত্ব বা নামজারি ফি টাকা			
		আবাসিক	প্রতিষ্ঠান	শিল্প	বাণিজ্যিক
	(৫) হোল্ডিং-এর প্রকৃতি পরিবর্তন (Convertion)				
	(ক) ৫ শতাংশ পর্যন্ত	৪,০০০/-	৪,০০০/-	১০,০০০/-	১০,০০০/-
	(খ) ৫ শতাংশের উর্ধ্বে	৮,০০০/-	৮,০০০/-	২০,০০০/-	২০,০০০/-
(৬)	**বাড়ি, দোকান, ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম**				
	পরিবর্তন (Change in Occupancy)				
	(ক) দলিলমূল্যের ১ টাকা হইতে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	৮০০/-	৮০০/-	১,০০০/-	১,০০০/-
	(খ) দলিলমূল্যের ৫ লক্ষ টাকা হইতে ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	১,৫০০/-	১,৫০০/-	২,৫০০/-	২,৫০০/-
	(গ) ২০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে	৩,০০০/-	৩,০০০/-	৫,০০০/-	৫,০০০/-

দফা-৯। বিবাহ, দত্তক গ্রহণ ইত্যাদির উপর কর

বিবাহ, পুনঃবিবাহ ও দত্তক গ্রহণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে নিম্নের টেবিলের কলাম (২)-এ উল্লিখিত বিষয়ের বিপরীতে, 'ক' শ্রেণির পৌরসভার জন্য কলাম (৩) এবং 'খ' ও 'গ'-শ্রেণির পৌরসভার জন্য কলাম (৪)-এ উল্লিখিত হারে কর ধার্য করা যাবে, যথা :

টেবিল

ক্রমিক নং	বিবাহ, তালাক, দত্তক ইত্যাদির বিবরণ	করের পরিমাণ (টাকা)	
		'ক' শ্রেণির পৌরসভা	'খ' ও 'গ' শ্রেণির পৌরসভা
(১)	প্রথম বিবাহ বা স্ত্রী মৃত্যুর পর বিবাহ	১০০/-	১০০/-
(২)	প্রথম স্ত্রীর জীবদ্দশায় যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে ২য় বিবাহ	১,০০০/-	৭০০/-
(৩)	প্রথম দুই স্ত্রীর জীবদ্দশায় যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে ৩য় বিবাহ	১০,০০০/-	৮,৫০০/-
(৪)	প্রথম তিন স্ত্রীর জীবদ্দশায় যথাক্রমে কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে ৪র্থ বিবাহ	১৮,০০০/-	১৫,০০০/-
(৫)	স্ত্রী পাগল, অক্ষম অথবা বন্ধ্যা হইলে পরবর্তী বিবাহ	২০০/-	১৫০/-
(৬)	তালাকনামা নিবন্ধন (তালাকদাতা কর্তৃক প্রদেয় কর) :		
	(ক) পৌর কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে মীমাংসা হইলে	৫,০০০/-	৩,০০০/-
	(খ) পৌর কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে মীমাংসা না হইলে	৭,৫০০/-	৫,০০০/-
(৭)	দত্তক গ্রহণ (প্রতি সন্তান)	২০০/-	২০০/-

দফা-১০। জন্ম-মৃত্যু ও নাগরিকত্বের নিবন্ধন ইত্যাদির উপর কর

(১) পৌরসভা ইহার সকল অধিবাসীর জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন নিশ্চিত করিবে। নাগরিকগণ নির্ধারিত ফরমে সঠিক তথ্য প্রদান করিয়া পৌরসভায় জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন করিবেন এবং পৌরসভা হইতে জন্মও মৃত্যু নিবন্ধন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ২৯ নং আইন) দ্বারা নির্ধারিত হারে ফি প্রদান করিয়া নির্ধারিত পদ্ধতিতে উহাদের সনদপত্র সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

(২) সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত আদেশ অথবা জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ২৯ নং আইন)-এর সংশোধন অথবা এই বিষয়ে নতুন কোনো আইন প্রণীত হইলে, তদানুযায়ী জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ফি ইত্যাদি পরিবর্তনযোগ্য হইবে।

(৩) পৌরসভা ইহার সকল স্থায়ী অধিবাসীর নাগরিকত্বের নিবন্ধন কাজ সম্পন্ন করিবে এবং প্রত্যেক নিবন্ধিত ব্যক্তির অনুকূলে নিম্নের টেবিলে উল্লিখিত হারে ফি আদায় করিয়া নাগরিকত্ব পরিচিতি নম্বরসহ ছবিযুক্ত সনদপত্র ও আইডি কার্ড প্রদান করিতে পারিবে। (২)-এ উল্লিখিত নিবন্ধন, সনদপত্র ও পরিচিতি কার্ডের বিপরীতে, কলাম ৩-এ উল্লিখিত হারে ফি আদায় করা যাইবে, এইক্ষেত্রে নিম্নের টেবিলের কলাম যথা :

টেবিল

ক্রমিক নং	নাগরিকত্বের নিবন্ধন ও সনদপত্রের বিবরণ	ফি'র পরিমাণ (টাকা)
(১)	নাগরিকত্বের নিবন্ধন ফি প্রতিটি	--
(২)	নাগরিকত্বের নিবন্ধন সনদপত্র প্রতিটি	২০/-
(৩)	নাগরিকত্বের নিবন্ধন সনদপত্রের অনুলিপি প্রতিটি	২০/-
(৪)	নাগরিকত্বের নিবন্ধন সনদপত্রের সংশোধন ও সংশোধিত সনদপত্র প্রতিটি	১০০/-
(৫)	পৌরসভা নাগরিকত্ব পরিচিতি (পিসিআই) কার্ড প্রতিটি	১০০/-
(৬)	পৌরসভা নাগরিকত্ব পরিচিতি (পিসিআই) কার্ডের অনুলিপি প্রতিটি	১৫০/-

(৪) পৌরসভা এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা না হইলে অথবা পৌরসভার কোনো হোল্ডিং-এর ঠিকানায়, একটানা কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বৎসরের অধিবাসী না হইলে, কোনো ব্যক্তিকে উপরোল্লিখিত নাগরিকত্বের নিবন্ধন, সনদপত্র বা নাগরিকত্ব পরিচিতি কার্ড প্রদান করা যাইবে না :

তবে শর্ত থাকে যে, নদীভাঙন বা অন্য কোনো কারণে স্থানান্তরিত হয়ে কোনো ব্যক্তি বা পরিবার পৌর এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে ঘর-বাড়ি নির্মাণ করে পৌর হোল্ডিং-এর স্বত্ব লাভ করিলে, জন্মসূত্রে কেউ পৌর এলাকার নাগরিক হইলে অথবা উক্ত পৌর এলাকার ঠিকানায় জন্ম নিবন্ধন অথবা ভোটার আইডি বা জাতীয় পরিচয়পত্র নিবন্ধন করা হইলে, সেইক্ষেত্রে পৌর কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত বিবেচনা করিলে, তাহার অনুকূলে উক্ত নিবন্ধন, সনদপত্র নাগরিকত্ব বা পরিচিতি কার্ড প্রদান করিতে পারিবে।

দফা-১১। সিনেমা, মেলা, প্রদর্শনী, বিনোদন, কেবল টিভি লাইন সংযোগ, সমাবেশ ও অনুষ্ঠানাদির উপর কর

(১) পৌরসভা এলাকার সিনেমা বা অডিওভিজ্যুয়াল প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে দর্শকদের নিকট হইতে সংগৃহীত প্রবেশমূল্যের উপর শতকরা পনের ভাগ (১৫%) হারে কর আরোপ করা যাইবে।

(২) পৌরসভা এলাকায় বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে আয়োজিত কোনো মেলা, কৃষি প্রদর্শনী, শিল্প প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে উক্ত মেলা বা প্রদর্শনীর জন্য আয়োজক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পৌরসভার অনুমতিক্রমে নির্ধারিত প্রবেশমূল্যের উপর ৫% (শতকরা পাঁচ ভাগ) হারে কর আদায় করা যাইবে।

(৩) পৌরসভা এলাকায় অবস্থিত বিনোদনের কোনো পার্ক, চিড়িয়াখানা, জাদুঘর, লেক, রিসোর্ট ইত্যাদির দর্শকদের নিকট হইতে প্রবেশমূল্য আদায় করা হইলে উক্ত প্রবেশমূল্যের উপর ৫% (শতকরা পাঁচ ভাগ) হারে কর আরোপ করা যাইবে।

(৪) পৌরসভা এলাকার ভিতরে চিত্তবিনোদনের জন্য আয়োজিত কোনো সার্কাস, নাটক, গানের অনুষ্ঠান, যাত্রানুষ্ঠান ইত্যাদির আয়োজক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পৌরসভার অনুমতিক্রমে নির্ধারিত প্রবেশমূল্যের উপর ১০% (শতকরা দশ ভাগ) হারে কর আরোপ করা যাইবে।

(৫) পৌর এলাকায় কেবল টিভি লাইন সংযোগের ক্ষেত্রে সংযোগদানকারী প্রতিষ্ঠান হইতে প্রতিটি সংযোগের বিপরীতে বাৎসরিক ১০% (দশ টাকা হারে) কর আদায় করা যাইবে।

দফা-১২। পোষা জন্তুর উপর কর।

কৃষিকাজে ব্যবহৃত নয় এমন সৌখিন অথবা উপার্জন বা প্রদর্শনীর জন্য ব্যবহৃত নিম্নের টেবিলের কলাম (২)-এ উল্লিখিত পোষা জন্তুর ক্ষেত্রে উহাদের বিপরীতে 'ক' শ্রেণির পৌরসভার জন্য কলাম (৩) এবং 'খ' ও 'গ' শ্রেণির পৌরসভার জন্য কলাম (৪)-এ উল্লিখিত হারে বাৎসরিক কর আরোপ করা যাইবে, যথা :

টেবিল

ক্রমিক নং	পোষা জন্তুর বিবরণ	বাৎসরিক করের পরিমাণ (টাকা)	
		'ক' শ্রেণির পৌরসভা	'খ' ও 'গ' পৌরসভা
(১)	পোষা কুকুর	১৫০/-	১০০/-
(২)	পোষা হরিণ (অনুমোদন প্রাপ্ত)	৫০০/-	৩০০/-
(৩)	অন্যান্য পশু/বন্যপশু (আইনানুগ)	৫০০/-	৩০০/-

দফা-১৩। পশু জবাই ফি

বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে পশু জবাইয়ের ক্ষেত্রে নিম্নের টেবিলের কলাম (২)-এ উল্লিখিত জবাইকৃত পশুর বিপরীতে, কলাম (৩)-এ উল্লিখিত হারে ফি আদায় করা যাইবে, যথা :

টেবিল

ক্রমিক নং	পশুর বিবরণ	প্রতিটির জন্য ফি (টাকা)
(১)	ছাগল বা ভেড়া	৫০/-
(২)	গরু	১০০/-
(৩)	মহিষ	১৫০/-

দফা-১৪। পশুপালন নিয়ন্ত্রণে খোঁয়াড় সংরক্ষণ

(১) আইনের ধারা ২৫ অনুযায়ী পৌর এলাকায় বেওয়ারিশ বা অবাধে চলাচলকৃত পশু নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে নির্ধারিত স্থান চিহ্নিত করে তাকে খোঁয়াড়ের আওতায় আনা যাইবে।

(২) বাৎসরিক ইজারা পদ্ধতি বা পৌরসভার সরাসরি নিয়ন্ত্রণে খোঁয়াড় পরিচালনা করা যাইবে এবং নিম্নোক্ত হারে ফিস আদায় করিতে হইবে।

(ক) ক্ষেত, খামার, বাগান বা ফসল বিনষ্টকারী বা অবাধে চলাচলরত পশু খোঁয়াড়ে দানকারী ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি নিম্নোক্ত হারে ক্ষতিপূরণ পাইবেন, যথা :

ক্রমিক নং	পশুর বিবরণ	প্রতিটির জন্য ক্ষতিপূরণ (টাকা)
(১)	ছাগল বা ভেড়া	২০/-
(২)	গরু	৫০/-
(৩)	মহিষ	৭৫/-
(৪)	হাতি/ঘোড়া	১০০/-

(খ) ক্ষেত, খামার, বাগান বা ফসল বিনষ্টকারী বা অবাধে চলাচলরত পশুর মালিকের নিকট হইতে নিম্নোক্ত হারে ক্ষতিপূরণ ফি ও খোঁয়াড়ে পশুপালন ফি আদায় সাপেক্ষে পশু অবমুক্ত করা হইবে, যথা :

ক্রমিক নং	পশুর বিবরণ	ক্ষতিপূরণ ফি (টাকা)	পশুপালন ফি (১ম দিন বাদে পরবর্তী প্রতিদিনের জন্য) টাকা
(১)	ছাগল বা ভেড়া	৫০/-	১০০/-
(২)	গরু	১০০/-	২০০/-
(৩)	মহিষ	১৫০/-	২৫০/-
(৪)	হাতি/ঘোড়া	২০০/-	৩০০/-

(৩) খোঁয়াড়ে দানকারী ব্যক্তি ও যদি সম্ভবপর হয় পশুর মালিকের নাম খোঁয়াড় পরিচালনাকারী নির্ধারিত রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করিবেন।

(৪) খোঁয়াড়ে রক্ষিত পশুর মালিক ছাড়া অন্য কাহারো নিকট হস্তান্তর বা অবমুক্ত করা যাইবে না।

(৫) সর্বোচ্চ ১ (এক) সপ্তাহ পর্যন্ত পশু খোঁয়াড়ে আটক রাখা যাইবে।

(৬) ইতিমধ্যে পশুর মালিক নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ ও পশুপালন ফি পরিশোধ সাপেক্ষে খোঁয়াড় হইতে যদি পশু অবমুক্ত না করান কিংবা পশুর কোনো মালিক না পাওয়া যায় তবে খোঁয়াড় পরিচালনাকারী তা সপ্তাহ শেষ হইবার সাথে সাথে লিখিতভাবে পৌর কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন।

(৭) পৌর কর্তৃপক্ষ তৎক্ষণাৎ পৌর এলাকায় ব্যাপক প্রচারের জন্য মাইকিং করাইয়া পশুর মালিকানা নির্ধারণের ব্যবস্থা করিবেন এবং প্রচারের খরচ পশুর মালিকের নিকট হইতে আদায় করিবার ব্যবস্থা করিবেন।

(৮) এরপরও যদি পশুর মালিক পশু খোঁয়াড় হইতে অবমুক্ত না করিয়া থাকেন বা খুঁজিয়া না পাওয়া যায় তবে পৌর কর্তৃপক্ষ খোঁয়াড়ে রক্ষিত পশু প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবেন এবং সর্বোচ্চমূল্যে পশু বিক্রয় করিতে হইবে।

(৯) পশু বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে খোঁয়াড় পরিচালনাকারীর উপরে বর্ণিত পাওনা পরিশোধের পর অবশিষ্ট অর্থ পৌর তহবিলে জমা করিতে হইবে, যা পৌরসভার রাজস্ব আয় বলিয়া গণ্য হইবে।

দফা-১৫। রাস্তা কর্তনের জন্য ক্ষতিপূরণ

গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি বা এইরূপ কোনো অপরিহার্য সেবার সংযোগ গ্রহণ অথবা উক্তরূপ সেবার মেইন লাইন স্থাপনের জন্য রাস্তা কর্তনের ক্ষেত্রে অথবা পৌরসভার নিজস্ব বা উহার ব্যবস্থাধীনে কোনো রাস্তা বা নর্দমা কর্তনের আবেদন পাওয়া গেলে পৌর প্রকৌশলী দ্বারা সরজমিনে পরিদর্শনান্তে পরিমাপ গ্রহণ করিতে হইবে এবং উক্ত পরিমাপের উপর ভিত্তি করে মেরামত ব্যয়ের প্রাক্কলন প্রস্তুত করিতে হইবে; মেয়র কর্তৃক অনুমোদিত উক্ত প্রাক্কলিত অর্থ রাস্তা কর্তনের ক্ষতিপূরণ বাবদ আদায়যোগ্য হইবে।

দফা-১৬। কর, নির্ধারণ সংক্রান্ত তথ্য তল্লাশি ও অনুলিপি প্রদানের ফি

পৌরসভার ইহার নাগরিকগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত আবেদনের ভিত্তিতে ইমারত ও ভূমির কর নির্ধারণ সংক্রান্ত জরিপ ফি, জরিপ, বাৎসরিক মূল্যায়ন, কর নির্ধারণ, কর আরোপ ইত্যাদি বিষয়ের তথ্য, বিবরণী, প্রত্যয়নপত্র, সত্যায়িত অনুলিপি, ইত্যাদি নিম্নের টেবিলে বর্ণিত ফির বিনিময়ে প্রদান করিতে পারিবে; এইক্ষেত্রে নিম্নের টেবিলের কলাম (২)-এ উল্লিখিত বিষয়ে উহাদের বিপরীতে ক শ্রেণির পৌরসভার জন্য কলাম (৩) এবং 'খ' ও 'গ' শ্রেণির পৌরসভার জন্য কলাম (৪)-এ উল্লিখিত হারে ফি আদায় করা যাইবে, যথা:

ক্রমিক নং	বিবরণ	প্রতিক্ষেত্রে ফি আদায়ের হার (টাকা)	
		ক শ্রেণির পৌরসভা	খ ও গ শ্রেণির পৌরসভা
১	**জরিপ ফি**	১,০০০/-	৮০০/-
২	**কর নির্ধারণের চলতি জরিপ বহির সত্যায়িত অনুলিপি :**		
	(ক) আবাসিক :		
	(অ) বার্ষিক মূল্যায়ন ১৫,০০০ টাকা পর্যন্ত	৫০০/-	৪০০/-
	(আ) বার্ষিক মূল্যায়ন ১৫,০০০ টাকার উর্ধ্বে	১,০০০/-	৮০০/-
	(খ) অনাবাসিক :		
	(অ) বার্ষিক মূল্যায়ন ১৫,০০০ টাকা পর্যন্ত	১,০০০/-	৮০০/-
	(আ) বার্ষিক মূল্যায়ন ১৫,০০০ টাকার উর্ধ্বে	২,০০০/-	১,৬০০/-
৩	**বিস্তারিত বাৎসরিক মূল্যায়ন বিবরণী :**		
	(ক) আবাসিক :		
	(অ) বার্ষিক মূল্যায়ন ১৫০০০ টাকা পর্যন্ত	৫০০/-	৪০০/-
	(আ) বার্ষিক মূল্যায়ন ১৫,০০০ টাকার উর্ধ্বে	১,০০০/-	৮০০/-
	(খ) অনাবাসিক :		
	(অ) বার্ষিক মূল্যায়ন ১৫,০০০ টাকা পর্যন্ত	১,০০০/-	৮০০/-
	(আ) বার্ষিক মূল্যায়ন ১৫,০০০ টাকার উর্ধ্বে	২,০০০/-	১,৬০০/-
৪	কর নির্ধারণ বহির সত্যায়িত অনুলিপি :		
	(ক)আবাসিক :		
	(অ) বার্ষিক মূল্যায়ন ১৫,০০০ টাকা পর্যন্ত	৫০০/-	৪০০/-
	(আ) বার্ষিক মূল্যায়ন ১৫,০০০ টাকার উর্ধ্বে	১,০০০/-	৮০০/-
	(খ) অনাবাসিক :		
	(অ) বার্ষিক মূল্যায়ন ১৫,০০০ টাকা পর্যন্ত	১,০০০/-	৮০০/-
	(আ) বার্ষিক মূল্যায়ন ১৫,০০০ টাকার উর্ধ্বে	২,০০০/-	১,৬০০/-
৫	**কর আরোপন, পুনঃমূল্যায়নের শুনানি, সারচার্জ মওকুফ (সম্পূর্ণ বা আংশিক), নামজারি ইত্যাদির আদেশের সত্যায়িত অনুলিপি :**		
	(ক) আবাসিক	৫০০/-	৪০০/-
	(খ) অনাবাসিক	১,০০০/-	৮০০/-
৬	**কর নির্ধারণ বহি তল্লাশি ফি**		
	(ক) আবাসিক	৫০০/-	৫০০/-
	(খ) অনাবাসিক	১,০০০/-	১,০০০/-

দফা-১৭। হোল্ডিং-এর ডি ফরম, ব্যবসায়িক সনদপত্র ও ট্রেড লাইসেন্সের আবেদন ফি

পৌরসভা ইহার নাগরিকগণের নিকট হইতে নিম্নোক্ত হারে হোল্ডিং-এর 'ডি' ফরম, ব্যবসায়িক সনদপত্র ও ট্রেড লাইসেন্সের আবেদন ফি আদায় করিতে পারিবে, যথা:

টেবিল

ক্রমিক নং	বিবরণ	ফি'র পরিমাণ (টাকা)
১	হোল্ডিং-এর 'ডি' ফরম	২০/-
২	ব্যবসায়িক সনদপত্র	৫০০/-
৩	ট্রেড লাইসেন্সের আবেদন	৫০/-

দফা-১৮। খাদ্য প্রস্তুত, পরিবেশন বা বিক্রয়ের জন্য ব্যবহৃত প্রাঙ্গণের নিবন্ধীকরণ ফি

(১) Pure Food Ordinance, 1959 (Ordinance No. LXVIII of 1959)-এর ধারা ২১-এর বিধান অনুযায়ী খাদ্যবস্তু উৎপাদন, পাইকারি ও খুচরা ব্যবসা পরিচালনা অথবা খাদ্যবস্তু পরিবেশন বা বিক্রয়ের জন্য হোটেল, রেস্টুরেন্ট, সুইটমিট, বেকারি, ফুডগ্রেইন ও মুদি ইত্যাদি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা দোকান পরিচালনা অথবা খাদ্যবস্তু সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত দোকান, ভবন, গুদাম ইত্যাদির প্রাঙ্গণ নিবন্ধীকরণের ক্ষেত্রে নিম্নের টেবিলের কলাম (২)-এ উল্লিখিত প্রাঙ্গণের ধরনের বিপরীতে, কলাম (৩)-এ উল্লিখিত হারে বাৎসরিক ফি আরোপ করা যাইবে, যথা :

টেবিল

ক্রমিক নং	প্রাঙ্গণ বা প্রিমিসেস-এর বিবরণ	ফি'র পরিমাণ (টাকা)
১	**খাদ্যবস্তু প্রস্তুত বা উৎপাদনের প্রাঙ্গণ :**	
	(ক) আইসক্রিম/তরল পানীয়/কোল্ড ড্রিংকস ফ্যাক্টরি	৫০০/-
	(খ) বেকারি কারখানা (বড়)	৭৫০/-
	(গ) বেকারি কারখানা (ছোট)	৫০০/-
	(ঘ) ভোজ্যতৈল উৎপাদনের কারখানা	৪০০/-
	(ঙ) দুগ্ধজাত খাদ্যবস্তু তৈরির কারখানা	৫০০/-
	(চ) ফ্রুট জুস/মিনারেল ওয়াটার প্রস্তুতের কারখানা	৫০০/-
	(ছ) হোটেল, রেস্তোরাঁর রন্ধনশালা	৪০০/-
	(জ) খাদ্যবস্তু মাড়াই, চূর্ণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের কারখানা	৫০০/-
২	**খাদ্যবস্তু বিক্রয় বা পরিবেশনের প্রাঙ্গণ :**	
	(ক) খাবারের হোটেল/ রেস্তোরাঁ	
	(অ) বড়	৫০০/-
	(আ) ছোট	৩০০/-
	(খ) দোকান	
	(অ) বড়	৪০০/-
	(আ) ছোট	২০০/-

ক্রমিক নং	প্রাঙ্গণ বা প্রিমিসেস-এর বিবরণ	ফি'র পরিমাণ (টাকা)
	(গ) মিষ্টির দোকান	
	(অ) বড়	৫০০/-
	(আ) ছোট	৩০০/-
	(ঘ) বেকারি	
	(অ) পাইকারি/বড়	৩০০/-
	(আ) ছোট	২০০/
	(ঙ) মদের বার	
	(চ) কনফেকশনারি	২০০/-
	(ছ) ফাস্টফুড/স্ন্যাকসবার/কফি হাউস/আইসক্রিম/জুস/কোল্ড ড্রিংকসের দোকান	৩০০/-
	(জ) ভোজ্য তেলের দোকান	৩০০/-
	(ঝ) ফলের দোকান	৩০০/-
	(ঞ) শুঁটকির দোকান	২০০/-
৩	**খাদ্যবস্তু সংরক্ষণের প্রাঙ্গণ :**	
	(ক) গুদাম	৭৫০/-
	(খ) কোল্ড স্টোরেজ	২০০০/-
	(গ) সংরক্ষণ কক্ষ	৩০০/-
	(ঘ) সংরক্ষণ দোকান	২০০/-

২। প্রাথমিকভাবে ক্লাব, থিয়েটার, সিনেমা বা পাবলিক হল হিসাবে ব্যবহৃত প্রাঙ্গণের ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

দফা-১৯। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, ইনস্টিটিউট প্রভৃতির নিবন্ধন ফি, জরিমানা ইত্যাদি

পৌরসভা এলাকায় বেসরকারিভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে পরিচালিত নিম্নের টেবিলের কলাম (২)-এ বর্ণিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে 'ক' শ্রেণির পৌরসভার জন্য কলাম (৩) এবং 'খ' ও 'গ'-শ্রেণির পৌরসভার জন্য কলাম (৪)-এ উল্লিখিত হারে নিবন্ধন, নিবন্ধন নবায়ন, পুনঃনিবন্ধীকরণের বাৎসরিক ফি আদায় করা যাইবে, যথা :

টেবিল

ক্রমিক নং	বিষয়	'ক'-শ্রেণির পৌরসভার বাৎসরিক ফি-এর হার (টাকা)	'খ' ও 'গ'- শ্রেণির পৌরসভার বাৎসরিক ফি-এর হার (টাকা)
(১)	বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়	৫,০০০/-	৪,০০০/-
(২)	বেসরকারি প্রকৌশল ও কারিগরি মহাবিদ্যালয়	৪,০০০/-	৩,২০০/-
(৩)	বেসরকারি মেডিকেল কলেজ	৪,০০০/-	৩,২০০/-
(৪)	বেসরকারি মহাবিদ্যালয়	২,০০০/-	১,৬০০/-
(৫)	বেসরকারি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১,২০০/-	৯৫০/-
(৬)	বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৭০০/-	৫৫০/-

ক্রমিক নং	বিষয়	'ক'-শ্রেণির পৌরসভার বাৎসরিক ফি-এর হার (টাকা)	'খ' ও 'গ'- শ্রেণির পৌরসভার বাৎসরিক ফি-এর হার (টাকা)
(৭)	বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫০০/-	৪০০/-
(৮)	কিন্ডারগার্টেন স্কুল (বাংলা/ইংরেজি মাধ্যম)	১,০০০/-	৮০০/-
(৯)	কোচিং সেন্টার	৫০০/-	৪০০/-
(১০)	ট্রেনিং সেন্টার	৫০০/-	৪০০/-
(১১)	ক্লিনিক		
	(ক) ১০ শয্যা পর্যন্ত	১,৫০০/-	১,২০০/-
	(খ) ১০ শয্যার অধিক	২,০০০/-	১,৫০০/-
(১২)	প্যারামেডিকেল ইনস্টিটিউট	২,০০০/-	১,৫০০/-
(১৩)	বেসরকারি হাসপাতাল		
	(ক) ২০ শয্যা পর্যন্ত	৫,০০০/-	৪,০০০/-
	(খ) ২০ শয্যার অধিক	১০,০০০/-	৮,০০০/-
(১৪)	নিবন্ধীকরণে ব্যর্থতার জরিমানা (আইনের ধারা ৮০-এর অধীন)	১০,০০০/-	৮,০০০/-
(১৫)	পুনঃনিবন্ধিকরণ ফি (আইনের ধারা ৮২-এর অধীন)	১৫,০০০/-	১২,০০০/-

দফা-২০। বেসরকারি বাজার প্রতিষ্ঠার উপর লাইসেন্স ফি।

পৌরসভা এলাকার মধ্যে বেসরকারি বাজার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নিম্নের টেবিলের কলাম (২)-এ উল্লিখিত বাজারের ধরনের বিপরীতে 'ক' শ্রেণির পৌরসভার জন্য কলাম (৩) এবং 'খ' ও 'গ' শ্রেণির পৌরসভার জন্য কলাম (৪)-এ উল্লিখিত হারে বাৎসরিক লাইসেন্স ফি আদায় করা যাইবে, যথা :

টেবিল

ক্রমিক নং	বেসরকারি বাজারের ধরন	লাইসেন্স ফি (টাকা)	
		'ক' শ্রেণির পৌরসভা	'খ' ও 'গ' শ্রেণির পৌরসভা
(১)	**স্থাপনাবিহীন খোলা স্থানে বসানো বাজার :**		
	(ক) ১০ শতাংশ পর্যন্ত	২,০০০/-	১,৮০০/-
	(খ) ১০ শতাংশের উর্ধ্বে	৫,০০০/-	৪,৫০০/-
(২)	**অস্থায়ী স্থাপনা/ভিটিসহ বসানো বাজার :**		
	(ক) ১০ শতাংশ পর্যন্ত	৪,০০০/-	৩,৫০০/-
	(খ) ১০ শতাংশের উর্ধ্বে	৭,০০০/-	৫,০০০/-
(৩)	**পাকা সাধারণ মার্কেট :**		
	(ক) ২৫,০০০ বর্গফুট পর্যন্ত	৭,০০০/-	৫,০০০/-
	(খ) ২৫,০০০ বর্গফুটের উর্ধ্বে	১০,০০০/-	৭,০০০/-

ক্রমিক নং	বেসরকারি বাজারের ধরন	লাইসেন্স ফি (টাকা)	
		'ক' শ্রেণির পৌরসভা	'খ' ও 'গ' শ্রেণির পৌরসভা
(৪)	**পাকা সুপার মার্কেট (এস্কেলেটারসহ) :**		
	(ক) ২৫,০০০ বর্গফুট পর্যন্ত	১০,০০০/-	৮,০০০/-
	(খ) ২৫,০০০ বর্গফুটের উর্ধ্বে	১৫,০০০/-	১২,০০০/-

৩.৪ পৌরকর বহির্ভূত রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে পৌরসভার করণীয়

- কমপক্ষে অফিসিয়াল মুদ্রাস্ফীতির সমতুল্য হারে করের হার বা পরিমাণ বৃদ্ধি করা এবং গত অর্থবছরের তুলনায় বর্তমান বছরের আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করা;
- নির্দিষ্ট সময়সীমার জন্য কার্যকর চুক্তিপত্রের নবায়ন কালে ওই সময়সীমার মধ্যকার মূল্য-সূচকের পরিবর্তনের সমতুল্য হার অনুযায়ী নবায়নকৃত চুক্তিমূল্য পুনর্নির্ধারণ করা;
- পৌরকর বহির্ভূত রাজস্ব আয়ের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ করা;
- পৌরকর বহির্ভূত আয়ের উপযুক্ত রাজস্ব খাত চিহ্নিত করা;
- নাগরিক সচেতনতা তৈরি করা এবং কর পরিশোধে সবাইকে উৎসাহিত করা;
- কর প্রদানকারীর সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন ও প্রচার করা;
- ডাটাবেজ/ইনভেন্টরি তৈরি ও নিয়মিত হালনাগদ করা;
- অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা;
- আইনি ব্যবস্থার প্রয়োগ করা;

৩.৫ পৌরকর বহির্ভুত রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে নীতিমালা/করণীয়

খাত	নীতিমালা	পৌরসভার করণীয়	সম্পাদনকারী
স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর	পৌরসভা সীমানার মধ্যে অবস্থিত যেকোনো স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর হলে এবং তা সাব-রেজিস্ট্রার কর্তৃক রেজিস্ট্রেশন করলে উক্ত সম্পত্তির দলিলমূল্যের ২% হিসেবে পৌরসভা তহবিলে জমা হবে; এই অর্থ দলিলকারীর নিকট হইতে সাব-রেজিস্ট্রার অফিস কর্তৃক সংগ্রহ করে পৌরসভার নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে জমা করবে।	প্রতি মাসের প্রথমে পূর্ববর্তী মাসের আদায়ের তথ্য সাব-রেজিস্ট্রার অফিস হইতে সংগ্রহ করে তার সাথে ব্যাংকে জমাকৃত অর্থের সঠিকতা যাচাই করবে। এ বিষয়ে কোনো অসামঞ্জস্যতা লক্ষ্য করলে তা সাব-রেজিস্টার অফিসকে অবহিত করবে।	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা/ হিসাবরক্ষক

খাত	নীতিমালা	পৌরসভার করণীয়	সম্পাদনকারী
ইমারত নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণের আবেদনের ওপর ফিস	পৌরসভা সীমানার মধ্যে অবস্থিত যেকোনো ভূমির ওপর ইমারত নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ করলে নির্দিষ্ট ফি জমা দিয়ে নিয়মানুযায়ী পৌরসভা হইতে অনুমতি নিতে হবে।	পৌরসভার টাউন প্ল্যানিং ইউনিট উক্ত কাজের তদারকি করবে। পৌর এলাকায় ইমারত নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ করলে তার তথ্য যাচাই সাপেক্ষে অনুমতি প্রদান করবেন।	টাউন প্ল্যানার/নির্বাহী/ সহকারী প্রকৌশলী
পেশা, ব্যবসা ও বৃত্তির ওপর কর	পৌরসভা সীমানার মধ্যে মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান ব্যবসা পরিচালনা করলে সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী ফিস প্রদান সাপেক্ষে ব্যবসা বা প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স সংগ্রহ করতে হবে।	পৌরসভা সীমানার মধ্যে যে সমস্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান ব্যবসা পরিচালনা করছেন তারা সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী ফিস প্রদান সাপেক্ষে ব্যবসায়ী লাইসেন্স সংগ্রহ করছেন কি-না তার তথ্য যাচাই করিবেন, না করিয়া থাকিলে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।	লাইসেন্স পরিদর্শক
পশু জবাইয়ের জন্য ফিস	বাণিজ্যিক অথবা ব্যবসায়ের জন্য পশু জবাই করা হলে সরকারী নীতিমালা অনুযায়ী কর ধার্য করতে হবে।	পশু জবাই ফিস সঠিকভাবে আদায় করে তার তথ্য সংগ্রহ করবেন এবং কোনো অনিয়ম থাকলে তা রোধ করবেন।	স্যানিটারি ইন্সপেক্টর
বিজ্ঞাপনের ওপর কর	পৌরসভা সীমানার মধ্যে মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান তাদের বিজ্ঞাপন প্রচার করলে সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী কর ধার্য করতে হবে।	পৌরসভা সীমানার মধ্যে যে সমস্ত ব্যক্তিবর্গ ব্যবসার বিজ্ঞাপন প্রচার করছেন, তারা নীতিমালা অনুযায়ী বিজ্ঞাপণ কর প্রদান করছেন কি না তার তথ্য সংগ্রহ করবেন এবং কোনো অনিয়ম থাকলে তা রোধ করবেন।	লাইসেন্স পরিদর্শক
হাট-বাজারের ইজারা	প্রতি বাংলা বছর শুরুর পূর্বে সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী হাট-বাজার ইজারা প্রদান করতে হবে।	হাট-বাজার ইজারা প্রদান করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, ইজারার সম্পূর্ণ টাকা প্রাপ্তি সাপেক্ষে দখল বুঝিয়ে দিতে হবে (২১ শে সেপ্টেম্বর ২০১১ খ্রিষ্টাব্দে স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় কতৃক প্রকাশিত সরকারি হাট-বাজারসমূহের ব্যবস্থাপনা, ইজারা পদ্ধতি এবং উহা হইতে প্রাপ্ত আয় বণ্টন সম্পর্কিত সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী, স্মারক নং-৪৬.০৪১.০৩০.০২.০০.০০২.২০১১.৮৭০)।	বাজার পরিদর্শক

খাত	নীতিমালা	পৌরসভার করণীয়	সম্পাদনকারী
অযান্ত্রিক যানবাহনের ওপর কর	পৌর এলাকায় পরিচালিত অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ও চালকের ওপর সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী কর ধার্য করা	অযান্ত্রিক যানবাহন, লাইসেন্স ও চালকের ওপর নীতিমালা অনুযায়ী ধার্যকৃত কর সঠিকভাবে আদায় করা এবং আদায়ের তথ্য সংগ্রহ করিয়া তা প্রতিসপ্তাহে পৌর নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট পেশ করা।	লাইসেন্স পরিদর্শক
দোকান ভাড়া	পৌরসভার নিজস্ব জায়গায় নির্মিত মার্কেট/সুপার মার্কেটের ওপর বিদ্যমান বাজার দর অনুযায়ী ভাড়া নির্ধারণ ও আদায় করা।	পৌরসভার নিজস্ব জায়গায় নির্মিত মার্কেট/সুপার মার্কেটের তালিকা প্রস্তুত করিয়া তালিকা অনুযায়ী ভাড়া আদায় করা। ভাড়া বকেয়া থাকিলে তা আদায়ের ব্যবস্থা করা।	বাজার পরিদর্শক

৩. পৌরসভা পাবলিক মার্কেট

এস,আর, ও নং ২৯৭/আইন/পৌর-২/২০০৩- Pourashava Ordinance, ১৯৭৭ (VI of 1977), অতঃপর উক্ত Ordinance বলিয়া অলিখিত, এর Section ১৪৯ (৩) তে প্রদত্ত বলিয়া সরকার পৌরসভাসমূহ কর্তৃক অনুসরণের জন্য নিম্নরূপ আদর্শ উপ-আইনমালা (Model vs) প্রণয়নের প্রস্তাব করিতেছে, যাহা উক্ত Ordinance-এর Section ১৪৯ (১)-এর বিধান মোতাবেক এতদ্বারা প্রাক-প্রকাশ করা হইল, এই আদর্শ উপ-আইনমালা সম্পর্কে কারো কোনো বা পরামর্শ থাকিলে, ইহা গেজেটে প্রকাশিত হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে, উক্ত আপত্তি বা অভিযোগ লিখিতভাবে স্থানীয় সরকার বিভাগে পৌঁছানো হইলে সরকার তাহা বিবেচনা করিবে এবং উক্ত সময়সীমার মধ্যে কাহারো কোনো আপত্তি বা পরামর্শ পাওয়া না গেলে ইহা চূড়ান্তভাবে জারির জন্য নির্ধারিত হইবে, যথা:

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম**। এই উপ-আইনমালা পৌরসভা পাবলিক মার্কেট আদর্শ উপ-আইনমালা, ২০০৩ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা**। - বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, এই উপ-আইনমালায়

(ক) ‘অধ্যাদেশ’ অর্থ Pourashava Ordinance, ১৯৭৭ (XXVI of 1977)

(খ) ‘অঙ্গন’ অর্থ কোনো দালান বা উহার অংশ বিশেষে বা অন্য কোনো স্থান বা উহার অংশ বিশেষ যাহা ব্যবসার উদ্দেশ্যে ভাড়া বা বরাদ্দ দেওয়া হয়:

(গ) ‘চেয়ারম্যান’ অর্থ পৌরসভার চেয়ারম্যন;

(ঘ) ‘দোকান’ অর্থ পাবলিক মার্কেটের দোকান, স্টল, স্ট্যান্ড বা কোনো অঙ্গন;

(ঙ) ‘ধারা’ অর্থ অধ্যাদেশের কোনো Section;

(চ) “পাবলিক মার্কেট” অর্থ পৌরসভা কর্তৃক স্থাপিত কোনো বাজার অথবা এমন কোনো বাজার যাহা সরকার কর্তৃক গ্রহণকৃত বা সরকারের উপর ন্যস্ত হওয়ার পর সরকার কর্তৃক উহার উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা বা নিয়ন্ত্রণের জন্য পৌরসভার নিকট হস্তান্তরিত হয়;

(ছ) ‘পরিবার’ অর্থ কোনো ব্যক্তির স্ত্রী বা ক্ষেত্রমতে, স্বামী বা তাহার উপর নির্ভরশীল পুত্র ও কন্যা;

(জ) ‘পৌরসভা’ অর্থ অধ্যাদেশ-এর বিধান অনযায়ী গঠিত কোনো পৌরসভা;

(ঝ) ‘বরাদ্দ কমিটি’ অর্থ অধ্যাদেশের ধারা ১৪৭-এর বিধান অনুযায়ী কোনো পৌরসভা কর্তৃক প্রণীত উপ-আইনমালার (by-laws) অধীন গঠিত দোকান বরাদ্দ কমিটি;

(ঞ) “বরাদ্দ প্রাপক বা ইজারা গ্রহীতা” অর্থ পাবলিক মার্কেটের দোকানের বরাদ্দ প্রাপক বা ইজারা গ্রহীতা;

(ট) “বাতিলকারী কর্তৃপক্ষ” অর্থ উপ-আইন ৪-এর অনুচ্ছেদ (১) এর-

(অ) দফা (ক)-তে উল্লিখিত দোকানসমূহের ক্ষেত্রে, বরাদ্দ কমিটি;

(আ) দফা (খ)-তে উল্লিখিত দোকানসমূহের ক্ষেত্রে, চেয়ারম্যান;

৩। বরাদ্দ কমিটি।

(১) পাবলিক মার্কেট বরাদ্দের জন্য পৌরসভায় নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি বরাদ্দ কমিটি থাকিবে, যথা :

(ক) পৌরসভার চেয়ারম্যান বা প্রশাসক	চেয়ারম্যান, পদাধিকারবলে
(খ) জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত একজন কর্মকর্তা	সদস্য
(গ) সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কমিশনার	সদস্য
(ঘ) পৌরসভার প্রকৌশল শাখার দায়িত্বে নিয়োজিত প্রকৌশলী	সদস্য
(ঙ) পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা পৌর নির্বাহী কর্মকর্তার (যদি প্রধান কর্মকর্তা না থাকেন)	সদস্য সচিব

(২) বরাদ্দ কমিটি উহার দায়িত্ব পালনে উহাকে সহায়তা করিবার জন্য পৌরসভার যেকোনো কর্মকর্তাকে কো-অপ্ট করিতে পারিবে, কিন্তু সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে উক্ত কর্মকর্তার কোনো ভোটদানের ক্ষমতা থাকিবে না।

(৩) বরাদ্দ কমিটির চেয়ারম্যানের অনুমোদনক্রমে সদস্য-সচিব সভা আহ্বান করিবেন এবং সভা ও অন্যান্য বিষয় বরাদ্দ কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে পরিচালিত হইবে।

(৪) বরাদ্দ কমিটির সদস্যগণের সংখ্যাধিক্যের মতামতের ভিত্তিতে যেকোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে, তবে ভোটের সমতার ক্ষেত্রে চেয়ারম্যানের একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট থাকিবে।

৪। দোকান বরাদ্দের অনুপাত

(১) প্রতিটি পাবলিক মার্কেটের দোকানসমূহ, এই উপ-আইনমালার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, নিম্নবর্ণিত অনুপাতে বরাদ্দ করা হইবে, যথা :

(ক) ৮৫% (শতকরা পচাঁশি ভাগ) দোকান সাধারণ প্রার্থীগণের মধ্যে বরাদ্দ করিতে হইবে; এবং

(খ) ১৫% (শতকরা পনের ভাগ) দোকান চেয়ারম্যান কর্তৃক বরাদ্দের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে, যাহা জাতীয় পর্যায়ে অবদান রেখেছেন এইরূপ ব্যক্তিকে বা তাহার স্বামীকে বা স্ত্রীকে অথবা উক্ত ব্যক্তি বা তাহার স্বামী বা স্ত্রী বা সন্তান-সন্ততিদের ব্যয়ভার বহন করেন এইরূপ ব্যক্তিকে বরাদ্দ প্রদান করা যাইবে।

ব্যাখ্যা : দফা (খ)-এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে জাতীয় পর্যায়ে অবদান বলিতে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ ছাড়াও শিল্প, সাহিত্য, সংগীত, সমাজ সেবা, শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানকে বুঝাইবে।

(২) অনুচ্ছেদ (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, প্রতিটি পাবলিক মার্কেটের দোকান বরাদ্দের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি অগ্রাধিকার পাইবেন।

ব্যাখ্যা : এই অনুচ্ছেদে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বলিতে পৌরসভা কর্তৃক কোনো স্থানে পাবলিক মার্কেট নির্মাণের পূর্বে উক্ত স্থানে বিদ্যমান দোকানের বৈধ মালিককে বুঝাইবে।

(৩) কোনো পৌরসভার কোনো ব্যক্তিকে বা তাহার পরিবারের কোনো সদস্যকে একাধিক দোকান বরাদ্দ দেওয়া যাইবে না।

৫। দোকান বরাদ্দ প্রদানের পদ্ধতি

(১) নির্মিত বা নির্মাণাধীন বা নির্মিতব্য সকল দোকান বরাদ্দের ক্ষেত্রে এই উপ-আইনে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে।

(২) উপ-আইন ৪-এর অনুচ্ছেদ (১)-এর দফা (ক)-তে উল্লিখিত দোকানসমূহ বরাদ্দের উদ্দেশ্যে বরাদ্দ কমিটি বরাদ্দ প্রদানযোগ্য দোকানের সংখ্যা, পরিমাণ, সালামির টাকা, মাসিক ভাড়ার পরিমাণ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্যাদি উল্লেখ করিয়া একটি বিজ্ঞপ্তি পৌরসভার নোটিশ বোর্ডে এবং ঢাকা হইতে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বহুল প্রচারিত দুইটি জাতীয় দৈনিক এবং আঞ্চলিক একটি (যদি থাকে) পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া জনসাধারণের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করিবে এবং বরাদ্দ কমিটি এইরূপ দরখাস্ত সাদা কাগজে বা তৎকর্তৃক নির্ধারিত ফরমে আহ্বান করিতে পারিবে এবং সময় সময় উক্তরূপ ফরমের মূল্য ধার্য করিতে পারিবে।

(৩) অনুচ্ছেদ (৯২)-তে উল্লিখিত নির্মিত দোকান বরাদ্দের ক্ষেত্রে আবেদনকারী উক্ত দোকানের জন্য ধার্যকৃত সালামির টাকার ৫০% (শতকরা পঞ্চাশ ভাগ) অর্থ চেয়ারম্যানের অনুকূলে কোনো তফসিলী ব্যাংক হইতে পে-অর্ডার বা ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে দরখাস্তেরসহিত দাখিল করিবেন এবং অবশিষ্ট টাকা সাময়িক বরাদ্দপত্র প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে এককালীন পরিশোধ করিবেন, অন্যথায় বরাদ্দ বাতিল হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং জমাকৃত সালামির ১০% ভাগ পৌরসভা বরাবরে বাজেয়াপ্ত হইবে।

(৪) নির্মাণাধীন বা নির্মিতব্য দোকান বরাদ্দের জন্য আবেদনকারীকে দরখাস্তের সহিত দোকানের জন্য ধার্যকৃত সালামিরর টাকার ২৫% (শতকরা পঁচিশ ভাগ) অর্থ চেয়ারম্যানের অনুকূলে কোনো তফসিলী ব্যাংক হইতে পে-অর্ডার বা ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে দাখিল করিতে হইবে এবং অবশিষ্ট সালামি প্রাপককে বরাদ্দ কমিটির সিদ্ধান্তমতে সমান ৩ (তিন) কিস্তিতে পরিশোধ করিতে হইবে এবং উক্তরূপ কোনো কিস্তির খেলাপ হইলে বরাদ্দ বাতিল হয়েছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং জমাকৃত সালামির ১০% ভাগ পৌরসভা বরাবরে বাজেয়াপ্ত হইবে।

(৫) দরখাস্ত গ্রহণের শেষ তারিখের পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে বরাদ্দ কমিটি দরখাস্তসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া দোকান বরাদ্দ পাইবার অধিকারী দরখাস্তকারীগণের একটি তালিকা প্রণয়ন করিবে, এইরূপ তালিকাভুক্ত দরখাস্তকারীর সংখ্যা বরাদ্দযোগ্য দোকান অপেক্ষা বেশি হইলে বরাদ্দ কমিটি উন্মুক্ত লটারির মাধ্যমে দোকান বণ্টন করিবে, এইরূপ লটারি কোন পদ্ধতিতে হইবে তা বরাদ্দ কমিটি নির্ধারণ করিবে এবং লটারি অনুষ্ঠানের স্থানে আবেদনকারী বা তাহার প্রতিনিধির প্রবেশাধিকার থাকিবে।

(৬) অনুচ্ছেদ (৫)-এর অধীন লটারি অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে বরাদ্দ কমিটি লটারির স্থান, তারিখ ও সময় উল্লেখ করিয়া লটারি অনুষ্ঠানের অন্তত ৩ (তিন) দিন পূর্বে পৌরসভার নোটিশ বোর্ডে একটি বিজ্ঞপ্তি লটকিয়ে বা সাঁটিয়ে দিতে হইবে।

(৭) লটারির মাধ্যমে যারা দোকান পাইবে তাহাদের তালিকা ও দোকান নম্বর লটারি অনুষ্ঠানের ৩ (তিন) দিনের মধ্যে পৌরসভার নোটিশ বোর্ডে লটকাইয়া দিতে হইবে এবং পরবর্তী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে বরাদ্দ কমিটির চেয়ারম্যানের দস্তখতে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণের নিকট সাময়িক বরাদ্দপত্র প্রেরণ করিতে হইবে।

(৮) সাময়িক বরাদ্দপত্র প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে যদি কোনো বরাদ্দ প্রাপক দোকানের বরাদ্দ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান তবে উক্ত দোকান তালিকাভুক্ত অবশিষ্ট আবেদনকারীগণের মধ্যে লটারির মাধ্যমে বরাদ্দ করা হইবে।

(৯) সাময়িক বরাদ্দপত্রে বরাদ্দ সংক্রান্ত তথ্যাদি এবং সালামির বাকি টাকা পরিশোধের সময়সীমা বা কিস্তির পরিমাণ ও সংশ্লিষ্ট নির্দেশাবলি উল্লেখ করিতে হইবে।

(১০) কোনো দরখাস্তকারী ব্যক্তি বরাদ্দপত্র প্রদানের পূর্বে বরাদ্দ গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া জমাকৃত টাকা ফেরত লইবার আবেদন করিলে, উক্ত আবেদন পাইবার ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে পৌরসভা তাহার জমাকৃত পে-অর্ডার বা ডিমান্ড ড্রাফট আবেদনকারী বা তাহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ফেরত প্রদান করিবে।

(১১) কোনো ব্যক্তিকে দোকানের বরাদ্দ না দেওয়া হইলে, তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্তগ্রহণের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে বরাদ্দ কমিটি উক্ত পে-অর্ডার বা ডিমান্ড ড্রাফট দরখাস্তকারী বা এতদোদ্দেশ্যে তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ফেরত প্রদান করিবে।

৬। সালামি, চুক্তি এবং দখল প্রদান

বরাদ্দপত্রের শর্ত মোতাবেক সালামির সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে পৌরসভা বরাদ্দ প্রাপককে চূড়ান্ত বরাদ্দ প্রদান করিবে; এবং পৌরসভার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা এই উপ-আইনমালার সহিত সংযোজিত ফরমে একটি ইজারা চুক্তিপত্র সম্পাদন করিবে; চুক্তিপত্র সম্পাদিত হইবার ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে পৌরসভা দোকানের দখল ইজারা গ্রহীতাকে বুঝাইয়া দিবে; দখল বুঝাইয়া দেওয়ার তারিখ হইতে ধার্যকৃত হারে ভাড়া আদায়যোগ্য হইবে।

৭। দোকান ব্যবসা আরম্ভ।

উক্ত আইন ৬-এর অধীনে বরাদ্দ প্রাপক বা ইজারা গ্রহীতা দোকানের দখল বুঝিয়া লইবার ১৮০ (একশত আশি) দিনের মধ্যে অবশ্যই ব্যবসা শুরুত্ব করিবেন, অন্যথায় দোকানটির বরাদ্দ উক্ত সময়সীমার অতিবাহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাতিল হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং জমাকৃত সালামির টাকার ৫০% (পঞ্চাশ ভাগ) পৌরসভার অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হইবে এবং অবশিষ্ট ৫০% হইতে অন্যান্য পাওনা কর্তন করিয়া, যদি থাকে, পৌরসভা বাকি টাকা ত্রিশদিনের মধ্যে বরাদ্দ প্রাপককে ফেরত প্রদান করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, পৌরসভা বরাদ্দ প্রাপক বা ইজারা গ্রহীতার আবেদনক্রমে সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া উক্তরূপ ব্যবসা শুরু করিবার সময়সীমা অনধিক ৬০ (ষাট) দিন পর্যন্ত বর্ধিত করিতে পারিবে।

৮। মাসিক ভাড়া

(১) পৌরসভা দোকানের অবস্থান, নির্মাণ খরচ, আয়তন ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া সালামি ও মাসিক ভাড়া নির্ধারণ করিবে, এই সালামি ও ভাড়া কোনো অবস্থাতেই সংশ্লিষ্ট এলাকায় প্রচলিত সালামি বা ভাড়া অপেক্ষা কম হইবে না।

(২) বরাদ্দ প্রাপক বা ইজারা গ্রহীতা প্রতিমাসের ভাড়া উক্ত মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পরিশোধ করিবেন।

৯। দোকানের দখল সমর্পণ

(১) দোকানের সাময়িক বরাদ্দ প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে বরাদ্দ প্রাপক বা ইজারা গ্রহীতা যদি স্বেচ্ছায় দোকান পৌরসভার নিকট সমর্পণ (সারেন্ডার) করেন তবে জমাকৃত সালামির টাকার ২৫% কর্তন পূর্বক বরাদ্দ বাতিল করিয়া ত্রিশ দিনের মধ্যে বরাদ্দ প্রাপক বা ইজারা গ্রহীতাকে অবশিষ্ট টাকা ফেরত প্রদান করিবে।

(২) দোকানের দখল বুঝিয়া পাইবার পূর্বে ইজারা গ্রহীতা উক্ত দোকান বরাদ্দ স্বেচ্ছায় পৌরসভার নিকট সমর্পণ (সারেন্ডার) করিলে সালামির টাকার ১০% এবং পৌরসভার অন্যান্য পাওনা, যদি থাকে, কর্তন করিয়া দখল সমর্পণের ত্রিশ দিনের মধ্যে তাহাকে সালামির অবশিষ্ট টাকা ফেরত প্রদান করিবে।

১০। দোকানের দখল হস্তান্তর, ইত্যাদিতে বাধা নিষেধ

বরাদ্দ প্রাপক বা ইজারাপ্রাপ্ত দোকান পৌরসভার অনুমতি ব্যতিরেকে অন্য কাহারো নিকট হস্তান্তর করা যাইবে না বা ভাড়া দেওয়া যাইবে না, তবে পৌরসভার পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে ১২ (বার) মাসের ভাড়া সমপরিমাণ টাকা হস্তান্তর ফি এবং ২ (দুই) মাসের ভাড়ার সমপরিমাণ অনুমতি ফি হিসাবে জমা প্রদান করিয়া অন্যত্র হস্তান্তর করা যাইবে।

১১। দোকানের রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত ইত্যাদি

বরাদ্দ প্রাপক বা ইজারা গ্রহীতা নিজ ব্যয়ে দোকানের দরজা জানালার মেরামতসহ সকল রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন এবং বৈদ্যুতিক লাইন সংযোজন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ফিটিংস লাগাইবেন।

১২। কাঠামোগত মৌলিক পরিবর্তন নিষিদ্ধ

পৌরসভার লিখিত পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে বরাদ্দ প্রাপক বা ইজারা গ্রহীতা দোকানের কাঠামোগত কোনো মৌলিক পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করিতে পারিবেন না।

১৩। দোকানের ব্যবহার

যে ব্যবসার জন্য দোকান বরাদ্দ দেওয়া হইয়াছে, সেই ব্যবসা ব্যতীত অন্য কোনো ব্যবসার জন্য বা আবাসিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, ব্যবসার ধরন পরিবর্তনের জন্য পৌরসভার পূর্বানুমোদন লইয়া, বরাদ্দ প্রাপক বা ইজারা গ্রহীতা সংশ্লিষ্ট দোকানের ছয় মাসের ভাড়ার সমপরিমাণ টাকা পৌরসভায় জমা দিয়া ব্যবসার ধরন পরিবর্তন করিতে পারিবেন।

১৪। সার্ভিস চার্জ, ইত্যাদি পরিশোধ

দোকানের ব্যাপারে পৌরসভা কর্তৃক প্রদত্ত সার্ভিস বাবদ পৌরসভা যে চার্জ বা ফিস নির্ধারণ করিবে বরাদ্দ প্রাপক বা ইজারা গ্রহীতা তাহা পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করিবেন এবং দোকানে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস, টেলিফোন বা অনুরূপ কোনো সার্ভিস ব্যবহৃত হইলে বরাদ্দ প্রাপক বা ইজারা গ্রহীতা উহার জন্য প্রয়োজনীয় চার্জ, ফিস, বা বিল সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে যথাসময়ে পরিশোধ করিবে।

১৫। দোকান পরিদর্শন

(১) পৌরসভা কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত যেকোনো ব্যক্তি, যেকোনো যুক্তিসংগত সময়, দোকান পরিদর্শন করিতে পারিবেন এবং সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ প্রাপক বা ইজারা গ্রহীতা বা তার প্রতিনিধি অনুরূপ পরিদর্শনের জন্য সকল প্রকার যুক্তিসংগত সুযোগ দিবেন।

(২) অনুচ্ছেদ (১)-এর অধীন পরিদর্শনের মাধ্যমে যদি দেখা যায় যে, কোনো দোকান অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় রয়েছে তা হইলে পৌরসভা নোটিশের মাধ্যমে তা স্বাস্থ্যসম্মত করিয়া দিবে এবং উক্ত সময়সীমার মধ্যে বরাদ্দ প্রাপক বা ইজারা গ্রহীতা যদি দোকানটিকে স্বাস্থ্যসম্মত অবস্থায় না আনেন, তাহা হইলে পৌরসভা নিজ খরচে দোকানটি স্বাস্থ্যকর এবং উহাতে প্রয়োজনীয় সংস্কার করিতে পারিবে এবং এই বাবদ যে খরচ ইজারা গ্রহীতার নিকট হইতে অনুচ্ছেদ ১৮ অনুসারে পাবলিক ডিমান্ড হিসাবে আদায় করা হইবে।

১৬। ভাড়া বৃদ্ধি বা পুনঃনির্ধারণ

এই উপ-আইনমালার অধীন বরাদ্দকৃত দোকানের ভাড়া পৌরসভা প্রতি ৩ (তিন) বৎসর পরপর বৃদ্ধি বা পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে, তবে এইরূপ ভাড়া বৃদ্ধি বা পুনঃনির্ধারণের ক্ষেত্রে সংশিষ্ট এলাকায় অনুরূপ দোকানের প্রচলিত ভাড়ার পরিমাণ বিবেচনা করিতে হইবে।

১৭। বিশেষ অবস্থায়, সালামি ফেরত প্রদান

পৌরসভা, তার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোনো কারণে দখল বরাদ্দ প্রাপককে বুঝাইয়া দিতে ব্যর্থ হইলে বা দখল বুঝাইয়া দেওয়ার পর, জনস্বার্থে উহার দখল ফেরত লইবার প্রয়োজন হইলে উক্ত দোকান বাবদ গৃহীত সালামীর টাকা, পৌরসভার পাওনা কর্তন সাপেক্ষে, তাহাকে ফেরত প্রদান করিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, পরবর্তী সময় যদি উক্ত দোকান পুনঃবরাদ্দ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তাহা হইলে দোকানটি বরাদ্দের ক্ষেত্রে, পূর্ববর্তী বরাদ্দ প্রাপক বা ইজারা গ্রহীতা, পুনঃনির্ধারিত সালামি ও ভাড়া প্রদানের শর্তে বরাদ্দ পাইবার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাইবেন।

১৮। ভাড়া ইত্যাদি পাবলিক ডিমান্ড হিসাবে আদায়

বরাদ্দ প্রাপক বা ইজারা গ্রহীতার নিকট হইতে যাবতীয় বকেয়া ভাড়া বা অন্যান্য পাওনা অধ্যাদেশের ধারা ৫৯ (২) অনুযায়ী পাবলিক ডিমান্ড হিসাবে আদায় করা যাইবে।

১৯। বরাদ্দ বা ইজারা বাতিল

(১) কোনো বরাদ্দ প্রাপক বরাদ্দপত্রের কোনো শর্ত ইহাতে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে এবং পদ্ধতিতে পূরণ করিতে না পারিলে উক্ত সময় অতিরিক্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বরাদ্দপত্র আপনা আপনি বাতিল হয়ে যাইবে এবং এই ব্যাপারে কোনো আনুষ্ঠানিক আদেশের প্রয়োজন হইবে না।

(২) ইজারা গ্রহীতা চুক্তিপত্রের শর্ত ভঙ্গ করিলে বাতিলকারী কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট দোকানের ইজারা বাতিল করিতে পারিবে।

(৩) অনুচ্ছেদ (২)-এর অধীন কোনো ইজারা বাতিল করিতে হইলে বাতিলকারী কর্তৃপক্ষ প্রস্তাবিত বাতিলের কারণ সম্বলিত একটি নোটিশ ইজারা গ্রহীতার নিকট প্রেরণ করিবে এবং প্রস্তাবিত বাতিল সম্পর্কে তাহার বক্তব্য নোটিশ প্রাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে লিখিতভাবে উপস্থাপনের নির্দেশ দিবে।

(৪) অনুচ্ছেদ (৩)-এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে ইজারা গ্রহীতা যদি তাহার বক্তব্য বাতিলকারী কর্তৃপক্ষের বরাবরে উপস্থাপন না করেন বা ইজারা গ্রহীতা বক্তব্য উপস্থাপন করিলে উহা বাতিলকারী কর্তৃপক্ষের নিকট সন্তোষজনক বিবেচিত না হয় তা হইলে বাতিলকারী কর্তৃপক্ষ ইজারা বাতিল করিতে পারিবে এবং কোনো ইজারা বাতিল করা হইলে বাতিল আদেশ লিখিতভাবে ইজারা গ্রহীতাকে প্রেরণ করিবে।

(৫) বরাদ্দ বা ইজারা বাতিলের আদেশ প্রদানের পূর্বে প্রয়োজন মনে করিলে, বরাদ্দ কমিটি বা ক্ষেত্রমতো চেয়ারম্যান বরাদ্দকৃত বা ইজারাকৃত দোকানটি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান করিতে পারিবে।

(৬) বরাদ্দ বা ইজারা বাতিল আদেশ প্রদানের পর বরাদ্দ কমিটি অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট দোকানের দখল গ্রহণ করিবে।

২০। বাতিলকৃত বরাদ্দ বা ইজারা পুনর্বহাল

উপ-আইন ১৯-এর অধীনে কোনো বরাদ্দ বা ইজারা বাতিল হইলে এবং বাতিলকারী কর্তৃপক্ষ যথাযথ মনে করিলে উক্ত বাতিলের ৩০ দিনের মধ্যে বরাদ্দ প্রাপক বা ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক জরিমানা হিসাবে দোকানের ১২ মাসের ভাড়ার সমপরিমাণ টাকা প্রদান সাপেক্ষে, বাতিলকৃত বরাদ্দ বা ইজারা পুনর্বহাল করিতে পারিবে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে নতুন বরাদ্দপত্র প্রদান বা চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের প্রয়োজন হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সংশিষ্ট পরিস্থিতি বিবেচনাক্রমে বাতিলকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত জরিমানা আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে মওকুফ করিতে পারিবে এবং উক্ত কর্তৃপক্ষের বিবেচনামতে যথাযথ শর্ত আরোপ করিতে পারিবে।

২১। পুনঃর্বিবেচনা

(১) এই উপ-আইনমালার অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ দ্বারা কোনো ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি আদেশ প্রদানের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত আদেশ পুনর্বিবেচনার জন্য নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) এইরূপ আবেদন লিখিতভাবে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ দাখিল করিতে হইবে এবং নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে শুনানীর সুযোগ দিয়া আবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উহা নিস্পত্তি করিবেন, আবেদনপত্র নিস্পত্তির ক্ষেত্রে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ এই উপ-আইনমালা সহিত রাখিয়া যে কোনো আদেশ দিতে পারিবে।

২২। সকল ইজারা চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুমোদন

এই উপ-আইনমালার অধীন বরাদ্দ কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত সকল ইজারা পৌরসভার চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

২৩। বিদ্যমান দোকানের ক্ষেত্রে এই উপ-আইনমালা প্রয়োগ

এই উপ-আইনমালা জারি হইবার পূর্বে পৌরসভা কর্তৃক যে সকল পাবলিক মার্কেটের দোকান বরাদ্দ প্রদান করা হইয়াছে, সেই সকল মার্কেটের ক্ষেত্রে সংশিষ্ট চুক্তির শর্তাবলি সাপেক্ষে, এই উপ-আইনমালার বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে:

তবে, শর্ত থাকে যে, যদি কোনো পাবলিক মার্কেট BOT (Built Operate and Transfer) পদ্ধতিতে নির্মাণ করা হয়, তাহা হইলে উক্ত মার্কেটের দোকান বরাদ্দের ক্ষেত্রে এই উপ-আইনমালার বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে না।

সরকারি হাট-বাজারসমূহের ব্যবস্থাপনা, ইজারা পদ্ধতি এবং উহা হইতে প্রাপ্ত আয়বণ্টন সম্পর্কিত নীতিমালা

সরকারি হাট-বাজারসমূহের ইজারা পদ্ধতি, ব্যবস্থাপনা এবং উহা হইতে প্রাপ্ত আয় ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে বণ্টন সম্পর্কিত স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ তারিখের প্রজেই-২/হ-৫/২০০৮/১১৬/১(৫৫০০) নং স্মারকের নীতিমালা এবং এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য সকল আদেশ বাতিলক্রমে সরকার হাট-বাজারসমূহের ব্যবস্থাপনা, ইজারা পদ্ধতি এবং উহা হইতে প্রাপ্ত আয়বণ্টন বিষয়ে এই নীতিমালা জারি করিলেন :

১। হাট-বাজারের ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ :

১.১ প্রতিটি উপজেলা পরিষদ/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন তাহাদের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে অবস্থিত অধিক্ষেত্রের অধীন এবং ব্যবস্থাপনাধীন হাট-বাজারগুলি ইজারা প্রদান করিবে।

১.২ যদি কোনো হাট-বাজার একাধিক জেলা সীমানার মধ্যে পড়ে তাহার ইজারা কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার গ্রহণ করিবেন এবং ইজারালব্ধ অর্থনীতিমালা অনুযায়ী হারাহারিভাবে বণ্টন করিবেন। ইজারা কার্যক্রম গ্রহণে নিম্নরূপ কমিটি হইবে :

(১)	কমিশনার	-	সভাপতি
(২)	জেলা প্রশাসক, সংশ্লিষ্ট জেলা	-	সদস্য
(৩)	উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সংশ্লিষ্ট জেলা	-	সদস্য
(৪)	নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, সংশ্লিষ্ট জেলা	-	সদস্য
(৫)	চেয়ারম্যান, সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদ	-	সদস্য
(৬)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সংশ্লিষ্ট উপজেলা	-	সদস্য
(৭)	উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, সংশ্লিষ্ট জেলা	-	সদস্য
(৮)	মেয়র, সংশ্লিষ্ট পৌরসভা চেয়ারম্যান, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ	-	সদস্য
(৯)	পরিচালক, স্থানীয় সরকার, সংশ্লিষ্ট বিভাগ	-	সদস্য সচিব

১.৩ যদি কোনো হাট-বাজার দুই বা ততোধিক উপজেলা ও পৌরসভার সীমানার মধ্যে পড়ে তবে তাহার ইজারা কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক গ্রহণ করিবেন এবং ইজারালব্ধ অর্থনীতিমালা অনুযায়ী হারাহারিভাবে বণ্টন করিবেন। সেইক্ষেত্রে ইজারা কার্যক্রম গ্রহণে নিম্নরূপ কমিটি হইবে :

(১)	জেলা প্রশাসক	-	সভাপতি
(২)	উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সংশ্লিষ্ট জেলা	-	সদস্য
(৩)	নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, সংশ্লিষ্ট জেলা	-	সদস্য
(৪)	চেয়ারম্যান, সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদ	-	সদস্য
(৫)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সংশ্লিষ্ট উপজেলা	-	সদস্য
(৬)	উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, সংশ্লিষ্ট জেলা	-	সদস্য
(৭)	মেয়র, সংশ্লিষ্ট পৌরসভা চেয়ারম্যান, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ		সদস্য
(৮)	উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার, সংশ্লিষ্ট জেলা		সদস্য সচিব

২। দরপত্র আহবান ও দাখিল প্রক্রিয়া :

২.১ হাট-বাজারের ইজারা বাংলা বৎসরের ভিত্তিতে (বৈশাখ-চৈত্র) ০১ (এক) বৎসরের জন্য প্রদান করিতে হইবে। কোনো বৎসরের যাবতীয় ইজারা কার্যক্রম পূর্ববর্তী বৎসরের ২০ শে চৈত্রের মধ্যে সমাপ্ত/সম্পন্ন করিতে হইবে।

২.২ ইজারা বৎসর শুরু হওয়ার পূর্ববর্তী বৎসরের মাঘ মাস হইতে ইজারা প্রদান কার্যক্রম শুরু করিতে হইবে এবং সকল হাট-বাজারের ইজারা সংক্রান্ত কার্যক্রমে একটি পূর্ণাঙ্গ ক্যালেন্ডার প্রস্তুত করত সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট অবশ্যই প্রেরণ করিতে হইবে।

২.৩ **সরকারি মূল্য :** ইজারা বিজ্ঞপ্তিতে হাট-বাজারের সরকারি মূল্য উল্লেখ করিতে হইবে। সরকারি মূল্য হইবে বিগত ৩ বৎসরের ইজারা মূল্যের গড় মূল্য। উল্লেখ্য যে, উক্ত ৩ বৎসরের মধ্যে কোনো বৎসর খাস আদায় করা হইলে উক্ত খাস আদায়ের অর্থ ইজারা মূল্য হিসেবে বিবেচিত হইবে। কোনো আইনগত বাধার কারণে কোনো বৎসরের আংশিক সময়ের জন্য টোল/খাস আদায় বন্ধ থাকিলে, উক্ত বৎসরের পূর্ণসময়কালের জন্য মূল্য নির্ধারণপূর্বক সরকারি মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে। তবে কোনো বৎসরের সমস্ত সময়ের জন্য টোল/খাস আদায় বন্ধ থাকিলে পূর্ববর্তী বৎসর বা বৎসরসমূহের ইজারা মূল্য সরকারি মূল্য নির্ধারণে বিবেচনা করা যাইবে। নতুন প্রতিষ্ঠিত বা ইতোপূর্বে ইজারা হয়নি এমন হাট-বাজারের ক্ষেত্রে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি সরকারি মূল্যনির্ধারণ পূর্বক সংশ্লিষ্ট পরিষদের সভায় পর্যালোচনাপূর্বক অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিবে। প্রাপ্ত সর্বোচ্চ দর অনুসরণপূর্বক পরবর্তী বৎসরসমূহের সরকারি মূল্য নির্ধারিত হইবে।

২.৪ হাট-বাজারের প্রাপ্ত ইজারা মূল্য হইতে ইজারাজনিত খরচ (সংবাদপত্রের বিজ্ঞপ্তি বিল, আনুষঙ্গিক ব্যয় ইত্যাদি) নির্বাহ করার জন্য রাজস্ব বাজেটে ব্যবস্থা রাখিতে হইবে (খাস আদায় ব্যতীত)। সিডিউল বিক্রির অর্থ সরকারি খাতে জমা প্রদান করিতে হইবে।

২.৫ **সিডিউল মূল্য :** হাটবাজার ইজারার ক্ষেত্রে সিডিউলের মূল্য নিম্নরূপ হইবে- হাটবাজারের ইজারা মূল্য-

(অ) ১ (এক) লক্ষ টাকা পর্যন্ত হইলে ৫০০ (পাঁচশত) টাকা

(আ) ১ (এক) লক্ষ টাকার ঊর্ধ্বে কিন্তু ২ (দুই) লক্ষ টাকা পর্যন্ত হইলে ১,০০০ (এক হাজার) টাকা

(ই) ২ (দুই) লক্ষ উর্ধ্বে প্রতি লক্ষ বা তার ভগ্নাংশ টাকার জন্য ১,০০০ (এক হাজার) টাকার সহিত অতিরিক্ত ২০০ টাকা করিয়া যোগ করিতে হইবে। **[এখানে ইজারা মূল্য বলিতে সরকারি মূল্যকে বুঝাইবে]**

২.৬ দরপত্র আবেদন সহজলভ্য করিবার নিমিত্ত নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে :

হাট-বাজার ইজারার দরপত্রে অংশগ্রহণের জন্য দরপত্র দাখিলের পূর্বে নিম্নোক্ত কার্যালয় হইতে আবেদন ফরম ক্রয় করা যাইবে, যথা :

২.৬.১ উপজেলা পরিষদ ব্যবস্থাপনাধীন হাট-বাজারের দরপত্রের আবেদন জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, সহকারি কমিশনার (ভূমি)-এর কার্যালয়, সোনালী ব্যাংকের উপজেলা সদরের শাখা ও থানা (পুলিশ স্টেশন)।

২.৬.২ পৌরসভা ব্যবস্থাপনাধীন হাট-বাজারের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পৌরসভা কার্যালয় ছাড়াও উপদফা ২.৬.১-এ বর্ণিত কার্যালয়সমূহ হইতেও হাট-বাজার ইজারা দরপত্রের আবেদন ফরম সংগ্রহ করা যাইবে।

২.৬.৩ সিটি কর্পোরেশন ব্যবস্থাপনাধীন হাট-বাজারের দরপত্রের আবেদন সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন অফিস, তার আঞ্চলিক অফিসসমূহ, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার, সংশ্লিষ্ট মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হইতে সংগ্রহ করা যাইবে।

২.৭ দরপত্র দাখিলের জন্য নির্ধারিত দিনের অন্তত ১৫ দিন পূর্বে উপজেলার হাট-বাজারসমূহের ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, পৌরসভা অফিস, স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্র, পোস্ট অফিস, কমিউনিটি সেন্টার, সংশ্লিষ্ট হাট-বাজার, পুলিশ স্টেশন, সাব-রেজিস্ট্রার অফিস, ইউনিয়ন ভূমি অফিস, উপজেলা ও জেলা সদর দপ্তরে অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ অফিসসমূহে নোটিশ টাঙাইয়া ইজারা বিজ্ঞপ্তি প্রচারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের হাট-বাজারের ক্ষেত্রেও অনুরূপ সংশ্লিষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ অফিসসমূহে নোটিশ টাঙাইয়া প্রচারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এটি ছাড়াও হাট-বাজারে মাইক, ঢোল-সহরতের মাধ্যমে দরপত্র দাখিলের তারিখ এবং সময় ঘোষণার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ইজারা বিজ্ঞপ্তি নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রদান করিতে হইবে। অধিকন্তু, কোনো হাট-বাজারের সরকারি মূল্য ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হইলে স্থানীয় পত্রিকায় (যদি থাকে) এবং ২৫ লক্ষ টাকার অধিক হইলে একটি জাতীয় ও একটি স্থানীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিতে হইবে (বিজ্ঞপ্তি প্রচারের জন্য ধার্যমূল্য হইবে সরকারি মূল্য)। কোনো হাট-বাজারের ইজারা মূল্য ১ (এক) কোটি টাকার বেশি হইলে ইজারা বিজ্ঞপ্তি পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সিপিটিইউ'র ওয়েবসাইটে প্রদান করিতে হইবে।

২.৮ দরপত্র জমা প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে :

২.৮.১ উপজেলা পরিষদের ব্যবস্থাপনাধীন হাট-বাজারের দরপত্র উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, সহকারী কমিশনার (ভূমি), পুলিশ সুপারের কার্যালয় এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে জমা দেওয়া যাইবে।

২.৮.২ পৌরসভার ক্ষেত্রে পৌরসভা কার্যালয়, সংশ্লিষ্ট উপজেলা পৌরসভা কার্যালয়, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর কার্যালয়, পুলিশ সুপারের কার্যালয় ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে জমা দেওয়া যাইবে।

২.৮.৩ সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন অফিস, তার আঞ্চলিক অফিসসমূহ, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে জমা দেওয়া যাইবে।

২.৯ সরকারি হাট-বাজার ইজারা প্রদানের জন্য সকল ক্ষেত্রে বন্ধ খামে দরপত্র দাখিল করিতে হইবে। দরপত্রদাতাকে উদ্ধৃত মূল্যের ৩০% অর্থ ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে দরপত্রের সহিত জমা দিতে হইবে। উক্ত টাকা হইতে ২৫% অর্থ ইজারা মূল্যের সহিত সমন্বয় করা হইবে এবং বাকি ৫% অর্থ জামানত হিসাবে সংরক্ষিত থাকিবে। ইজারা গ্রহীতা নিয়মিত হাট-বাজার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না করিলে বা অন্য কোনো ক্ষতি সাধন করিলে, উক্ত জামানত হইতে তা মিটানো হইবে। বৎসর সমাপ্ত শেষে জামানতের অব্যবহৃত টাকা জমাকারীর বরাবরে প্রত্যর্পণ করা হইবে।

২.১০ প্রাপ্ত দরপত্রের সর্বোচ্চ দর গ্রহণ করিতে হইবে এবং উক্ত দরের অংশ যদি সংশ্লিষ্ট হাট-বাজারের সরকারি মূল্য হইতে কম হয় তা হইলে পুনরায় দরপত্র আহ্বান করিতে হইবে। দ্বিতীয়বার দরপত্র আহ্বান সত্ত্বেও যদি প্রাপ্ত সর্বোচ্চ দর সরকারি মূল্য হইতে কম হয় তা হইলে তৃতীয় বার দরপত্র আহ্বান করিতে হইবে। তৃতীয় বার দরপত্র আহ্বান সত্ত্বেও যদি প্রাপ্ত সর্বোচ্চ দর সরকারি মূল্য হইতে কম হয় তাহা হইলে যথাযথ ইজারা মূল্য না পাওয়ার বিষয়ে বিদ্যমান কারণ সম্বলিত একটি প্রতিবেদন উপজেলা পরিষদ নিয়ন্ত্রণাধীন হাট-বাজারের ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদের সাধারণ/বিশেষ সভার এবং 'খ' ও 'গ' শ্রেণির পৌরসভার নিয়ন্ত্রণাধীন হাট-বাজারের ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদের সাধারণ/বিশেষ সভার কার্যবিবরণীসহ সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করিবে। সেই সাথে নতুন বৎসর শুরু হইলে খাস আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে বিষয়টি তাঁর পর্যায়ে নিষ্পত্তি করিবেন। 'ক' শ্রেণির পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে অনুরূপ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন উপযুক্ত প্রস্তাবসহ সিদ্ধান্তের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করিতে হইবে।

৩। দরপত্র মূল্যায়ন ও ইজারা প্রদান :

৩.১ উপজেলা পরিষদ ব্যবস্থাপনাধীন হাট-বাজারসমূহের ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসার জমাকৃত সকল দরপত্র সংগ্রহ করিয়া তুলনামূলক বিবরণী প্রস্তুতপূর্বক নিম্নোক্তভাবে গঠিত দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (Technical Evaluation Committee)-তে পেশ করিবেন।

(ক)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	-	আহবায়ক
(খ)	চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ মনোনীত পরিষদের একজন সদস্য	-	সদস্য
(খ)	চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ মনোনীত পরিষদের একজন সদস্য	-	সদস্য
(গ)	উপজেলা কৃষি অফিসার	-	সদস্য
(ঘ)	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	-	সদস্য
(ঙ)	সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান	-	সদস্য
(চ)	উপজেলা প্রকৌশলী	-	সদস্য- সচিব

দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি দরপত্রসমূহ দাখিলের পরবর্তী ০৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে বাছাইয়ের পর সুপারিশ/মতামতসহ চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিবেন। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ পরবর্তী ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে উল্লিখিত বিষয়ে অনুমোদন প্রদান করিবেন।

৩.২ পৌরসভার ক্ষেত্রে পৌরসভার দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি দরপত্রসমূহ দাখিলের পরবর্তী ০৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে সুপারিশ/মতামতসহ পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/পৌর নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে মেয়রের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিবেন। মেয়র পরবর্তী ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে উল্লিখিত বিষয়ে অনুমোদন প্রদান করিবেন।

৩.৩ সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশনের দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি জমাকৃত সকল দরপত্র একীভূত করিয়া ০৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে সুপারিশ/মতামতসহ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে মেয়রের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিবেন। মেয়র পরবর্তী ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে এ বিষয়ে অনুমোদন প্রদান করিবেন।

৩.৪ ৩.১, ৩.২, ৩.৩ উপ-অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ইজারামূল্য অনুমোদনে কোনো প্রকার জটিলতার উদ্ভব হইলে, তা পরবর্তী সাধারণ সভায় উত্থাপনপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। দরপত্র অনুমোদনের ০৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে অনুমোদিত দরদাতাকে জানাইতে হইবে। দরপত্রদাতা অবহিত হইবার ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে দরপত্রের সহিত দাখিলকৃত জামানতের ২৫% অর্থ সমন্বয় করত ইজারার অবশিষ্ট ৭৫% অর্থ এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ১৫% ভ্যাট ও ৫% আয়কর পরিশোধ করিবেন। অন্যথায় তার দরপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে ও জামানত বাজেয়াপ্ত হইবে। বাজেয়াপ্তকৃত অর্থ সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা কর্তৃক ব্যবস্থাপনাধীন হাটের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার নিজস্ব রাজস্ব আয় হিসাবে গণ্য হইবে। উপজেলা পরিষদ কর্তৃক ব্যবস্থাপনাধীন হাটের ক্ষেত্রে বাজেয়াপ্তকৃত টাকা সংশ্লিষ্ট উপজেলা রাজস্ব তহবিলে জমা করিতে হইবে। গৃহীত দরের সম্পূর্ণ টাকা (আয়কর ও ভ্যাটসহ) সরকারের নির্দিষ্ট খাতে জমা দেওয়ার পর হাট-বাজারের দখল অনুমোদিত দরপত্র দাতার নিকট নির্ধারিত চুক্তিনামার মাধ্যমে প্রদান করিতে হইবে। কোনো অবহেলার কারণে এর অন্যথা ঘটিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকিবেন।

৩.৫ **চুক্তিনামা :** উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান/পৌরসভা মেয়র অথবা প্রশাসক/সিটি কর্পোরেশনের মেয়র অথবা তাহাদের মনোনীত কর্মকর্তা স্ব-স্ব এলাকার ব্যবস্থাপনাধীন হাট-বাজারের ইজারার চুক্তি দলিলে (পরিশিষ্ট '২') স্বাক্ষর করিবেন। ক্ষেত্র বিশেষে কমিশনার, সংশ্লিষ্ট বিভাগ/জেলা প্রশাসক চুক্তি দলিলে স্বাক্ষর করিবেন।

৩.৬ হাট-বাজার ইজারা প্রদানের পর ইজারামূল্য গ্রহণান্তে কোনো কারণে ইজারাদারকে যথাসময়ে হাট-বাজার হস্তান্তর করা সম্ভব না হইলে অথবা হস্তান্তরের পর আইনগত কারণে সংশ্লিষ্ট ইজারাদার টোল আদায়ে বিরত থাকিতে বাধ্য হইলে, টোল আদায় হইতে বিরত থাকাকালীন মোট ইজারা মূল্যের আনুপাতিক হারে অর্থ ইজারাদারকে ফেরত প্রদান করা যাইবে।

৩.৭ কোনো বিশেষ কারণে যদি দরপত্র দাখিলের তারিখ পরিবর্তন করার একান্ত প্রয়োজন হয়, তা হইলে দরপত্র আহ্বানকারী কর্মকর্তা ব্যাপক প্রচারের পদক্ষেপ গ্রহণপূর্বক লিখিতভাবে দরপত্র গ্রহণের পরবর্তী তারিখ ও সময় ঘোষণা করিবেন।

৪। খাস আদায়ের ক্ষেত্রে কার্যক্রম :

(ক)	মেয়র/প্রশাসক	-	সভাপতি
(খ)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত একজন কর্মকর্তা	-	সদস্য
(গ)	পৌরসভার সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলর (১ জন পুরুষ ও ১ জন মহিলা)	-	সদস্য
(ঘ)	সহকারী প্রকৌশলী, সংশ্লিষ্ট পৌরসভা	-	সদস্য
(ঙ)	পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট পৌরসভা কমিটি প্রয়োজনে আরো সদস্য কো-অপ্ট করিতে পারিবে।	-	সদস্য সচিব

৪.৩ ‘ক’ শ্রেণির পৌরসভার অধিভুক্ত হাটবাজারের ক্ষেত্রে খাস আদায় কমিটি নিম্নরূপ হইবে :			
(ক)	মেয়র/প্রশাসক	-	সভাপতি
(খ)	জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি	-	সদস্য
(গ)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত একজন কর্মকর্তা	-	সদস্য
(ঘ)	পৌরসভার সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলর (১ জন পুরুষ ও ১ জন মহিলা)	-	সদস্য
(ঙ)	সহকারী প্রকৌশলী, সংশ্লিষ্ট পৌরসভা	-	সদস্য
(চ)	পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা	-	সদস্য সচিব

সংশ্লিষ্ট পৌরসভা কমিটি প্রয়োজনে আরো সদস্য কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

৪.৫ খাস আদায়ের ক্ষেত্রে লোকবল নিয়োগসহ যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষমতা কমিটির থাকিবে।

৪.৬ খাস আদায় কার্যক্রম পরিচালনার যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য খাস আদায় কমিটি আদায়কৃত অর্থ হইতে প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করিতে পারিবে। তবে এই ব্যয়ের পরিমাণ আদায়কৃত অর্থের ১০% এর মধ্যে অবশ্যই সীমিত রাখিতে হইবে।

৪.৭ খাস আদায় চলাকালীন যদি সংশ্লিষ্ট হাট-বাজারটির ইজারা প্রদান করা হয়, সেই ক্ষেত্রে যতদিন খাস আদায় সম্পন্ন হইয়াছে, মূল ইজারা মূল্য হইতে আনুপাতিক হারে ওই সময়ের নির্ধারিত মূল্য বাদ দিয়ে বাকি টাকা আদায়যোগ্য হইবে।

৪.৮ হাট-বাজারের খাস আদায়কৃত অর্থ হইতে (খাস আদায়জনিত খরচ বাদে) ১৫% অর্থ মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) বাবদ এবং ৫% অর্থ আয়কর বাবদ সংশ্লিষ্ট খাতে জমা প্রদান করিতে হইবে।

৪.৯ হাট-বাজারের খাস আদায়কৃত অর্থ হইতে খাস আদায়জনিত খরচ এবং মূল্য সংযোজন করের (ভ্যাট) ও আয়করের অর্থ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট টাকা ৯ নং অনুচ্ছেদের বণ্টন নীতিমালা অনুযায়ী বণ্টন করিতে হইবে।

৫। টোল আদায়ের হার :

উপজেলা ও পৌরসভার ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক এবং সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বিভিন্ন দ্রব্যের উপর বিস্তারিত যাচাই বাছাইপূর্বক টোল আদায়ের হার সম্বিলত একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকাসহ প্রস্তুত করত অনুমোদন ও প্রচার করিবেন। উল্লেখ্য যে, টোল আদায়ের হার ইজারা কার্যক্রম শুরু হইবার পূর্বে প্রস্তুত করিতে হইবে। ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ইজারাদারকে ইজারা চুক্তিনামার পর দখলনামার সহিত একটি টোল আদায়ের হারের তালিকা সরবরাহ করিবেন। উক্ত তালিকা বাজারের বিভিন্ন স্থানে জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে ইজারাদার কর্তৃক প্রদর্শনের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। ইজারাদার কর্তৃক দৃশ্যমান স্থানে টোল আদায়ের হার টাঙাইতে ব্যর্থ হইলে এবং নির্ধারিত হারের চাইতে বেশি টোল আদায় করা হইলে ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত ইজারাদারের ইজারা চুক্তি বাতিল করিতে পারিবেন এবং জমাকৃত টাকা বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন।

৬। আপত্তি/আপিল নিষ্পত্তি :

হাট-বাজার ইজারা সম্পর্কে কোনো আপত্তি/অভিযোগ থাকিলে তাহা নিম্নোক্তভাবে নিষ্পত্তি হইবে-

৬.১ চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ এবং খ ও গ শ্রেণির পৌরসভার মেয়রের গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোনো আপত্তি থাকিলে ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে জেলা প্রশাসকের নিকট লিখিতভাবে অভিযোগ/আপত্তি করা যাইবে। জেলা প্রশাসক প্রয়োজনীয় শুনানি শেষে ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তি করিবেন। জেলা প্রশাসকের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোনো আপত্তি থাকিলে ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে বিভাগীয় কমিশনারের নিকট লিখিতভাবে আপিল দায়ের করা যাইবে। বিভাগীয় কমিশনার শুনানি শেষে ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে উক্ত আপিলের বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন। এইক্ষেত্রে বিভাগীয় কমিশনারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৬.২ বিশেষ শ্রেণি ও 'ক' শ্রেণির পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোনো আপত্তি থাকিলে ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে বিভাগীয় কমিশনারের নিকট লিখিতভাবে অভিযোগ/আপত্তি দায়ের করা যাইবে। বিভাগীয় কমিশনার প্রয়োজনীয় শুনানি শেষে ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগের বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন। বিভাগীয় কমিশনারের আদেশের বিরুদ্ধে কোনো আপত্তি থাকিলে ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগে লিখিতভাবে আপিল দায়ের করা যাইবে। এইক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার বিভাগের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৭। ইজারাদারের দায়-দায়িত্ব :

হাট-বাজারের ইজারাদারের দায়-দায়িত্ব নিম্নরূপ হইবে-

৭.১ ইজারাদারকে নির্ধারিত সময়ে সম্পূর্ণ অর্থ (যাবতীয় কর ও ভ্যাটসহ) পরিশোধ করিয়া চুক্তিনামা সম্পাদন করিতে হইবে।

৭.২ ইজারাদার কর্তৃক নিয়মিতভাবে হাট-বাজার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে।

৭.৩ ইজারাদারকে অনুমোদিত টোল রেইটের তালিকা বাজারের দৃশ্যমান স্থানে জনগণের জ্ঞাতার্থে টাঙাইয়া রাখিতে হইবে।

৭.৪ ইজারাদার কোনোক্রমেই ইজারাপ্রাপ্ত হাট-বাজার অন্যের নিকট ইজারা বা বন্দোবস্ত (সাবলিজ) দিতে পারিবে না।

৭.৫ ইজারাদার যদি এই নীতিমালার বা ইজারা চুক্তির কোনো শর্ত ভঙ্গ করে, তবে তার ইজারা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। সেইক্ষেত্রে তার জমাকৃত ইজারার টাকা বাজেয়াপ্ত করা হইবে এবং হাটটি পুনরায় ইজারা প্রদানের ব্যবস্থা করা হইবে।

৮। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মেয়র/প্রশাসক, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সিটি কর্পোরেশন হাট-বাজারসমূহ ইজারা প্রদান শেষে ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিটি হাটের প্রাপ্ত ইজারা মূল্যের বিবরণী সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করিবেন। জেলা প্রশাসক তার অধিক্ষেত্রে সকল হাট-বাজারের বিগত তিন বৎসরের আয়সহ বর্তমান বৎসরের আয়ের একটি তুলনামূলক বিবরণী প্রতি বৎসরের ৩০ শে বৈশাখের মধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগে অবশ্যই প্রেরণ করিবেন।

৯। হাট-বাজার হইতে প্রাপ্ত ইজারালব্ধ অর্থ ব্যবস্থাপনা ও বণ্টন পদ্ধতি :

২ হাট-বাজার হইতে ইজারালব্ধ আয় "হাট-বাজারের ইজারালব্ধ আয়" নামে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলে জমা রাখিতে হইবে।

৩ উপজেলা পরিষদ নিয়ন্ত্রিত হাট-বাজারের ইজারালব্ধ আয় নিম্নলিখিতভাবে বণ্টন করিতে হইবে :

৯.২.১ প্রতিটি হাট-বাজারের ইজারালব্ধ আয় হইতে ৫% অর্থ সেলামীস্বরূপ সরকারকে "৭-ভূমি রাজস্ব" খাতে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে ইজারার টাকা জমা হইবার ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে জমা প্রদান করিতে হইবে।

৯.২.২ ২০% অর্থ ইউনিয়ন পরিষদের সচিব, দফাদার ও মহল্লাদারদের বেতন প্রদান বাবদ "৭-ভূমি রাজস্ব" খাতের অধীনে "৪-হাট-বাজার ইজারা হইতে জমা" নামক গৌন খাতে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে ইজারার টাকা আদায়ের ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে জমাপ্রদান করিতে হইবে। উভয় ক্ষেত্রে চালানের এককপি জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

৯.২.৩ ৫% অর্থ যে ইউনিয়নে হাট-বাজারটি অবস্থিত সেই ইউনিয়ন পরিষদকে অতিরিক্ত প্রদান করিতে হইবে। এটি উক্ত ইউনিয়ন পরিষদের রাজস্ব আয় হিসেবে গণ্য হইবে।

৯.২.৪ ৪% অর্থ মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে ব্যয়ের জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পরিচালনাধীন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে (সঞ্চয়ী হিসাব নং-১২১০০৩৯৯৭৭২, সোনালী ব্যাংক, রমনা কর্পোরেট শাখা, ঢাকায়) ইজারার টাকা জমা হইবার ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে জমা প্রদান করিতে হইবে।

৯.২.৫ ১৫% অর্থ সংশ্লিষ্ট হাট-বাজারের রক্ষণাবেক্ষণের/উন্নয়নের জন্য উপজেলা হাটবাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে ব্যয় করিতে হইবে। এই অর্থ পিপিআর, ২০০৮-এর বিধান অনুযায়ী ব্যয় করিতে হইবে। হাট-বাজারের রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে ড্রেনেজ, ছাউনি (শেড), স্যানিটেশন (ল্যাট্রিন/ইউরিনাল), টিউবওয়েল স্থাপন, হাট-বাজারের অভ্যন্তরীণ রাস্তা/চলাচল পথ নির্মাণ ইত্যাদি অগ্রাধিকার দিতে হইবে। এই কাজগুলির যথাযথ বাস্তবায়ন এবং নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করিতে হইবে। তবে যে সকল হাট-বাজারে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে ওই সমস্ত হাট-বাজারের জন্য সরকার ও দাতা সংস্থার মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির শর্তানুযায়ী ১৫% অর্থের পরিবর্তে হাট-বাজারের রক্ষণাবেক্ষণের (Routine and Periodical Maintenance) জন্য প্রয়োজনে ২৫% পর্যন্ত অর্থ বরাদ্দ দেওয়া যাইবে।

৯.৩ সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার ক্ষেত্রে প্রাপ্ত হাটের আয় নিম্নলিখিতভাবে বন্টন করিতে হইবে :-

৯.৩.১ পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনে অবস্থিত সকল হাট-বাজার হইতে প্রাপ্ত ইজারা আয়ের ৫% অর্থ সেলামি স্বরূপ ইজারার টাকা আদায়ের ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে সরকারকে "৭-ভূমি রাজস্ব" খাতে প্রদান করিতে হইবে।

৯.৩.২ ৪৫% অর্থ পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্গত সংশ্লিষ্ট হাট-বাজারের রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়নের জন্য ব্যয় করিতে হইবে। হাট-বাজার উন্নয়নের ক্ষেত্রে ড্রেইনে, স্যানিটেশন (ল্যাট্রিন/ ইউরিনাল), টিউবওয়েল স্থাপন, হাট-বাজারের অভ্যন্তরীণ রাস্তা/চলাচলের পথ নির্মাণ, ছাউনি (শেড) নির্মাণ ইত্যাদিকে অগ্রাধিকার দিতে হইবে। এই কাজগুলির যথাযথ বাস্তবায়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করিতে হইবে।

৯.৩.৩ ৪% অর্থ মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে ব্যয়ের জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পরিচালনাধীন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে (সঞ্চয়ী হিসাব নং-১২১০০৩৯৯৭৭২, সোনালী ব্যাংক, রমনা কর্পোরেট শাখা, ঢাকায়) ইজারার টাকা জমা হইবার ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে জমা প্রদান করিতে হইবে।

৯.৩.৪ অবশিষ্ট ৪৬% অর্থ পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব আয় হিসাবে গণ্য হইবে।

১১। হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি :

১১.৫ পৌরসভা হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি :

১১.৫.১ পৌরসভার নিয়ন্ত্রণাধীন সকল হাট-বাজারের দৈনন্দিন পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নসহ সকল কার্যাবলি তদারকির জন্য প্রতিটি হাট-বাজার পর্যায়ে নিম্নোক্তভাবে একটি হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করিতে হইবে :

(ক)	পৌরসভার মেয়র/প্রশাসক	-	সভাপতি
(খ)	জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি	-	সদস্য
	('ক' শ্রেণির পৌরসভার ক্ষেত্রে)		
(গ)	উপজেলা প্রকৌশলী (উপজেলা পর্যায়ের পৌরসভার ক্ষেত্রে)	-	সদস্য
(ঘ)	সংশ্লিষ্ট পৌরসভার সকল ওয়ার্ড কমিশনার	-	সদস্য
(ঙ)	পৌরসভা এলাকাভুক্ত দু'জন গণ্যমান্য ব্যক্তি (১ জন শিক্ষক)	-	সদস্য
	(জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)		
(চ)	সংশ্লিষ্ট পৌরসভার প্রতিটি হাট-বাজারের দোকানদার/	-	সদস্য
	ব্যবসায়িক প্রতিনিধিদের মধ্য হইতে ২ জন প্রতিনিধি		
(ছ)	সংশ্লিষ্ট পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলী/সহকারী প্রকৌশলী	-	সদস্য
(জ)	সংশ্লিষ্ট পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা	-	সদস্য সচিব

১১.৬ পৌরসভা হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব নিম্নরূপ হইবে :

১১.৬.১ পৌর এলাকার সকল হাট-বাজারের সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং জেলা প্রশাসকের সহিত পরামর্শক্রমে বাস্তবায়ন;

১১.৬.২ টোল আদায়কারীদের টোল আদায় এবং টোল সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য তদারকি;

১১.৬.৩ অনুমোদিত হারের অতিরিক্ত টোল আদায় এবং টোল দেওয়া হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য/দ্রব্য ক্রেতা এবং বিক্রেতা হইতে টোল আদায় রোধ করা;

১১.৬.৪ অনুমোদিত হারে টোল আদায় ব্যতীত অন্য কোনো প্রকার বে-আইনিভাবে আদায় বা জোরপূর্বক কোনোরূপ আদায় এবং ক্রেতা-বিক্রেতাদের হয়রানি রোধ করা;

১১.৬.৫ হাট-বাজারের শান্তি-শৃখলা রক্ষা করা;

১১.৬.৬ হাট-বাজার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং যথোপযুক্ত স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা;

১১.৬.৭ প্রত্যেকটি হাটে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ল্যাট্রিন/ইউরিনাল নির্মাণ নিশ্চিতকরণ;

১১.৬.৮ হাট-বাজার এলাকায় জমি অবৈধভাবে দখল রোধ এবং তাতে দালানকোঠা নির্মাণ না করিতে দেওয়া; এবং

১১.৬.৯ কমিটি ন্যূনপক্ষে মাসে একটি সভায় মিলিত হইবে। উক্ত সভায় হাট-বাজারের পরিচালনা, টোল আদায়, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নসহ সকল বিষয়ে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করা হইবে এবং উহা জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

১১.৬.১০ এই কমিটি প্রয়োজনবোধে পৌর এলাকার প্রতিটি হাটের জন্য সংশ্লিষ্ট হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

১১.৮ কোরাম :

সকল স্তরের হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি 'কোরাম' বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং উল্লিখিত কমিটিসমূহের মেয়াদ কমিটি গঠন করত প্রথম সভা হইতে তিন বৎসর মেয়াদের জন্য হইবে।

১৩। ইজারা ক্ষমতা বাতিল ও ব্যবস্থা গ্রহণ :

উপজেলা পরিষদ এবং 'খ' ও 'গ' শ্রেণির পৌরসভা ব্যবস্থাপনাধীন হাট-বাজারসমূহ বিধি মোতাবেক ইজারা প্রদানে ব্যর্থতা, ইজারা মূল্যের অন্তত ২৫% অর্থ উপজেলা হাট-বাজার উপজেলা পরিষদ কর্তৃক এবং ৪৫% অর্থ পৌরসভা হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক সংশ্লিষ্ট/অনুন্নত হাটের রক্ষণাবেক্ষণে ব্যয় না করা, ইজারালব্ধ অর্থের নির্দিষ্ট অংশ যথাসময়ে সরকারি খাতে জমা না দেওয়া, ইজারার সম্পূর্ণ অর্থ গ্রহণ না করিয়া বা ইজারা চুক্তি সম্পাদন না করিয়া ইজারাদারের নিকট হাট-বাজারের দখল হস্তান্তরসহ এতদসংক্রান্ত অন্যান্য অনিয়ম প্রমাণিত হইলে উক্ত উপজেলা পরিষদ এবং খ ও গ শ্রেণির পৌরসভা মেয়রের ইজারা প্রদানের ক্ষমতা বাতিলসহ আইনগত ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসকগণ গ্রহণ করিবেন এবং কথিত হাট-বাজার ইজারা প্রদান করিবেন। অনুরূপভাবে 'ক' শ্রেণির পৌরসভা, জেলা প্রশাসকগণ এবং সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে উপরোক্ত অনিয়ম পরিলক্ষিত হইলে বিভাগীয় কমিশনার সংশ্লিষ্ট পৌরসভার মেয়র/প্রশাসক এবং সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার ইজারা প্রদানের ক্ষমতা বাতিলসহ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং উক্ত হাট-বাজার ইজারা প্রদান করিবেন।

৪. পৌর এলাকায় জেলা পরিষদ কর্তৃক নির্মিত বাস-টার্মিনাল পৌরসভাকে হস্তান্তর এবং ব্যবস্থাপনা প্রসঙ্গে

উল্লেখিত বিষয়ে জেলা পরিষদের মালিকানাধীন পৌর এলাকায় প্রতিষ্ঠিত বাস-টার্মিনাল পৌরসভাকে হস্তান্তরকরণ সংক্রান্ত প্রক্রিয়ায় এবং সৃষ্ট ব্যবস্থাপনার স্বার্থে সরকার নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন :

(১) সরকার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে পৌর এলাকায় জেলা পরিষদ কর্তৃক বাস-টার্মিনাল নির্মাণ ব্যয় পরিশোধ সাপেক্ষে পৌরসভাকে জেলা পরিষদ কর্তৃক নির্মিত বাস টার্মিনাল হস্তান্তর করিতে হইবে।

(২) বাস টার্মিনাল নির্মাণে জেলা পরিষদ কর্তৃক যে অর্থ খরচ করা হয়েছে তা একসাথে পৌরসভার পক্ষে পরিশোধ করা সম্ভব নাও হইতে পারে। তাই পৌর এলাকাভুক্ত জেলা পরিষদের মালিকানাধীন বাস টার্মিনালের জমি, মাটি ভরাট এবং বাস টার্মিনাল নির্মাণ বাবদ খরচকৃত অর্থ উভয়পক্ষ আলোচনাক্রমে কিস্তিতে পরিশোধ করার বিষয় সিদ্ধান্ত নিবে।

(৩) অনুচ্ছেদ ৪-এ উল্লিখিত গৃহীত সিদ্ধান্ত কার্যকর করণে পৌর এলাকায় জেলা পরিষদ কর্তৃক নির্মিত বাস-টার্মিনালের মালিকানা ও সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পৌরসভার অনুকূলে হস্তান্তর করিতে হইবে। পৌর কর্তৃপক্ষ যদি জেলা পরিষদ কর্তৃক ব্যয়িত অর্থ এককালীন অথবা কিস্তিতে পরিশোধ করিতে সমর্থ না হয় সেক্ষেত্রে উভয় পক্ষ আলোচনাক্রমে প্রতিদিনের টোল আদায়ের অর্থ ব্যবস্থাপনা খরচ বাদ দিয়ে দিনান্তে অথবা সপ্তাহান্তে জেলা পরিষদে জমা প্রদানপূর্বক জেলা পরিষদ কর্তৃক খরচকৃত অর্থ পরিশোধ করিবে। এতদসংক্রান্ত ব্যবস্থাপনার জন্য জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে নিম্নলিখিত সদস্য সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হইলো :

১.	জেলা প্রশাসক	-	আহ্বায়ক
২.	সচিব, জেলা পরিষদ	-	সদস্য
৩.	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, পৌরসভা	-	সদস্য
৪.	সভাপতি, বাস মালিক সমিতি	-	সদস্য
৫.	সভাপতি, ট্রাক মালিক সমিতি	-	সদস্য
৬.	সভাপতি, নির্ধারিত শ্রমিক সংগঠন	-	সদস্য

(৪) যে সকল বাস টার্মিনালের নির্মাণ কাজ জেলা পরিষদ কর্তৃক হাতে নেয়া হয়েছে এবং আংশিক অর্থ খরচ করা হয়েছে সেই সকল বাস-টার্মিনালের খরচকৃত অর্থ জেলা পরিষদকে পরিশোধপূর্বক সংশ্লিষ্ট পৌরসভা বাস-টার্মিনালের অবশিষ্ট নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করিবে।

(৫) জেলা পরিষদ কর্তৃক পৌর এলাকায় ভবিষ্যতে বাস টার্মিনাল নির্মাণ করা হইলে বাস টার্মিনালের মালিকানা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পৌরসভার নিকট হস্তান্তর করিতে হইবে। বাস টার্মিনাল নির্মাণে জেলা পরিষদ কর্তৃক ব্যয়িত অর্থ উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় পরিশোধ করিতে হইবে।

(৬) পৌর এলাকার বাইরে জেলা পরিষদ অথবা পৌরসভা কর্তৃক বাস টার্মিনাল নির্মাণ করা হইলে বাস টার্মিনাল নির্মাণকারী কর্তৃপক্ষের উপর সেই বাস টার্মিনালের মালিকানা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব বর্তাইবে।

উল্লিখিত সিদ্ধান্তের আলোকে বাস টার্মিনাল হস্তান্তরকরণ প্রক্রিয়া সমাপ্তকরণ এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হইলো।

উপসংহার :

নির্দেশিকাটি সঠিকভাবে অনুসরণ করিলে পৌরকর বহির্ভূত রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি ও ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়ে ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনবে। বাংলাদেশ সরকার, ADB & AFD সাহায্যপুষ্ট নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন (আইইউজিআইপি) প্রকল্পের আওতায় UGIAP কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে স্থানীয় সম্পদ আহরণ বৃদ্ধির আওতায় (৪-এর 'খ') সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। পৌরসভা পর্যায়ে এই নির্দেশিকা সঠিক ব্যবহারের ফলে পৌরকর বহির্ভূত রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পাইবে, যাহা বিভিন্ন অনুদান/প্রাপ্তির উপর পৌরসভার নির্ভরশীলতা কমাবে এবং পৌরসভার নিজস্ব উদ্যোগে অবকাঠামো নির্মাণে সামর্থ্য অর্জন করিবে। আশা করা যায়, পৌরসভা নিজস্ব তাগিদে ও প্রয়োজনে এবং বাস্তবতার নিরিখে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড হাতে নিয়ে আত্মবিশ্বাসের সাথে ধীরে ধীরে সক্ষমতা অর্জন ও দক্ষতা বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইবে।

সংযোজনী -১

ফরম-জ

[বিধি ৩৪(২) দ্রষ্টব্য]

স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের উপর কর আদায়ের রশিদ

(নকল করিবার জন্য কার্বন ব্যবহার করুন)

রশিদ ক্রমিক নম্বর---

দলিলের ক্রমিক নম্বর---এর নিকট হইতে গৃহীত হইল, দলিলে উল্লিখিত বিক্রয় মূল্যের পরিমাণ---প্রাপ্ত করের পরিমাণ---

সাব-রেজিস্ট্রারের স্বাক্ষর ও তারিখ

প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (পিএমইউ)
নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আইইউজিআইপি)
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)
লেভেল-১২, এলজিইডি প্রধান কার্যালয়
শেরে-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা ১২০৭
ফোন: ০২-৪৪৮২৬১৭৭, ওয়েবসাইট: www.iugip-lged.org